রংদার রোববার

রবিবার যেন যতিচিহ্নের কথা বলে। অলংকারহীন। কিন্তু বাধ্যতামূলক উপস্থিতি। সেই রবিবারকে দেখে মনে হয় বাংলা ব্যাকরণে 'কমা'র কথা। এবারের প্রচ্ছদে সেই কমা, সেই যতিচিহ্নের কথা।

কমা

নয় থেকে বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ কার্তিক ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা 5 November 2023 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

সাদা চোখে সাদা কথায়

নিজেদের খোঁড়া কবরে ঠাঁই হচ্ছে বাম শরিকদের

গৌতম সরকার

রানা সেনের জন্মশতবর্ষ। পাঠক প্রশ্ন করতেই পারেন, কে রানা সেন? অনেকেই শতবর্ষ বাঁচেন। তাহলে কোন এক রানা সেনের জন্য খবরের কাগজের জায়গা খরচ করা কেন? হককথা। বর্তমান প্রজন্মের কাছে রানা সেন প্রায় অপরিচিত নাম। পুরোনো প্রজন্মও তাঁকে ভুলেছে। বিস্মৃতপ্রায় তো বটেই। তাহলে আমিই বা তাঁর কথা বলে এই লেখাটা শুরু করলাম কেন?

কৈফিয়তটা দেওয়ার আগে আরও কিছু কথা বলি। এই লেখাটা এগোলে আরএসপি'র কথা আসবে। উঠবে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রসঙ্গ। দল দুটি বামপন্থী। ঘোষিতভাবে বামফ্রন্টের শরিক। ফরওয়ার্ড ব্লককে বলা হত মেজো শরিক, আরএসপি সেজো শরিক। রানা সেনের মতো এই দল দুটির কথা এখন ভালোভাবে জানেন না নবীনরা। হয়তো আরএসপি'র পুরো নাম রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি (বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল) অনেকের অজানা। সাংসদ, বিধায়ক সংখ্যার বিচারে সিপিএমই যেখানে ক্ষীণকায়, সেখানে এই শরিকদের কথা মনে থাকবে কেমন করে?

এরপর ষোলোর পাতায়

একনজরে

ভূমিকম্পে নেপালে মৃত ১৫৭

শুক্রবার রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পড়শি দেশ নেপাল। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১৫৭ জনের। জখম শতাধিক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। ভূমিকম্পের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে, তার প্রভাবে কেঁপে ওঠে কাঠমান্ডু থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে নয়াদিল্লির মাটিও।

বিস্তারিত সতেরোর পাতায়

সাহু নদীর কয়েক হাত দূরেই বানানো হয়েছে কুয়ো। ঠাকুরনগরে। –সংবাদচিত্র

পাঁচ রাজ্যের ভোটে মোদির প্রতিশ্রুতি

বিনামূল্যে ৫ বছর র‍্যাশন

রায়পুর, ৪ নভেম্বর : রান্নার গ্যাসে ভরতুকি, স্বাস্থ্যবিমা, এমনকি হিন্দুত্বের তাসে ছত্তিশগড় নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না বিজেপি। ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি ছত্তিশগড়ে 'মোদি কি গ্যারান্টি ২০২৩' প্রকাশিত হয়েছে। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বিজেপির ওই নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন শুক্রবার। তাতে গ্রামীণ দরিদ্রদের বিনা খরচে অযোধ্যায় রাম মন্দির দেখিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি ছিল।

কিন্তু তাতে যে জয় সম্পর্কে সংশয় থেকে যাচ্ছে তা স্পষ্ট হল শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে। তিনি নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে ছত্তিশগড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে অনেক বড় আশ্বাস দিলেন সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে। কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্যের দুর্গ এলাকায় বিজেপির জনসভায় শনিবার তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিজেপি সরকার দেশের ৮০ কোটির বেশি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার প্রকল্পের মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়িয়ে দেবে।'

পরে মধ্যপ্রদেশের রতলামের সভায় একই ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিনামূল্যে র‍্যাশন মোদির গ্যারান্টি।' ছত্তিশগড় থেকে ঘোষণা হলেও লক্ষ্য যে ভোটমুখী আরও চার রাজ্য, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই রাজ্যগুলির মধ্যে দুটি কংগ্রেস শাসিত। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রভাব কম নেই। ফলে লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনালের মতো এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট চাপে আছে পদ্ম শিবির।

আরও ৫ বছরের জন্য বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার ঘোষণার মধ্যে সেই চাপমুক্তির প্রয়াস আছে বলে মনে করা হচ্ছে। মোদি যখন এই ঘোষণা করছেন, প্রায় সেই সময়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জগদলপুরের এক জনসভায় বলেন, 'মোদিজির গ্যারান্টির অর্থ ১০০ শতাংশ মিথ্যাচার। মোদিজি বলেছিলেন, সবাইকে ১৫ লক্ষ টাকা দেবেন। নোটবন্দির ফলে কালো টাকা শেষ হয়ে যাবে। কৃষি আইনে কৃষকদের লাভ হবে। ছত্তিশগড়ের কৃষকদের ধানের জন্য ২৫০০ টাকা দেওয়া হবে। কৃষকদের ঋণ মকুব হবে। কিন্তু উনি কিছুই করেননি।'

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস যে জনমোহিনী প্রকল্পগুলিকে সামনে রাখছে, তাতে সাধারণ মানুষ আস্থা রাখছে বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় স্পষ্ট হচ্ছে। মোদি ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির কথা শোনালেও দেশের জীবন–জীবিকার অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠায়

এরপর ষোলোর পাতায়

অবাধে কেনাবেচা সাহুর জমি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : গত কয়েক দশকে শিলিগুড়ি শহর সহ আশপাশ এলাকা মিলিয়ে বহু নদীর অপমৃত্যু হয়েছে। সেই তালিকায় সাহু সাম্প্রতিক সংযোজন হতে চলেছে। বর্তমানে ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েত দিয়ে বয়ে যাওয়া সাহু নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে মুড়িমুড়কির মতো সরকারি খাসজমি বিক্রি হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার নদীর চরের ওপর বালি ফেলে রীতিমতো সীমানা দখলের প্রতিযোগিতা চলছে। সাহুডাঙ্গি এলাকা ও বিন্নাগুড়ি অঞ্চলেও পাল্লা দিয়ে এভাবেই সরকারি জমি কেনাবেচা চলছে। মাঝাবাড়ি পেরিয়ে সাহু নদীর দিকে যেতে নদী সংলগ্ন এক জায়গায় ঝোরা দখল ও জলাশয়ের গতিমুখ বদলের চেষ্টা চলছে। বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার এক প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বহু লক্ষ টাকায় এখানকার একটি জমি বিক্রি করছেন। কিছুটা খতিয়ানভুক্ত জমির পাশাপাশি অনেকটা সরকারি জমি বিক্রি করা হয়েছে। গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সাহু নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সরকারি খাসজমি বিক্রির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভব্রত মিত্র বলেন, 'এরকম কোনও অভিযোগ পাইনি।' তবে এবিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। জলাশয়ের গতিমুখ বদলের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ডাবগ্রাম–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান একদা তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী নির্মল রায় বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই জলাশয়ের গতিমুখ বদলের নিয়ম নেই। যদি এমনটা হয়ে থাকে তা নিশ্চিতভাবে অন্যায়।' এলাকার প্রধান বিজেপির মিতালি মালাকার বললেন, 'এমনই একটি অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। বাকি ঘটনাগুলি খোঁজ নিয়ে দেখব। কে কোন দল করে তা দেখা হবে না।'

ইস্টার্ন বাইপাস ধরে গোরা মোড় যাওয়ার পথে ঠাকুরনগর রেলগেটের আগেই বাঁদিকে একটি রাস্তা সাহু নদীতে গিয়ে মিশেছে। সেই রাস্তা ধরে সোজা এগোলেই নদীর জমি দখলের ছবিটা স্পষ্ট হবে। নদীর ওপর বালি ফেলে জমি দখল করা হয়েছে। কোথাও টিনের বেড়া দিয়ে,

এরপর ষোলোর পাতায়

বিরাটের মঞ্চে আজ 'ফাইনালের' মহড়া

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : বিরাট বিরাট বিরাট!

কারও হাতে পোস্টার। কারও মুখে মাস্ক। আবার কারও হাতে কেক!

শাঁখ বাজছিল। ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারিতে উড়ছিল তেরঙাও। সঙ্গে চলছিল সেই পরিচিত স্লোগান, ভারতমাতা কী জয়। দোসর আর কয়েক ঘণ্টা পরই ৩৫ বছরে পা দিতে চলা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির নামের শব্দকল্পদ্রুম।

শনিবারের ইডেন বড্ড অন্যরকম। ক্রিকেটের নন্দনকাননে বিশ্বকাপের ম্যাচ আগেও হয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। কিন্তু এমন মায়া ছড়ানো মুহূর্ত কি তৈরি হবে? যেখানে শুধু কোহলির জন্যই সাজানো হবে আসর। উন্মাদনা বদলে যাবে গণহিস্টিরিয়ায়। একটা টিকিটের জন্য শুধু শহর কলকাতা নয়, গোটা রাজ্য উন্মাদ হয়ে যাবে।

একদিনের বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণার পর থেকেই ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সেই আগ্রহ বদলেছে লাগামছাড়া পাগলামিতে। এমন অবস্থার নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। এক, আগামীকাল বিরাটের জন্মদিন। ৩৫ বছরে পা দিতে চলেছেন কিং কোহলি। তাঁর জন্মদিনের মঞ্চে হাজির থাকার সুযোগ কে–ই বা ছাড়তে চায়।

এরপর ষোলোর পাতায়

সম্মানিত গনি খানের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা

লিকুইড ক্রিস্টাল গবেষণার স্বীকৃতি

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ৪ নভেম্বর : পদার্থবিদ্যায় গবেষণার বিষয় 'লিকুইড ক্রিস্টাল'। আর তাতেই মিলেছে সাফল্য, সম্মান ও গবেষণার স্বীকৃতি। বিশাখাপত্তনমের অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'ইন্ডিয়ান লিকুইড ক্রিস্টাল সোসাইটি' গনিখান চৌধুরী নামাঙ্কিত কেন্দ্রীয় কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা পিআর আলাপতিকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। গত ২নভেম্বর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান লিকুইড ক্রিস্টিয়ান সোসাইটির ২০তম জাতীয় সম্মেলনে এই সম্মান দেওয়া হয়। এই ঘটনায় স্বভাবতই খুশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

পদার্থবিদ্যার লিকুইড ক্রিস্টালের ব্যবহার দেখা যায় এলসিডি টিভির পর্দা, মোবাইলের স্ক্রিন এই সমস্ত ক্ষেত্রে। এই বিষয়ে গবেষণা করে উৎকর্ষতা পেয়েছেন জিকেসিআইইটির অধিকর্তা পিআর আলাপতি। পাশাপাশি তিনি প্রায় কোমায় চলে যাওয়া গনিখান চৌধুরী নামাঙ্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের কারিগরি

লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টে সম্মানিত জিকেসিআইইটি–র অধিকর্তা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জিকেসিআইইটিকে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ভালো জায়গায় তুলে এনেছেন। এই কারণে দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অধ্যাপক পিআর আলাপতি জানান, 'বিশাখাপত্তনমের অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সাইন্স এন টেকনলজি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার জয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী সিভি রমন কাজ করেছিলেন। তিনি এখানকার পদার্থ বিজ্ঞানের রিসার্চ ফাউন্ডেশন এর সম্মানীয় সভাপতি ছিলেন। তাঁরই স্মৃতিবিজড়িত এই পুরস্কার। পদার্থবিদ্যায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে আমি আপ্লুত। প্রতিষ্ঠান, ছাত্রছাত্রী ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।'

ইন্ডিয়ান লিকুইড ক্রিস্টাল সোসাইটি পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য কৃতি গবেষকদের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার দিয়ে আসছে। গবেষকদের মানপত্র ও সিভি রমনের স্মৃতিবিজড়িত পাগড়ি ও পদক দেওয়ার রীতি রয়েছে। তাই অধিকর্তা পিআর আলাপাতিকে সিভি রমন স্মৃতিবিজড়িত পাগড়ির রেপ্লিকা স্মারক হিসেবে উপহার দেওয়া হয়েছে।

ম্যারাথন থেকে প্রাপ্ত অর্থ রোগীদের দান

এডিনবরা, ৪ নভেম্বর ঃ একবার দু'বার নয়। কম করে হলেও ১০৬ বার ম্যারাথনে দৌড়েছেন তাঁরা। তা–ও মাত্র ১০৬ দিনে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমন কাণ্ডই ঘটিয়ে ফেলেছেন এক দম্পতি। ইতিমধ্যেই ভেঙে ফেলেছেন তাঁরা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডও। আর এই ম্যারাথন থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাঁরা দান করেছেন স্মৃতিভ্রংশদের চিকিৎসার কাজে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওই দৌড় শুরু করেন স্কটল্যান্ডের আবারদিনের বাসিন্দা ফে কানিংহাম ও এমা পিয়েত্রি। জীবনের প্রথম ম্যারাথন ছিল সেটাই। সেখান থেকে শুরু করে ৪ মে পর্যন্ত লাগাতার ম্যারাথনে দৌড়ে গিয়েছেন এই দম্পতি। প্রতিদিন প্রায় ২৬.২ মাইল করে দৌড়েছেন তাঁরা। আর তাতেই গড়েছেন রেকর্ড। ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়ে যে টাকা সংগ্রহ করেছেন তার পুরোটাই তাঁরা দান করেছেন ডিমেনশিয়া আক্রান্ত রোগীদের কল্যাণে। আসলে ফে'র বাবার মৃত্যু হয় ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে। আর কারও যেন তাঁর বাবার মতো অবস্থা না হয়, সেই ভাবনা থেকেই দম্পতি নেমেছিলেন এই দৌড়ে।

দেওয়ালির আর বেশি দেরি নেই। জোরকদমে চলছে প্রদীপ শুকোনো। শনিবার গুয়াহাটিতে। – পিটিআই

সাফল্যের শিখরে সামান্য কর্মচারী

পাটনা, ৪ নভেম্বর ঃ তাঁর নাম সঞ্জয় জৈন। অনেকেই তাঁকে চেনেন না। তবে যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যের খবর রাখেন, তাঁরা হয়তো সেলফ্রস্ট ও এলানপ্রো কোম্পানির মালিক বললে চিনতে পারবেন। দেশে শুধু নয়, বিদেশেও কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে এই দুই সংস্থা। তিলে তিলে নিজের হাতে দুই কোম্পানি তৈরি করেছেন যিনি সেই সঞ্জয় জৈন একসময় মাসে দু'হাজার টাকা মাইনের কর্মচারী ছিলেন। বুদ্ধি, মেধা, অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমই আজ তাঁকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে গিয়েছে।

বিহারের ডালমিয়ানগরে ছোট টাউনে জন্ম সঞ্জয়ের। বাবার মতো উচ্চপদে চাকরি না করলেও শুরুটা নিজের যোগ্যতাতেই করেছিলেন। সঞ্জয়। তিনি জানান, বাবার মৃত্যুর পর সামান্য মাইনের চাকরিতেই ভাইবোনদের ভরণ–পোষণ করতেন। কিন্তু এখন বিত্তবৈভব হাতের মুঠোয়। তবে ফেলে আসা দিনগুলো ভোলেননি। সঞ্জয় বলেন, 'আমরা তিন ভাইবোন এখনও কাজ থেকে ফিরে একসঙ্গে বসে চা খাই। সাধারণ জীবন কাটানোর চেষ্টা করি। আরও পরিশ্রম করতে চাই। এই ব্যবসাকে আরও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাব।'

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাল, 30+/5'-2", M.A., B.Ed., ইং-মিডিয়ামে শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য সরকারি/MNC/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M- 9851376650. (C/112724)

■ কায়স্থ, 30+/5', কেঃ সরকারি চাকরিরতা, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি কাম্য। M- 9434680717. (C/112722)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, 27+/5'-2", এমএ, বিএড, টেট উত্তীর্ণ, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরাকারি আধিকারিক, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য, অভিভাবক ফোন করিবেন। M- 7908221009. (C/112719)

■ পাত্রী বিহারি, 33/5', B.A. (H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/107482)

■ সাহা, সুন্দরী, ৩১+/৫'-১", SSC শিক্ষিকা, SSC শিক্ষক/সঃ চাকরি, ৩২-৩৪ বয়সের, Gen. পাত্র চাই। 9679020738. (P/S)

■ কায়স্থ, 34/5'-3", M.A., B.Ed., Govt. Primary Teacher, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ির মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 8250470063. (B/S)

■ পাত্রী সুশ্রী, ২৯, 5ft. 4", গভঃ নার্স, বারুজীবী, কুম্ভরাশি, শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার সরকারি চাকরি, অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র চাই। ৭০৭৬২০৭৩৭৯. (C/107874)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, M.Sc., কর্মরতা, 27/5', জলপাইগুড়ি শহরে স্থায়ী নিবাসী, পাত্র কাম্য। ব্যবসায়ী চলবে। M- 8515942467, 9832061817. (C/107875)

■ কায়স্থ, ২৮/৫', M.A. (Pol.Sc.), B.Ed., M.Ed. (Pursuing), ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9434463283. (C/107876)

■ বারুজীবী, B.A./Eng(H), 31/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। M- 9641837016. (C/106387)

■ একমাত্র কন্যা, ব্রাহ্মণ, 27/5'-2", অতীব সুন্দরী, M.A. Complete করে MBA পাঠরতা, পিতা Central Govt.-এর Electrical Engineer-এর একমাত্র কন্যার জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা উপযুক্ত পাত্র কাম্য। উপযুক্ত পাত্র ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। Ph. No. 7407324836, 9474408927. (C/107896)

■ ব্রাহ্মণ, কোচবিহার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী, B.A., CBSC Med., 25/5'-4", পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসবর্ণ সুচাকুরে পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M.No. 7528036234. (C/107320)

■ পাত্রী দত্ত, ৩১ বছর ১ মাস, ৫'-২" উচ্চতা, শ্যামলা, সুশ্রী, ঘরোয়া, এমএ, বিএড। সরকারি প্রাইমারি শিক্ষিকা। কোচবিহারে চাকরিস্থল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। কোচবিহার শহর বা শহরতলি অগ্রগণ্য। মোঃ 9434391500. (C/107322)

■ No caste bar. পাত্রী 33/5'-2", SC, B.A., LLB(H), উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434086074. (C/107891)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 29, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য ৩০-৩৫ বছর বয়সি সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 7047498016, যোগাযোগের সময়-রাত্রি ৭-১০ ঘটিকা। (C/107323)

■ 33+/5'4", সুশ্রী, ফর্সা সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকার জন্য দঃ দিনাজপুর নিবাসী কায়স্থ চাকুরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Ph. No. - 75508 46984. (M-105021)

■ নমঃ শূদ্র 28/5'1" MA (Eng) ফর্সা, সুশ্রী ব্যাঙ্কে Asstt. Manager, দেবগন-মেষ রাশি পাত্রীর অনূর্ধ্ব 34 সঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত চাকুরীয়া পাত্র চাই। 8918124228, 9064938563. (M-DT)

■ EB, কর্মকার, 26+/5'1", M.A (Eng.), B.Ed, সুশ্রী, ফর্সা, পাত্রীর প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, সঃঅফিসার 32 মধ্যে পাত্র কাম্য। সঃ/অসঃ চলিবে। মালদা, উঃ/দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M - 75010-90108. (M-TR)

■ পাত্রী ৪১, সঃ চাঃ, ৪৫-৪৭'এর মধ্যে সঃ চাঃ পাত্র চাই (শিলিঃ, কোচঃ, জলঃ)। ফোন-৮৯১৮২২৮৮১৯. (C/107892)

■ পূঃ বঃ, সাহা, বয়স 32+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। (M) 9434183574. (C/106388)

■ কায়স্থ পাত্রী, 26 বছর/5'-3", খুব ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী (মাস্টার্স ভূগোল বিষয়ে এবং বিএড) পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। কল করুন-9832382961. (C/107879)

পাত্র চাই

■ পাত্রী বাঙালি, 31/5'-2", Computer Engineer, B.Tech., চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8617482781, 7908585800 (WhatsApp). (C/112728)

■ দেবনাথ, 30+, সরকারি চাকুরে, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 32-34 বৎসরের আলিপুরদুয়ার শহর/শহর সংলগ্ন চাকরিজীবী পাত্র চাই। উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। (M) 9733082628. (C/A)

■ পাত্রী কর্মরতা, 30, উচ্চতা 5'-1", Vocational Teacher (H.S.), B.Tech., Retired Bank Manager-এর কন্যা, জলঃ/ময়নাগুড়ির মধ্যে চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832543491. (C/107286)

■ পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্য, ২৮/৪'-১০", নর, মীন, ফর্সা, এমএ, বিএড পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৩৩ বৈদ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সরকারি/বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত পাত্র চাই। ৯৮৮৩৭২১৯২২. (C/107282)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, DOB-1992, M.A., B.Ed., সুন্দরী, বাবা রিটায়ার্ড শিক্ষক পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি পাত্র চাই। 9064324018. (C/107898)

■ General, 22+/5'-3", B.Sc. Pass, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপাত্র চাই। (M) 7003763286. (C/107777)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, 38/5'-3", M.A., English, B.Ed., পাত্রীর জন্য বাঙালি সুন্নি মুসলিম পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434377023. (C/107751)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, 30+/5'-6", সরকারি চাকরি। 32-35'এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি বা নিকটে। (M) 7908212534. (C/107776)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-4", ফর্সা, কন্যা রাশি, পলিটেকনিক পাশ, 31 বছর, পিতা পেনশনভোগী, অনূর্ধ্ব 35 উপযুক্ত পাত্র চাই। ফোন : 8900321320. (C/107776)

■ পাত্রী জেনারেল, ভরদ্বাজ গোত্র, 26+/5'-2", M.A., B.Ed., প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি কাম্য। (M) 9641009826. (C/107776)

■ General, জলপাইগুড়ি নিবাসী, 26/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকুরে যোগ্য পাত্র কাম্য। (চুক্তিভিত্তিক নয়)। জলপাইগুড়ি কাম্য। Mob.No. 8597635530. (C/107291)

■ সাহা, 5'-2", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, Poly, B.Tech. (ECE) Pass, বেঙ্গালুরুতে বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরতা, বেঙ্গালুরুতে কর্মরত উত্তরবঙ্গের সুপাত্র চাই। মোঃ 7318955269 (রাত : ৮-১০টা)। (B/S)

■ কায়স্থ, 29/5'-1", B.Sc.(H), D.El.Ed., সঃ/বেঃ সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি। (M) 9434035548. (C/107774)

■ কায়স্থ, 34, M.A., B.Ed., 5'-3", সঃ প্রাঃ টিচার। ফর্সা পাত্রীর সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9126261977. (C/108011)

পাত্র চাই

■ ২৫ বৎসর, M.A., ডিভোর্সি, পিতা ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8240600250. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 27 বছর, প্রকৃত সুন্দরী, M.Sc./Govt. Bank-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 080-69103049. (C/107781)

■ নমশূদ্র, H.S. শিক্ষিকা, M.A., B.Ed., 37/5'-3", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী/উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 7318655469. (C/108013)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, ক্রীড়া শিক্ষক, এক পুত্র, প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্যবসায়ী, ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, স্লিম, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9635715254. (C/107880)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 5'-6", বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে (স্থায়ী) কর্মরত, সুদর্শন, পাত্রের 38-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। 7478406604. (C/112725)

■ M.Tech, Asstt. Engineer রাজ্য সরকারে, 31+/5'-8", বারুজীবী, দত্ত, দেবারি, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 27 মধ্যে, শিক্ষিতা, সুন্দরী, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন পাত্রী চাই। মোঃ নং- 9800306147. (C/107287)

■ কায়স্থ, চৌধুরী, আলিম্মান, জলপাইগুড়ি নিবাসী, B.A., 32/5'-4", কর্কট রাশি, দেবগণ, একমাত্র সন্তান, প্রাইভেট কোঃ কর্মরত, পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, জলপাইগুড়ি নিবাসী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, জলপাইগুড়িতে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। যোগাযোগ ঃ M- 8609915029. (C/107284)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী (ধূপগুড়ি), 30+, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্নাতক, পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। M- 7001567497. (A/B)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ সভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 38+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, ফর্সা, সুশ্রী, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33, পাত্রী কাম্য। SC-ST বাদে, Caste bar নেই। M- 8617013084, 9002983458. (C/107886)

■ বৈশ্য সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, 35+/5'-4", বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে Finance and Accounts বিভাগে Asst. Manager পদে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 7479017990, 9832086965. (C/107887)

■ WB, রাজবংশী, 30+/5'-6", স্কুল শিক্ষক, কর্মরত, নদিয়া জেলায় রানাঘাট নিবাসী, 22-26 মধ্যে, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Ph. No. 6297964279.

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 32/5'-4", স্নাতক, একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph. 9832412161. (C/107888)

■ কায়স্থ, 34/5'-6", বিটেক, সরকারি কর্মীর ফর্সা, সুশ্রী, মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ, 29 মধ্যে পাত্রী কাম্য। 8918704048. (C/107893)

■ সাহা, 36/5'-8", নন-গ্র্যাজুয়েট, নরগণ, শিলিগুড়িতে নিজেদের দুটি তিনতলা বাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ঔষধ ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 9434479413. (C/107895)

■ সাহা, 33/5'-5", B.Tech, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের Sr. Manager, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত শিক্ষিতা, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, সরকারি চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ, 27 থেকে অনূর্ধ্ব 32 পাত্রী কাম্য। Mob: 9609835923. (C/107324)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 29/5'-9", দিল্লি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষক, একমাত্র সন্তান, পিতা LIC-র officr, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 26, স্নাতক পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স অগ্রগণ্য। 9434069056. (C/107288)

■ অবাঙালি, গোয়ালা, 42+, দিল্লিতে MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Caste বার নেই। 7557886857. (C/107897)

■ কায়স্থ, 38/5'-8", সচ্ছল, বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে আসীন, এক পুত্র (10 বছর সহ) বিপত্নীক, একমাত্র পুত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, রুচিশীলা পাত্রী কাম্য। ডিভোর্সি/সন্তান ধারণে অক্ষম পাত্রীও চলবে। 7063709413. (C/107899)

■ সাহা, 36/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/107624)

■ একমাত্র পুত্র, উচ্চতা 5'-3",, বয়স 31+, ব্রাহ্মণ, চাকরি বেসরকারি, পিতা Rly. অবঃ, নিজস্ব বাড়ি, সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। সময়-6 P.M. to 9 P.M. ফোন-9475757255, 8670792575, Siliguri. (C/112721)

■ ব্রাহ্মণ, 40/5'-7", ম্যানেজার, ফার্মা, ডিভোর্সি, দেড় মাসের সংসার, নিজ বাড়ি, ঘরোয়া পাত্রী, কায়স্থ চলিবে। 8918608757. (C/107864)

■ রাঃ স্বাঃ, দাবিহীন, কায়স্থ সেন, 32, আলিম্মান গোত্র, 5'-5", BCA & ITI পাশ, নিজস্ব ব্যবসা, শিলিগুড়ি। 7908051766. (C/107867)

■ এক্কা, 52/5'-6", ডিভোর্সি, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, দায়হীন পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, ডিভোর্সি/বিধবা, অনূর্ধ্বা 42 পাত্রী কাম্য। (M) 8670717297. (S/C)

পাত্রী চাই

■ পঃ বঃ, কায়স্থ, দেবগন, M.A., 42/5'11", WBCS (Land Dept.) নেশাহীন, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। Mob + WA : 9474850659. (M-TR)

■ পাত্র 39/5'5", কায়স্থ, M.A., BCA, দাবিহীন, বেসরকারীতে কর্মরত। সুন্দরী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M : 9832368324. (M-TR)

■ পাত্র কায়স্থ, মধুকল্য, 42/5'6", M.A, B.Ed, নিজস্ব আর্টস্কুল চালায়। কায়স্থ পাত্রী চাই। M : 9564865236 (রায়গঞ্জ).(M-TR)

■ জেনারেল, 29/5'-9", নিজস্ব বাড়ি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, দিনহাটা ও শিলিগুড়ির মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 8597631597. (C/107777)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", B.Tech, Govt. Railway-তে কর্মরত, পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের সুপাত্রী চাই। M- 9432076030. (C/107777)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", M.Sc., Ph.D., Govt. কলেজের প্রফেসার, পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। Caste no bar. M- 9734488572. (C/107777)

■ পাত্র EB, তন্তুবায়, 29 বছর, 5'-11", TCS Software ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতায় কর্মরত। ফর্সা, সুন্দরী, সুমুখশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। পাত্র শিলিগুড়ি কলেজপাড়ার বাসিন্দা, শিলিগুড়ি অথবা উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। Caste no bar. M- 9475025439, 9434247786. (C/107776)

■ সাহা, 31/5'-8", B.Sc/H, কেন্দ্রীঃ সঃ/Gr. C., দিনহাটা নিবাসী, একমাত্র পুত্রের জন্য ন্যূনঃ, স্নাঃ, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M- 9749013581. (A/A)

■ কায়স্থ, 48 (ডিভোর্সি), কলেজে কর্মরত (Ph.D.), দাবিহীন, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M- 9434247343. (C/108001)

■ কায়স্থ, ৪০/৫'-১০", বেঙ্গালুরুতে MNC-তে উচ্চপদস্থ ম্যানেজার। পাত্রী 31+ উর্ধ্ব, শিক্ষিতা, মার্জিত, সুন্দরী কাম্য। M- 9832370004. (C/112730)

■ সরকার, রায়গঞ্জ নিবাসী, 34/5'-7", হাইস্কুল শিক্ষক, (P/G), (SSC Joined-2013), (NET Qualified), প্রকৃত সুন্দরী ও উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Ph. 9832831177.

■ কায়স্থ, 38+/6', MBA, কলিতে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজ Flat, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 8617605406. (D/S)

■ ব্রাহ্মণ, 31/6'-0", B.Sc., ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুপাত্রী কাম্য। কায়স্থ পাত্রী চলিবে। M- 8670511359.

■ বারুজীবী, 36/5'-6", প্রতিষ্ঠিত হোলসেল ব্যবসায়ী, হ্যান্ডসাম পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, কাঃ, বারুজীবী, জেনারেল বা অন্য কাস্টের মধ্যে পাত্রী কাম্য। M- 9749963130. (M/M)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ঘোষ, বয়স ৩০, 5'-11", ফর্সা, ইংরেজিমাধ্যম, বি.টেক, M.B.A. পাশ, হায়দ্রাবাদে কর্মরত, বাড়ি হইতে ডিউটি, স্ববর্ণ, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৫ পাত্রী কাম্য। M- 9679489540. (M/M)

■ বারুজীবী, দাস, 38/5'-4", M.A., D.L.Ed., ব্যবসায়ী, ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি), পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 31, বারুজীবী অথবা কায়স্থ, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M- 9932146898. (C/107326)

■ কায়স্থ, ৩১/৫'-৫", বি.কম., এমবিএ আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্বশীল পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, ২৪-২৭ বয়স্কা পাত্রী কাম্য। 8972418034. (C/107294)

■ সেন, 33/6', M.A. অসমাপ্ত, নিজ বাড়ি, দোকান, ঔষধ ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, কায়স্থ/বারুজীবী, সুশ্রী পাত্রী চাই। Mob: 8145837035. (C/107292)

■ সরকার, 33, Medical Representative, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9832597946. (C/108008)

■ 30/5'-6", দেবারিগণ, বৃশ্চিক রাশি, কলকাতায় IT সেক্টরে কর্মরত, Com.Sc., B.Tech, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ অভিভাবকরাই করবেন। M- 8918947176. (C/106392)

■ নমশূদ্র, জয়গাঁও, 30/5'-5", Software Eng., বেঙ্গালুরুতে MNC-তে কর্মরত, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Caste no bar. M- 8116479396. (C/106393)

■ বোস, 36/5'-4", B.Com, MBA, CIA, সঃ ব্যাংকে অডিটর, নিজ বাড়ি, (মাঙ্গলিক, দেবারি বাদে) পাত্রী চাই। 9733675402. (C/108012)

■ ব্রাহ্মণ, নরঃ, বাৎস, B.Pharm, 33 বছর, 5'-7", এরিয়া ম্যানেজার, শিলিগুড়ি, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, অনূর্ধ্ব 27 বছর, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। মোবাইল নং-9547695950. (C/107327)

■ ৩৩ বৎসর, Ph.D., ডিভোর্সি, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 6291463992. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী (কায়স্থ), 34 বছর বয়সি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনেক ব্যবসায় যুক্ত, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুপাত্রী কাম্য। Caste no bar. 080-69075229. (C/107781)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 39, অবিবাহিত, M.Tech., PWD-তে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ডিভোর্সি, বিধবা গ্রহণযোগ্য। 080-69144002. (C/107781)

■ 29 বছর, শিলিগুড়ি নিবাসী, MBA, বেঙ্গালুরু MNC-তে কর্মরত, বেঙ্গালুরুতে নিজস্ব ফ্ল্যাট, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 080-69144002. (C/107781)

■ কোচবিহার নিবাসী, 32 বছর বয়সি, কায়স্থ, সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (নো কাস্টবার)। 080-69103049. (C/107781)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত 33 বছর বয়সি, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 080-69075229. (C/107781)

■ কায়স্থ, 54/5'-5", (ডিভোর্সি), সুউপায়ী, নিজ বাড়ি, নির্ঝঞ্ঝাট। অনূর্ধ্বা 40 রুচিশীল, ফর্সা, কায়স্থ পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ-8918503715, 9932801381 (8 P.M. onward). (C/107779)

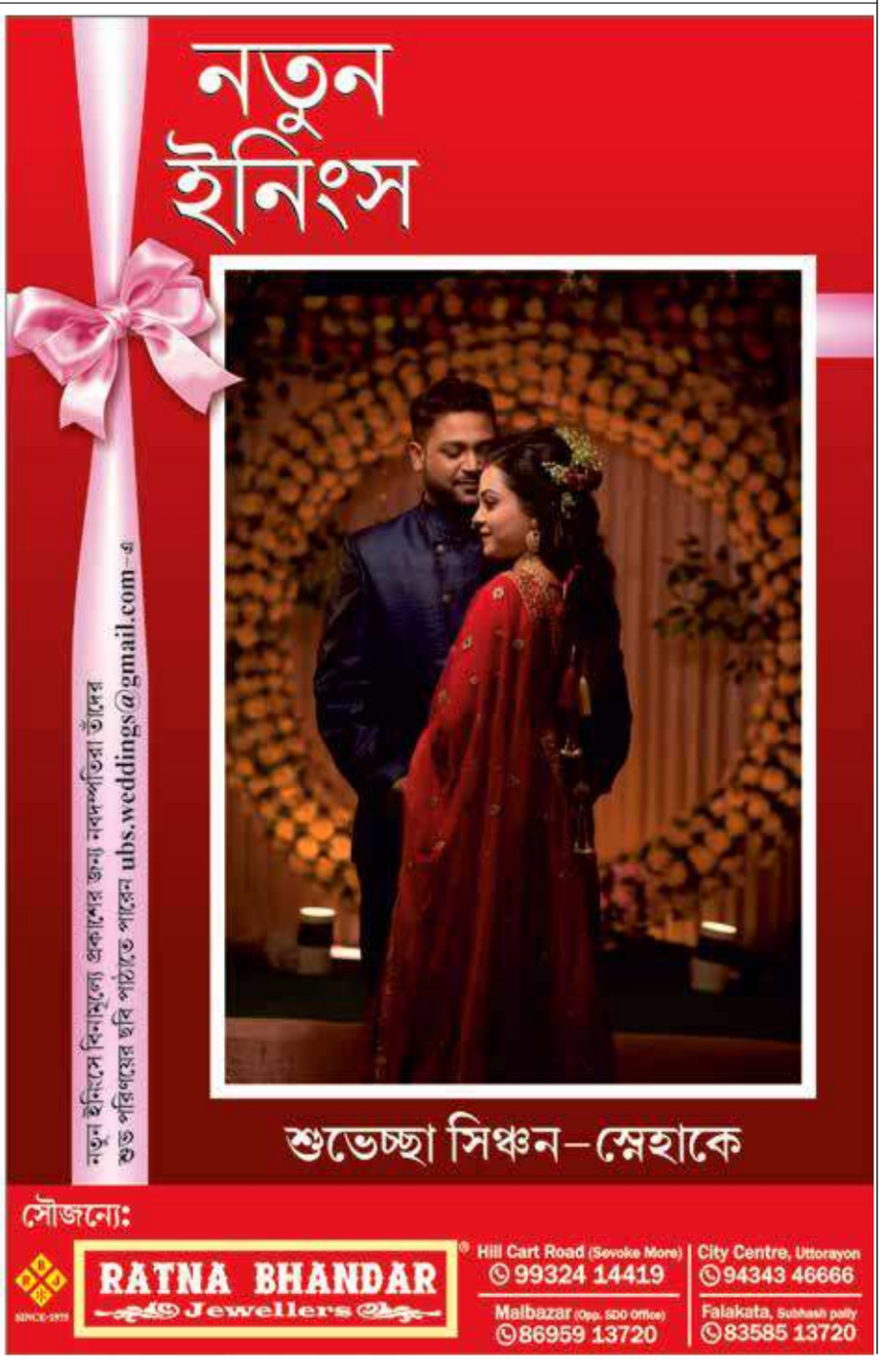

কে গোরুর মালিক, নাকাল থানা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ নভেম্বর : একেই বলে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। 'গোরু তুমি কার?' প্রশ্ন শুনে ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে থাকে অবলা প্রাণীটি। যেন, প্রশ্ন অমূলক। এদিকে তার পরিচয় জানতে গিয়ে হিমেল হাওয়াতেও ঘাম ছুটছে বালুরঘাট থানার পুলিশের। শনিবার দিনভর গোরু নিয়ে নাকাল হতে হল পুলিশকে।

গোরুর প্রকৃত মালিক খোঁজা কী এতই সহজ? ঘটনার নিষ্পত্তি করতে চেয়ে নিতে হল বাড়তি সময়ও। এদিকে, গোরুর দাবি নিয়ে থানা চত্বরে ঘাঁটি গেড়েছে দু'পক্ষ।

বিবাদের সূত্রপাত মাস তিনেক আগে। কংগ্রেসপাড়ার বাসিন্দা কল্পনা ঘোষের দাবি, 'আমি বাড়ির গোরুগুলিকে খাওয়ার জন্য মাঠে ছেড়ে দিতাম। প্রতিদিন রাতেই ওরা বাড়ি ফিরে আসত। মাস তিনেক আগে একটি বাদে বাকি গোরুগুলি ফিরে এসেছিল। অনেক খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। পাইনি। হঠাৎ এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে জানতে পারি, নেপালিপাড়ার সাবিত্রী সাহার বাড়িতে আমার গোরুটি বাঁধা রয়েছে। এরপর ওই বাড়িতে যাই। আমার গোরুটি খুলে আনতে গেলে বাধা দেওয়া হয়। ছেলেদের সহায়তায় জোর করে আমার গোরুকে বাড়িতে নিয়ে আসি।'

এদিকে সাবিত্রী সাহার বক্তব্য, 'ওই গোরুটি বছর তিনেক আগে আমার বাড়ি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। মাস কয়েক আগে রাস্তায় ওই গোরুটিকে দেখে চিনতে পারি। তারপরে বাড়িতে নিয়ে আসি। তাই গোরুটিকে কোনওভাবেই আমি কাছ ছাড়া করব না। কিন্তু কল্পনা ঘোষ আমার কথা না শুনে গোরুটিকে জোর করে নিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমি বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই।' এদিন দিনভর বালুরঘাট থানার পুলিশ দুই দাবিদারকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাতে অরাজি দু'পক্ষই। রবিবার দু'পক্ষকে ডাকা হয়েছে থানায়। বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজার বক্তব্য, 'গোরুর মালিকানার তো আর কাগজপত্র হয় না। আমরা তদন্ত করে দেখছি। বিষয়টি কীভাবে সমাধান করা যায় দেখছি।'

এক দাবিদারের বাড়িতে আপাতত ঠাঁই। শনিবার।

> গোরুর মালিকানার তো আর কাগজপত্র হয় না। আমরা তদন্ত করে দেখছি। বিষয়টি কীভাবে সমাধান করা যায় দেখছি।
>
> **–শান্তিনাথ পাঁজা,**
> *বালুরঘাট থানার আইসি*

পড়ন্ত বেলায় মাছের অপেক্ষায়। বালুরঘাটের আত্রেয়ীতে শনিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত দেখতে অক্সফোর্ডের গবেষকরা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৪ নভেম্বর : কিছুদিন আগেই লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ে রাক্ষুসে তিস্তার রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমরা। এবার উত্তরবঙ্গের জনজীবনে তিস্তা কী ভূমিকা পালন করে তা খতিয়ে দেখতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মাঠে নেমেছেন। ঘুরে দেখছেন তিস্তার গতিপথের বিভিন্ন অংশ।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজনের গবেষকদলের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাট্রিক রবিচর্ড, ইউলিয়াম ওয়ালক, জার্মানির র‍্যাফেলা ব্যেজট ও পেরুর সুসানা হিগুয়েরাস। মূলত তিস্তা নদীর উৎসস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত অংশ ঘুরে দেখে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা। বিগত দশদিন সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আপাতত তাঁরা এখন ময়নাগুড়িতে। আগামী আরও এক মাস তাঁরা গবেষণার কাজে তিস্তা নদী নিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন। ইতিমধ্যে দলটি সিকিমের তিস্তা নদীর উৎপত্তিস্থলের অংশ ঘুরে এসেছে। তিস্তার উচ্চগতিতে থাকা বিভিন্ন এলাকাও পরিদর্শন করেছেন তাঁরা। বর্তমানে গবেষকদলটি তিস্তার মধ্যগতির বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করছে। গজলডোবা ব্যারেজ, ময়নাগুড়ির দোমোহনি, বার্নিশ এলাকা ঘুরে দেখেছে। কথা বলছে তিস্তাপারের বাসিন্দাদের সঙ্গে। তিস্তা নদীর মৎস্যশিকারি, তিস্তার জলে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে শুনছেন তিস্তার ইতিবৃত্ত। উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংস্থার সদস্যদের থেকেও গবেষকদলটি তিস্তা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে। সেইসঙ্গে তিস্তার ওপর বন্যজন্তুর প্রভাব, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ও গবেষকরা ঘুরে দেখছেন। তিস্তা অববাহিকার উর্বর পলিমাটিতে দোফসলি, তিনফসলি চাষাবাদ তাঁদের অবাক করেছে। এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক দিকই উঠে এসেছে। তবে মানুষের সৃষ্টি তিস্তার ওপর বেশ কিছু নেতিবাচক দিকও লক্ষ করেছেন তাঁরা।

তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে ছবিসমৃদ্ধ লেখা লিখবেন, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানাবেন আর ফোরাম তৈরি করবেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। দীর্ঘদিন ধরে জলসম্পদের ওপর কাজ করা গবেষকদের একজন প্যাট্রিকের কথায়, 'তিস্তা যে কতটা প্রাকৃতিক ভাণ্ডারের অধিকারী তা অনেকেরই জানা নেই। এনিয়ে হয়তো সেভাবে খতিয়ে কোনও গবেষণাও হয়নি। আমরা সেই কাজটিই করতে চাই। তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে এই রাজ্যের পরিস্ফুরণের সম্ভাবনা কতটা সেটাও সবার সামনে তুলে ধরতে চাই।' জার্মানির র‍্যাফেলা বলেন, 'আমরা এই অভিযান শুরুর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু নদীর তালিকা তৈরি করি। তার মধ্যে তিস্তা নদীর গতিপথের পরিবর্তন, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে তিস্তার ওপর মারাত্মক প্রভাব এবং তিস্তার বিশেষ ভৌগোলিক বৈচিত্র্য রয়েছে। সেকারণেই আমরা তিস্তা নদীকে বেছে নিয়েছি।' গবেষক দলে থাকা জল সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ উইলিয়ামের কথায়, 'আমাদের দেশের নদীর সঙ্গে তিস্তার কোনও মিল নেই। আল্পস পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি হওয়া নদীগুলির স্রোত অনেকটাই কম থাকে। কিন্তু হিমালয় পর্বতমালায় সৃষ্ট তিস্তা অনেকটাই গভীর, জলের স্রোতও অনেকটাই বেশি।' পেরুর সুসানা বলেন, 'তিস্তা হল সাপের মতো। যে জীবন দেয়, আবার মৃত্যুও ঘটায়।' গবেষণার কাজে আসা এই দলটিকে সাহায্য করছেন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ওপর চলচ্চিত্র নির্মাতা শাঁওন প্রীতম বড়াল। শাঁওন বলেন, 'গবেষকদলের তথ্য সংগ্রহের বাইরেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখে অবাক হচ্ছি।'

তিস্তা নদীতে গবেষণায় ব্যস্ত অক্সফোর্ডের গবেষকদল। শনিবার ময়নাগুড়িতে।

এক মাস তথ্য সংগ্রহ

- তিস্তা নদীর উৎসস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত অংশ ঘুরে দেখে তথ্য সংগ্রহ
- দশদিন সিকিম ও বিভিন্ন জেলার পর তাঁরা এখন ময়নাগুড়িতে
- এক মাস তিস্তা নদী নিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন

গজলডোবার সেতুর কাজ শেষ পর্যায়ে

জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে উদ্বোধনের পরিকল্পনা

সানি সরকার

গজলডোবা, ৪ নভেম্বর : নিউ আইকনিক। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবারের আদলে তৈরি নতুন সেতুটি ভোরের আলো প্রকল্পে নতুন আলো ফেলবে, নতুন করে পরিচিতি ঘটাবে। রাজ্যের পর্যটন দপ্তর এই আশায়। দ্রুতগতিতে শেষ পর্যায়ের কাজ চলায় নির্দিষ্ট সময় ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরা আশাবাদী।

জানুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সিঙ্গল স্ট্যান্ড স্টিল ব্রিজের উদ্বোধন করাতে ইতিমধ্যে দপ্তরে তৎপরতাও শুরু হয়েছে। পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ বলেন, '৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা রয়েছে। আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন বছরের শুরুতে সেতুটি চালু করে দেওয়া সম্ভব হবে।' সিঙ্গল স্ট্যান্ড স্টিল ব্রিজের টানে গজলডোবায় প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটবে বলেই তিনি আশাবাদী।

সন্ধ্যা হলেই সিঙ্গল স্ট্যান্ড স্টিল ব্রিজ ভোরের আলোয় নতুন আলো ফেলবে। সিডনি হারবারে যেমন হাজারো আলো জ্বলে ওঠে, গজলডোবাতেও সেতুটি তেমনভাবেই রঙিন আলো ছড়াবে। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের এমনই পরিকল্পনা। দপ্তর সূত্রে খবর, খোদ মুখ্যমন্ত্রী ভোরের আলোয় সেতুটি তৈরির পরিকল্পনা করেন। প্রায় আড়াই বছর ধরে চলা সেতু তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যয় হিসেবে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হলেও, বর্তমানে তা বেড়ে ১২৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ত দপ্তর (রোডস) কাজটি করছে। সেতুটির সঙ্গে সংযোগের জন্য দুই পাশে উড়ালপুলের দুটি বাহু রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ এই বাহু দুটি একটি গোলাকার উড়ালপুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ ধরনের গোলাকার উড়ালপুল উত্তরবঙ্গের কোথাও নেই। এই উড়ালপুলের সঙ্গেই সেতুটি যুক্ত রয়েছে। সেতুর একটি অ্যাপ্রোচ রোড ভোরের আলো প্রকল্প এলাকায় নেমে গিয়েছে। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে চলতি সপ্তাহে কলকাতা থেকে পূর্ত দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল গজলডোবায় আসবে বলে খবর।

একদিকে তিস্তা এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল, প্রকৃতির এই মিশেলে ভোরের আলো ইতিমধ্যেই পর্যটকদের নজর কাড়ছে। অর্কিড পার্ক তৈরি হয়েছে। সিডনি হারবারের আদলে তৈরি সিঙ্গল স্ট্যান্ড স্টিল ব্রিজটি ভোরের আলো প্রল্পের শোভা আরও বৃদ্ধি করবে বলেই পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরা মনে করছেন।

তাঁদের বক্তব্য, সন্ধ্যার পর সেতুটিতে আলো জ্বলে উঠলে গজলডোবার পর্যটন প্রকল্পটি মায়াবী হয়ে উঠবে। বছরের বিশেষ দিনগুলিতে লেজার শোর ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। ভোরের আলো প্রকল্পের ম্যানেজার শান্তনু ঘোষাল বলেন, 'এখানে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের অনেকেই নির্মীয়মাণ সেতুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কবে শেষ হবে, কী কী হবে, খুঁটিয়ে জানতে চান। ফলে সেতুটি চালুর পর যে পর্যটকদের ঢল নামবে, সে ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।

নতুন বছরে উদ্বোধনের অপেক্ষায় সিঙ্গল স্ট্যান্ড স্টিল ব্রিজ। ছবি : সূত্রধর

দপ্তরের কথা

৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার সময়সীমা রয়েছে। আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং নতুন বছরের শুরুতে সেতুটি চালু করে দেওয়া সম্ভব হবে।

– জ্যোতি ঘোষ
পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর

পি সি চন্দ্রের ধনবর্ষা অফার ধনতেরাসে

নিউজ ব্যুরো

৪ নভেম্বর : বহু প্রতীক্ষিত ধনতেরস ধনবর্ষা ২০২৩-এর অফার ঘোষণা করল পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স। যাঁরা পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করেন তাঁরা সোনার গয়না তৈরির চার্জে ২৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। এছাড়া হিরে এবং রত্নের মূল্যের ওপর ১০ শতাংশ ছাড় এবং প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনার উপর ১০০ টাকা ছাড় পাবেন। সেইসঙ্গে থাকছে কনটেস্টে অংশ নেওয়ার সুযোগ, যার পুরস্কার হিসেবে থাকছে ৫টি গাড়ি এবং ২৫টি দু'চাকার গাড়ি। এই অফারটি ১১ নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে।

পাশাপাশি পুরোনো গয়নার বদলে নতুন গয়না কেনা, ফ্রি জুয়েলারি ইনসুরেন্স এবং গিফট কার্ডের ব্যবস্থাও থাকছে।

বুকে ব্যথা, করিমুল শিলিগুড়ির হাসপাতালে

ক্রান্তি, ৪ নভেম্বর : হঠাৎ অসুস্থ হয়ে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হলেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। শনিবার বিকেলে হঠাৎ করেই বুকে ব্যথা শুরু হয় তাঁর।

অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা দ্রুত সেখান থেকে শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁকে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

ক্রান্তির চেকেন্দা ভাণ্ডারীমেলায় দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে স্টল দিয়েছেন তিনি। সেখানেই যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিকেল ৪টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন পদ্ম পুরস্কার প্রাপক। মেলাতে যাওয়ার আগে ক্রান্তিতে এক রোগীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানে হঠাৎ করেই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। খবর দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের। দ্রুত ছুটে আসেন পরিবারের সদস্যরা।

অ্যাম্বুল্যান্সে করে ক্রান্তিতেই একটি প্যাথলজিকাল ল্যাবে ইসিজি করার পর তার রিপোর্ট মোবাইলে করিমুল হকের পরিচিত চিকিৎসককে পাঠানো হলে দ্রুত তিনি করিমুল সাহেবকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা করিমুল হককে নিয়ে শিলিগুড়িতে এয়ারভিউ মোড়ে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

করিমুলের ছোট ছেলে আমিনুল হক বলেন, আপাতত শিলিগুড়িতে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বাবাকে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। আইসিইউতে রয়েছেন। হার্টের একটি ভালভ ব্লক হয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি।

উচ্চফলনশীল এবং গুণমানের বীজ দেবে ইউবিকেভি

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৪ নভেম্বর : উচ্চফলনশীল এবং উচ্চ গুণগতমানের বীজ কৃষকদের হাতে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একসময় কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের কিছুটা অংশ সরিয়ে রেখে সেটা পরের বছর বীজ হিসেবে ব্যবহার করতেন। সেই বীজ ব্যবহার করায় বীজের ফলন যেমন কমত, তেমনি বীজের বাজারমূল্যও হ্রাস পেত। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্য সরকার স্বীকৃত বীজ পরীক্ষাগার রয়েছে। সেখানে সিড টেস্টিং ইউনিট তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেখানে উৎপাদিত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, জিনগত শুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়। গত কয়েকবছরে বীজ পরীক্ষায় পরিকাঠামোর উন্নতি হওয়ায় কাজে গতি এসেছে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'কৃষকদের হাতে উচ্চ গুণগতমান সম্পন্ন বীজ তুলে দিতে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক গবেষণা চলছে।' রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সিড প্রসেসিং ইউনিট উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুণ্ডিবাড়ির মূল ক্যাম্পাসের পাশাপাশি মাঝিয়ান, মালদার মানিকচক, খড়িবাড়িতে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি জায়গাতেই গোডাউন, প্রসেসিং ইমপ্লিমেন্ট, ইমপ্লিমেন্ট শেড তৈরির কাজ সপ্তাহখানেক আগেই শেষ হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নয়নে উচ্চফলনশীল বীজ কৃষকদের হাতে পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের উৎপাদিত বীজ 'সুপ্রভা' নামে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, খরিফ মরশুমে ধান চাষের জন্য কৃষকরা জমির অবস্থান অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, স্বল্পমেয়াদি ছাড়াও সরু, মাঝারি ও মোটা দানার ধানের বীজ গবেষণাকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও দেশি আমন ও সুগন্ধি ধানের জাতগুলির মধ্যে তুলাইপাঞ্জি, কালো নুনিয়া, কাটারি ভোগ সহ বিভিন্ন বীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ বিভাগ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এসবের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত উত্তরলক্ষ্মী, উত্তরসমীর, উত্তরসুগন্ধি, উত্তরসোনা জাতগুলি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অধিকর্তা ডঃ অশোক চৌধুরী বলেন, 'বাজার চলতি জাতের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্ভাবিত জাতগুলি বাজারে জনপ্রিয় হচ্ছে। ধানের উত্তরসোনা খুবই জনপ্রিয় জাত। বীজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য আমাদের মূল ক্যাম্পাসে বীজ পরীক্ষা করার জন্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে।'

> **ধানের উত্তরসোনা খুবই জনপ্রিয় জাত। বীজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য আমাদের মূল ক্যাম্পাসে বীজ পরীক্ষা করার জন্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে।**
>
> **– ডঃ অশোক চৌধুরী**
> *উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অধিকর্তা*

।। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ।।

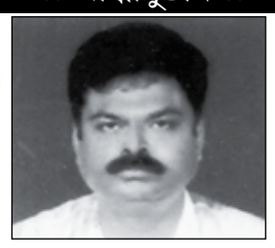

সঞ্জয় পাল

জন্ম : ২৬/০৬/১৯৭০ মৃত্যু : ২৬/১০/২০২৩

সময়োচিত নিবেদন,

আমাদের পরিবারের প্রাণোচ্ছল সদস্য সঞ্জয় পাল আকস্মিক অমর্ত্যলোক যাত্রা করেছেন।

অবিনশ্বর আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ৭ই নভেম্বর কৃষ্ণচন্দ্র ধামে পারলৌকিক ক্রিয়া ও ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে নিয়ম ভঙ্গ সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের পরমাকাঙ্ক্ষিত।

সঙ্কটের এই বিহ্বলতায় আপনাদের সাহচর্য মানসিক প্রশান্তি প্রদানে সহায়ক হবে এই বিশ্বাসে স্থিত আছি।

কৃষ্ণচন্দ্র ধাম বিনীত
নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার পাল পরিবারবর্গ ও কর্মচারীবৃন্দ

তানিষ্কের গয়নায় ঐতিহ্যের ধারা

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : দীপাবলি ও ধনতেরাস উপলক্ষ্যে ধারোহার কালেকশন নিয়ে এল তানিষ্ক। এদিন তানিষ্কের শোরুমে নতুন এই কালেকশন প্রদর্শিত হয়। এ প্রসঙ্গে সংস্থার এরিয়া বিজনেস ম্যানেজার তুষার জৈন বলেন, 'এই বিশেষ কালেকশনে নতুনত্বের সঙ্গে পুরোনো ডিজাইনের মেলবন্ধন করা হয়েছে। পুরোনো গয়নার যে চোখধাঁধানো কাজ ছিল, সেই ঐতিহ্যকে নয়া কালেকশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।'

নতুন এই কালেকশন জুয়েলারি, জুয়েলারি-স্টোন, স্টোনে বিভক্ত। যেখানে চুড়ি থেকে শুরু করে আংটি, নেকলেস সবকিছুই থাকছে। শুধু নতুন কালেকশনই নয়, দীপাবলি ও ধনতেরাস উপলক্ষ্যে সোনার গয়নার মেকিং চার্জের ওপর ২০ শতাংশ পর্যন্ত ও হিরের গয়নার ওপর ২০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় থাকছে। এছাড়া পুরোনো গয়নার এক্সচেঞ্জে দামের ওপর কোনও কাটছাঁট করা হচ্ছে না (জিরো রিডাকশন)। এই বিশেষ অফার চলবে ১২ তারিখ পর্যন্ত। তুষার বলেন, 'চুড়ি, নেকলেস হিসেবে দাম বিভিন্ন রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে।'

শিলিগুড়ির শোরুমে গয়নার প্রদর্শনী।

জেলাভিত্তিক পিআরএসও নিয়োগ

নাগরাকাটা, ৪ নভেম্বর : সরকারি হাসপাতালগুলির রেডিও থেরাপি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের দেখভালে জেলাভিত্তিক একজন করে আধিকারিককে দায়িত্ব দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। যাঁদের পোশাকি নাম ফিজিসিস্ট অ্যান্ড রেডিও সেফটি অফিসার (পিআরএসও)।

চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয় এমন নানা ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (এইআরবি) গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হয়। সেই মানদণ্ড যাতে সঠিকভাবে রক্ষিত হয় পিআরএসওদের তা দেখতে বলা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'নির্দিষ্ট বিধি মেনে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবান্ধব পরিষেবা নিশ্চিত করাই স্বাস্থ্য দপ্তরের লক্ষ্য।'

সরকারি নির্দেশিকায় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং দুই জেলার জন্য একজন, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্য একজন করে এবং জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের জন্য একজনকে পিআরএসও নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা জেলাগুলির উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (এক)-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন এবং হাসপাতালগুলির রেডিওলজিস্ট, রেডিওগ্রাফার্স সহ অন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর পিআরএসও-দের সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'যাঁদের পিআরএসও'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই একেকটি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত। পিআরএসও-দের নজরদারির ফলে রোগী, স্বাস্থ্যকর্মীরা উপকৃত হবেন।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

21.09.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 73L 69333 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতির প্রয়োজন যা আমাদেরকে একজন কোটিপতি করে তুলতে পারে। ডিয়ার লটারি আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য এই ধরনের একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করেছে। রাজ্য সরকার দ্বারা প্রচারিত হওয়া ডিয়ার লটারি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটি আশার আলো দেয় । আমি আন্তরিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা উত্তম গুছাইত - কে ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

ডোবায় ট্র্যাক্টর উলটে মৃত চালক

ফুলবাড়ি, ৪ নভেম্বর : নদীর চরে চাষ করে ফেরার পথে ডোবায় ট্র্যাক্টর উলটে মৃত্যু হল চালকের। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেতি মুজফফর স্যোশাল ফরেস্ট সংলগ্ন জলঢাকা নদীর চরে। মৃত যুবকের নাম পিন্টু বর্মন (২৪)। বাড়ি পার্শ্ববর্তী দ্বারলক্ষ্মীপুর এলাকায়।

এদিন দুপুরে জলঢাকা নদীর চরে আলু বোনার জন্য চাষ করে ট্র্যাক্টর নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন পিন্টু। পথে সেই চরেই একটি ডোবা পার হতে গিয়ে ট্র্যাক্টরটি ডোবায় উলটে যায়। পিন্টু জলে ট্র্যাক্টরের নীচে চাপা পড়েন। ঘটনা দেখার পর অনেকেই ট্র্যাক্টর তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু, তাঁরা ব্যর্থ হন। পরে অন্য একটি ট্র্যাক্টর এনে ট্র্যাক্টরটি তোলা হয়। পিন্টুকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পিন্টুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ নভেম্বর : আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেশ এবং সমাজ সুরক্ষার তাগিদে সারা রাজ্যজুড়ে ছেলেমেয়েদের ক্যারাটে, কুংফু, জুডো, যোগব্যায়াম, প্যারেড, লাঠিখেলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নবীনের দোলা গ্রামে ৭ দিনব্যাপী চলা আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল শনিবার। শিবিরে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন হাওড়ার বিপ্লব ঘোষ। তিনি জানান, প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সংযোজক কাজল দাস জানান, শিবিরে ২০১ জন ছেলেমেয়ে প্রশিক্ষণ নেয়।

মাত্র ২০ পয়সা খরচে আলুর চারা

নতুন পদ্ধতি নিয়ে আশা বাড়ছে চাষিদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ নভেম্বর : ২০২৩ সালের মধ্যে আলুর বীজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে চাইছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে হাতিয়ার করা হয়েছে এপিকাল রুটেড কাটিং (সংক্ষেপে এআরসি) পদ্ধতিকে। নয়া পদ্ধতিটির মূল বিষয় হল, আলুর চারা থেকে চারা এবং তা থেকে বীজ। যা হবে নামমাত্র খরচে।

পরম্পরাগত যে পদ্ধতি বর্তমানে চলছে তাতে আলু লাগিয়ে গাছ তৈরি করা হয়। তারপর বীজ মেলে। উত্তরবঙ্গের আলু চাষ অধ্যুষিত জেলাগুলির কৃষকদের হাতে ভাইরাসমুক্ত ও খরচ সাশ্রয়ী ওই পদ্ধতিটি জনপ্রিয় করে তুলতে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণাকেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে কৃষি দপ্তর। সম্প্রতি জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের জেলা বীজখামারে উত্তরের ৪ জেলার চাষিদের সঙ্গে কৃষিকর্তা সহ আন্তর্জাতিক আলু গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। এরআরসি পদ্ধতিতে আলুর চারা তৈরির জন্য মোহিতনগরের খামারকে উত্তরবঙ্গের একটি মূল কেন্দ্র হিসেবে তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা রাজ্যই আলুবীজের ওপর মূলত পঞ্জাব ও সেইসঙ্গে কিছুটা হরিয়ানার ওপর নির্ভরশীল। সেখান থেকে যে সার্টিফায়েড বীজই সবসময়ে আসে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে হামেশাই চাষিদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। সেই বীজও কিলোপ্রতি কিনতে হয় ৪০-৫০ টাকা দরে। এআরসি পদ্ধতিতে একেকটি চারা তৈরিতে খরচ পড়বে মাত্র ২০ পয়সা করে। চলতি মাস থেকেই যাতে কাজ শুরু করে দিয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, কালিম্পং ও দার্জিলিং-এর মতো জেলাগুলিতে মরশুম শুরুর আগে অন্তত ২ লক্ষ চারা তৈরি হয়, এমনটাই ইচ্ছে কৃষি দপ্তরের।

> **আমরা অত্যন্ত উৎসাহী। আশা করছি, আগামী বছরগুলিতে আলুর বীজের জন্য আর হাপিত্যেশ করতে হবে না।**
>
> –শ্যামল রায় *চাষি*

নয়া প্রকল্পটির রাজ্য কোঅর্ডিনেটার তথা কৃষি দপ্তরের অতিরিক্ত নির্দেশক প্রভাতকুমার বসু বলছেন, 'এটা শুধু কৃষকবান্ধবই নয়, অত্যন্ত কম খরচের ও সুস্থ সবল আলুবীজ উৎপাদনের একটি পদ্ধতি।' জলপাইগুড়ির সদর মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ মেহফুজ আহমেদের কথায়, 'এআরসি ভবিষ্যতে আলু চাষের ক্ষেত্রে যে গেম চেঞ্জার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

উত্তরবঙ্গে ফি বছর অন্তত ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। আলু চাষে বিঘাপ্রতি বীজের প্রয়োজন ২০০-৩০০ কিলোগ্রাম। সেই হিসেবে প্রচুর পরিমাণ বীজের চাহিদা রয়েছে। এদিকে, খাওয়ার আলুর চেয়ে বীজআলুর দাম কয়েকগুণ বেশি। ফলে কৃষক যদি এআরসি'র মাধ্যমে নিজেই নিজের জমিতে বীজ তৈরি করে নিতে পারেন তবে পরিবহণ খাতের বিপুল খরচ সাশ্রয় করতে পারবেন।

কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ওংকার সিং মিনা নিজে এই প্রকল্পটি নিয়ে দারুণ উৎসাহ দেখিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। নাগরাকাটার উত্তর নুনখাওয়াডাঙ্গার শ্যামল রায় নামে এক চাষি বলছেন, 'আমরা অত্যন্ত উৎসাহী। আশা করছি, আগামী বছরগুলিতে আলুর বীজের জন্য আর হাপিত্যেশ করতে হবে না।'

চায়ের উৎপাদন হ্রাসে সিঁদুরে মেঘ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে চায়ের উৎপাদন কম হয়েছে। গত বছরের নিরিখে উৎপাদন কমেছে ৩২.৭৯ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে ডুয়ার্স, তরাই এবং দার্জিলিংয়ে চায়ের উৎপাদন কমেছে। এমনকি অসম ও কাছারে চায়ের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় এবারে কম হয়েছে। প্রতিবেশী অসম রাজ্যে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ২৪.৬০ শতাংশ।

প্রশ্ন হল, উৎপাদন কমছে কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় চায়ের উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ। দেশের চা আবাদি এলাকাগুলিতে দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি, প্রচণ্ড রোদ, প্রবল বর্ষণ এবং রোগপোকার উপদ্রব চায়ের উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলেছে। উৎপাদন খরচের নিরিখে চা বিক্রির মূল্য অনেক কম। চা বণিকসভার প্রতিনিধিদের বক্তব্য, তাঁদের পুঁজিতে টান পড়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি, আইটিপিএ স্মল অ্যান্ড প্রোজেক্ট টি গার্ডেন ফোরাম, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবং টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২২ সালে ডুয়ার্সে ৩১.৫০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়েছিল। এবার সেখানে এখনও পর্যন্ত উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ২৫.৭৩ মিলিয়ন কেজি। তরাইয়ের চা বাগানগুলিতে চায়ের উৎপাদন হয়েছে ১৯.৬৮ মিলিয়ন কেজি। গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ২২.১৬ মিলিয়ন কেজি। দার্জিলিংয়ের সুগন্ধি চা এবারে উৎপন্ন হয়েছে ০.৮৮ মিলিয়ন কেজি। গত বছর হয়েছিল ১.১১ মিলিয়ন কেজি।

ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। সার, কীটনাশক সহ চা উৎপাদনের অন্যান্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। চা বিক্রি করে উৎপাদন খরচ সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।'

আইটিপিএ স্মল এবং প্রোজেক্ট টি গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত করের কথায়, 'চায়ের এই মন্দাদশা বিগত তিন দশকে দেখা যায়নি। চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। আবারও মজুরি বৃদ্ধির চুক্তি করতে হবে। এখন যা অবস্থা তাতে আমাদের পক্ষে চায়ের বাজার ভালো না হলে নতুন করে মজুরি চুক্তি করা সম্ভব নয়।' সংকটের কথা মেনে নিয়েছেন ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সচিব সঞ্জয় বাগচী ও টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য।

উদ্বেগের কারণ

- জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতে চায়ের উৎপাদন কম হয়েছে
- গত বছরের নিরিখে উৎপাদন কমেছে ৩২.৭৯ শতাংশ
- অনাবৃষ্টি, প্রচণ্ড রোদ, প্রবল বর্ষণ এবং রোগপোকার উপদ্রব উৎপাদনে প্রভাব ফেলেছে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tenders - DHFWS/CW-25 to 31 for supplying of different types of materials and execution of works in Jalpaiguri district under Dept. of H&FW, Govt. of WB" are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in
Sd/- CMOH, Jalpaiguri. ICA-T22470(4)/2023

প্রতিমা তৈরি, পুজো ও বিসর্জন একদিনেই

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : পুজোর দিনই তৈরি করা হয় প্রতিমা। পুজোর পরে সূর্য ওঠার আগেই সেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। তিন শতাব্দী ধরে এই নিয়ম মেনে এখনও কালীপুজো হচ্ছে জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি রোডের বামনপাড়ার কালী মন্দিরে।

স্থানীয়দের দাবি, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেবী চৌধুরানি এবং ভবানী পাঠক। সেই সময় বাঁশ ও খড় দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করা হয়। পরে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে মন্দিরটি বর্তমান রূপ পায়। তবে সংস্কারের অভাবে এই মন্দিরের এখন জীর্ণদশা। স্থানীয় বাসিন্দারা শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার করে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তুলেছেন।

জলপাইগুড়ি-থেকে হলদিবাড়ি রোড ধরে ১৫ কিমি এগিয়ে গেলেই বামনপাড়া। আর এখানেই মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের গা ঘেঁষে একটা সময় বয়ে যেত বুড়িতিস্তা। এখন অবশ্য সেই নদী মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার সরে গিয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, দেবী চৌধুরানি এবং ভবানী পাঠক নৌকো নিয়ে তিস্তা নদী ধরে এই বুড়িতিস্তার ওপর দিয়ে পূর্ববঙ্গে চলাচল করতেন। যাত্রাপথে এই মন্দিরেই পুজো দিতেন। মা কালীর কাছে পুত্রসন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মন্দিরটি পাকা করে তৈরি করে দেন। যদিও মন্দিরের গায়ে কোথাও স্থাপনের সাল কিংবা প্রতিষ্ঠাতার নাম নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা শংকর মিশ্রর কথায়, 'এই বুড়িতিস্তা হল বড় তিস্তার একটি শাখা। সেই সময় জঙ্গলে ভরা এই পথ ধরেই যাতায়াত করতেন দেবী চৌধুরানি। পুজো দিতেন এই কালী মন্দিরে।' তিনি জানান, এই মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর দাদু লক্ষ্মণ মিশ্র এবং বাবা সন্তোষ মিশ্রও। তাঁর

পরিবারের এই দুই প্রজন্ম প্রায় দেড়শো বছর পুজো করেছেন। পরবর্তীতে উত্তরসূরিদের মতো তিনিও কিছুদিন মন্দিরে সেবাদান করেছেন। কিন্তু বর্তমানে অন্য একজন মন্দিরের দায়িত্ব পালন করছেন।

বামনপাড়ার বাসিন্দা অনুপ মিশ্র বললেন, দাদুদের কাছে যে নিয়ম শুনেছি সেই পুরোনো নিয়ম মেনেই এখনও পুজোর আয়োজন করা হয়। কালীপুজোর দিন ছাড়া বাকি সময় মন্দিরের বেদিতে কোনও প্রতিমা থাকে না। সারা বছর এলাকার মানুষ ওই বেদিকেই পুজো দেন। কালীপুজোর দিন প্রতিমা তৈরি করে সেই রাতেই বিসর্জন দেওয়া হয়। 'কাঁচাকালী' পুজোর ইতিহাস অর্থাৎ মাটি শুকোনোর আগেই পুজো সেরে বিসর্জনের প্রথা থেকে হয়তো এই নিয়ম এসেছে বলে ধারণা অনেকের।

ধান কাটার মাঝে। মূর্তি নদীর পাড়ে শনিবার অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬১৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬১৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৮৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭২৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ROOMS REQUIRED ON RENT

Superintendent, RMS "NB" Dn. Samastipur at Barauni under Department of Posts, India, requires a 400-600 square feet area 2 bedrooms flat for rest of staff working in railway sections near New Jalpaiguri railway station. Flat should have water and electricity facility.
Willing landlord may submit application with minimum per square feet rent at this address : Superintendent, RMS "NB" Division, inside Barauni Post Office campas, Barauni along with all details up to 20.11.2023

Superintendent
RMS "NB"division, Samastipur at Barauni

স্পোকেন ইংলিশ

■ গ্রামার ও স্পোকেন ইংলিশ শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। ডাকযোগে দুটি পুস্তিকা 150/- M-9733565180. শিলিগুড়ি। (C/107777)

ভর্তি

■ সারদা শিশুতীর্থ, সেবক রোড (মাধ্যমিক), ২ মাইল, শিলিগুড়ি। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য অঙ্কুর শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র ৬.১১.২৩ সোমবার থেকে দেওয়া হবে। ফোন নং- ৯৮৩২০২৪০০৯। (C/107776)

Tuition

■ বাড়ি গিয়ে যত্নসহকারে ICSE, CBSE, WB, MATH/Sci (V-XII) করানো হয়। M-6297561996. Slg. (C/107776)

টিউশন

■ Nursery থেকে Class-VII পর্যন্ত সকল বিষয়ে পড়ানো হয়। Mob. No- 9593832044. (C/108009)

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স ঃ স্টুডেন্ট, যুবক-যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9-5 P.M.) (C/107183)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/107773)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি সুভাষপল্লি, 2 BHK, 700 Sq.ft., 2nd flr. ফ্ল্যাট ও হাকিমপাড়াতে গ্যারাজ ভাড়া দেব। M- 9832359655. (C/107777)

■ বিধান রোড, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড ১৪০ বঃফুট, প্রথম তলা, অফিস অথবা গোডাউন। M- 8436464730. (C/112718)

ভাড়া

■ NJP ১০ min., পরিবারকে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। 9434376803.

অর্কেস্ট্রা

■ Glorious Orchestra. যে কোনও শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করুন। ঝুন : 82500-83518. (C/107777)

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগে ও পরে যে কোনও রকম তদন্ত করাতে বা প্রিয়জনের উপর নজর রাখতে যোগাযোগ করুন ঃ 7001818243. (C/107780)

অ্যাফিডেভিট

■ দিনহাটা J.M.-II (1st class) কোর্টে 29.8.2023 অ্যাফিডেভিট বলে আমি অনিতা দে ও সীতারানী দে, স্বামী- মৃত স্বপন কুমার দে একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। সাং বড় আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা। (S/M)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M- 9330446722, 7003317585.

■ O+ ব্লাড গ্রুপ মহিলা বয়স 55 বৎসর-এর কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে চাইলে যোগাযোগ করুন। M- 7001674230. (C/107296)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ পার্ট টাইমে অন/অফলাইন কাজে সিরিয়াস ব্যক্তি চাই। হোয়াটসঅ্যাপ/কল- 9433766101, 7595817526. (K)

OFFICE FOR SALE

■ 600 Sq.ft. at 1st floor at Pakurtala, Near Bidhan Road, Siliguri. Contact : 9434019233, 6296683363. (C/107781)

বিক্রয়

■ N.T.S More (দেশবন্ধুপাড়া) সংলগ্ন বড় রাস্তার উপর সাড়ে তিন কাঠা (৩.৫ কাঠা) বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করিতে পারিবেন। M-7479209630. (C/107900)

■ শিলিগুড়ি লেকটাউনে 2 কাঠা 37 Ft`-34 Ft` জমি বিক্রয়, total মূল্য 44 লক্ষ। M-7363955160. (C/112726)

■ হায়দরপাড়া বাজারে 2 BHK 1100 sqft Flat ও গ্যারাজ বিক্রয় হইবে। M-6297457369. (C/108003)

■ শিলিগুড়ির শাস্ত্রীনগরে (ওয়ার্ড নং 41) 3.5 কাঠা জমির উপর তিনতলা বাংলো টাইপের টিপটপ অবস্থার বাড়ি বিক্রি হবে। (M) 9434234106/9339812799. (C/107749)

■ দমদম ক্যান্টঃ সুভাষনগর প্রান্তিক সরণিতে মেট্রো স্টেশন হইতে 10 মিঃ দূরত্বে 1/2/3 BHK ফ্ল্যাট+গ্যারাজ সুলভে বিক্রি। M-9903605161. (K)

■ হায়দরপাড়ায় নতুন Flat বিক্রয়। শিলিগুড়ি-(M) 9434181429. (C/107780)

■ তরুণ দল খেলার মাঠের পাশে বড় রাস্তার উপর 2 1/2 কাঠার উপর তিনতলা ভিতযুক্ত দোতলা বাড়ি বিক্রয়। Mobile-8942971747. (C/107283)

■ 18 Kattah Land for sale near Deonia More, P.S. Matigara, Mouza-Tari. Cont.- 9434007941. (C/107885)

■ কলিতে দমদম ক্যান্টেঃ সুভাষনগরে ২ কাঠা জমি ৮৫ লাখে বিক্রি। 6289473115. (K)

■ শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে 3 রুমযুক্ত ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 8597557133. (C/107776)

■ ৩ নং গুমটি মহামায়াপাড়া বড় রাস্তা থেকে 200 মিঃ মধ্যে দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। জমি- ২ কাঠা। M-9735076566. (C/107289)

■ জলপাইগুড়িতে ৩ নং গুমটির কাছে পৌনে ৪ কাঠা জমির ওপর ২ তলা বাড়ি বিক্রি আছে। যোগাযোগ-৭৯০৮১৯৯২৮৭৮, ৯৭৩৩৯০৭২০৬. (K)

■ Bastu Land Sale. Shibmandir-Haler Matha, 2.75 Katha, Rate 8.5 L/K, 7908714522. (K)

Land for Sale

■ Siliguri, Shaktigarh Road No-2, 36 Feet wide Road, 3.2 Katha vacant Land for sale. No Broker. (M) 8945006367. (C/107768)

কর্মখালি

■ Required Experienced Accountant & Experienced Telecaller for renowned organization at Matigara. Call/WhatsApp : 9800653511. Send your CV by WhatsApp. (C/107777)

■ রেস্টুরেন্টে রান্নার জন্য কুক, কিচেন হেল্পার, বাসন ধোয়া-মাজার লোক চাই। থাকা-খাওয়া সমেত বেতন : 7000-15000/-. Add. -শিলিগুড়ি। (M) 8391068933. (C/107776)

■ গাড়ি কারখানায় PBSSD, PMKK, 10th, H.S., ITI পাশদের ১৩০০০ বেতনে Free-তে চাকরি সাথে Free-তে ITI/Diploma পাড়বার সুযোগ। Call HR (M) 6291742936. (K)

■ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় বাচ্চাদের স্কুলে আয়ামাসি চাই। বেতন ৩৫০০/-. (M) 9083222536. (C/112729)

■ শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে Aquapuro Systems LLP Company-তে Water Purifier ও Kitchen Chimney Sales ও Service-এর জন্য ছেলে ও মেয়ে চাই। বেতন- 10,100+Incentive extra. Ph : 9933677577, 8670330060. (M/M)

■ Teacher needed for educational institution (10,000/-) @ 8918564872. (C/108005)

■ Siliguri-তে Restaurant-র জন্য ভালো রান্না জানা লোক চাই এবং Helper চাই। Con. 8444092576. (C/108006)

■ Required Male Field Executive for Bank Recovery, North Bengal. Fixed Salary & Incentive. (M) 9830852257. (C/108010)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে কুরিয়ারে ফিল্ড-এর কাজ জানা ছেলে চাই 6000/-+. Mob No. 9832010815, 9832499227. (C/107775)

■ Require Experienced/Freshers Automobile Technician & Used Car Evaluator for Renowned Organization at Matigara. Qualification : ITI in Motor Mechanic, Diploma in Automobile or Fresher with Mechanical Background. Require 3-5 years Experience Service Supervisor for Darjeeling Outlet. Qualification- ITI/Diploma/B.Com./B.A. Send your CV by WhatsApp- 9087114584. (C/107777)

■ মালদার কালিয়াচকে A.T.S. পাবলিক স্কুলে (প্লে গ্রুপ থেকে নবম, বাংলা মাধ্যম, আবাসিক / অনাবাসিক) বিভিন্ন পদে জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, বিসিএ কম্পিউটার, বিএ/এমএ বিপিএড এবং মহিলা শিক্ষিকা প্রশিক্ষিত শিক্ষক/ শিক্ষিকা নিয়োগ করা হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন Khonjlive/ats wapp No : 8348016997। (M-ED)

■ কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ কর্মঠ সেলসম্যান হেল্পার (পুরুষ/মহিলা) চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। ইন্টারভিউ 6/11/23 থেকে 9/11/23 অবধি। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন : শ্রী শঙ্কর স্টোর্স, ক্ষুদিরামপল্লি, শিলিগুড়ি। (M) 6294387300. (C/107778)

■ শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত ইলেক্ট্রনিক্স ডিস্ট্রিবিউশন প্রতিষ্ঠান চাইছে শিক্ষিত গোডাউন ম্যানেজার। প্রার্থীকে অবশ্যই Tally Package (Sales/Purchase), Billing করতে জানতে হবে। বায়োডাটা, ফোটো সহ আবেদন করুন। email : anandamela@rediffmail.com

■ দোকানে কাজের জন্য শিক্ষিত যুবক ও ড্রাইভার চাই। (M) 9832039444.

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি সেবক রোডে ছোট পরিবারের জন্য ভালো রান্নার মহিলা প্রয়োজন। বেতন-ভালো তবে সাক্ষাতে। কাজের সময়-সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা। সত্বর যোগাযোগ। (M) 8388947055. (C/107780)

■ Required Experienced Graphic Designer (Male/Female) for an Apparel Industries. Salary : 10-20K. Email : silcogroupco@gmail.com, (M) 7602007761.

■ Required Female Office Executive & Telecaller for Yamaha, Sevoke Road, Siliguri. (M) 9735403333. Interview 06.11.2023 (11.00 A.M. to 1.00 P.M.). (C/107781)

■ দোকানের জন্য স্টাফ প্রয়োজন (বয়স 25-এর মধ্যে)। বেতন : 8,000/-। সত্বর যোগাযোগ : 9474383523, শিলিগুড়ি। (C/107781)

■ ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে লোক প্রয়োজন। যোগ্যতা-কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। Fixed salary-Rs. 8100/- সাথে extra কমিশন। PF+ESIC+বোনাসের সুবিধা আছে। Phone : 8116602333. (C/107781)

কর্মখালি

■ Require Office Assistant with English and Computer knowledge. Contact No. 7585951748, email id : northeast577@gmail.com

Vacancy for Graphic Designer & Drawing Artist

■ Walk in Interview. Time 11 A.M. - 1 P.M. everyday. Address- Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 9083536619. (C/107773)

MEDIA VACANCY

■ A newly founded start up Media Company in Siliguri is looking for candidates for following positions : 1. News Editor, 2. News Anchor-Hindi & Bengali (Female candidates will be preferred), 3. Field Reporter, 4. Video Editor+Graphics Designers. Interested Candidates can contact to HR @ 8697933859 or WhatsApp your resume or share it at geospheremediaa@gmail.com

কর্মখালি

Vacancy for Receptionist/Waiter/Housekeeping Staff

■ Walk in Interview time 11 A.M.-1 P.M. everyday. Address Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 9083536619. (C/107773)

We are Recruiting

Avlon Shiksha Niketan Aviation, Hospitality and Tourism Institute is recruiting for **Siliguri and Kolkata** Interested candidates may send your resume to: **hr@needstele.com**

FACULTY	OPERATIONS
Aviation	Centre Manager
Tourism	MIS Executive
Hospitality	Academic Counsellor
Managment	Telecaller
English	
Spoken English	

Phone No: 9564940700
Email: hr@needstele.com

শূন্যপদ

আবশ্যক ঃ উত্তরায়ণ, মাটিগাড়া, শিলিগুড়িতে ৭ বছর বয়সি দুটি শিশুকে বাড়িতে লেখাপড়া করানো ও ব্যবস্থাপনার জন্য একজন সুশিক্ষিত শিক্ষক তথা তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন। অনুগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের জন্য @৮৯১৮০৯৪৭৩০ নম্বরে ফোন করুন।

Wanted Teachers

Wanted Teacher for Science Qualification- B.Sc., B.Ed., for Computer Qualification - BCA, B. Tech. Fluency in English & Hindi. Apply with C.V along with copies of testimonials and passport size photograph within 07 days to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005
(No Phone Please).

APPOINTMENT

LEADS OVERSEAS PVT কোম্পানিতে "Sales Manager" ও Service Engineer প্রয়োজন।
(1) **Sales Manager :** Sales / Marketing এ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। Dealer / Distributor handling ও Market Expand থাকবে মূল দায়িত্ব, **Salary - 24K to 30K** সাথে PF ও অন্যান্য সুবিধে।
(2) **Service Engineer :** Kitchen Chimney ও Water Purifier এর সার্ভিস এর অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। **Salary (12K to 16K)** সাথে ESI ও PF এর সুবিধে।

যোগাযোগ Darshan Plaza, Sevoke Road, Siliguri
Ph - 95640 17111, www.leadsindia.net

Uttrayan Financial Services Pvt. Ltd.

Credit & Recovery Officer
পদে নিয়োগ কমপক্ষে **H.S., Age- 20- 35** বেতন **12K- 20K PF ESI** বীমা অন্যান্য সুবিধা সহ ব্রাঞ্চে থেকে কাজ, বাইক আবশ্যিক, **Whatsapp** এ **Biodata** পাঠান, **Ph. No.- 7044048801** বিস্তারিত তথ্যের জন্য নীচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করুন। **https//uttrayan-mfi.com/job/**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মণ্ডলে রদবদল, অসন্তোষ বিজেপিতে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে ফের কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠল বিজেপিতে। একযোগে পাঁচ মণ্ডল সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইনচার্জ করা হলেও, ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না অসন্তোষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেউ কেউ বসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তৃণমূলের কাছে দলকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ তুলছেন পদচ্যুতদের অনেকেই। কার্যত প্রত্যেকের অভিযোগের আঙুল দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের দিকে। যদিও অরুণের বক্তব্য, 'কাউকেই সরিয়ে দেওয়া হয়নি। মণ্ডল সভাপতি থেকে ইনচার্জ করা হয়েছে। এটা রুটিন ব্যবস্থা। দলীয় স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' শংকর বলছেন, 'সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবেই নেওয়া হয়। এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দের কোনও জায়গা নেই।'

কাগজে-কলমে পদোন্নতি। কিন্তু মণ্ডল সভাপতির পদ হারানো কার্যত মানতে পারছেন না পদচ্যুতরা। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ২, ৪, ৫-এর পাশাপাশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চম্পাসারি এবং মেডিকেল মণ্ডলের সভাপতি পদে নতুন মুখ এনেছে বিজেপি। নবনিযুক্ত সভাপতিরা হলেন যথাক্রমে বিনয় বর্মন, সুশান্ত বসাক, সন্তোষ মোদক, বাবুল দেব এবং প্রদীপ দেবনাথ। সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্যামল সরকার, বাপ্পা সাহা, সৌমিত্র সান্যাল, প্রশান্ত মণ্ডল এবং মণিকণ্ঠ সরকারকে। পরিবর্তে মণিকণ্ঠকে জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়েছে। সৌমিত্রকে করা হয়েছে মিডিয়া সেলের ইনচার্জ। বাপ্পাকে দেওয়া হয়েছে মেডিকেলের ইনচার্জের পদ। শ্যামলকে দেওয়া হয়েছে আঠারোখাইয়ের দায়িত্ব। প্রশান্তকে করা হয়েছে ৩ নম্বর মণ্ডলের ইনচার্জ। কিন্তু নতুন দায়িত্ব বা পরিবর্তন কেউই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য, দলের ক্ষতি করার জন্য লোকসভা নির্বাচনের আগে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রীতিমতো তোপ দেগে বাপ্পা বলছেন, 'ছয় মাস আগে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট তৃণমূলের কাছে দলকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। জেলা সভাপতি নামেই রয়েছেন। দল পরিচালনা করছেন শংকর ঘোষ।' মেডিকেলে গিয়ে তিনি কী করবেন, সেই প্রশ্নও তোলেন বাপ্পা। শংকরের নাম না করে সৌমিত্র বলছেন, 'সিপিএমকে শেষ করে দিয়ে আমাদের দলকে শেষ করতে এসেছেন। যেভাবে সমস্ত কিছু করা হচ্ছে, তার মধ্যে রহস্য রয়েছে।' কিছুদিন আগেই মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর পদ থেকে শিখা মিত্রকে সরিয়ে তর্পিতা সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অরুণ জেলা সভাপতি হওয়ার পর নতুন যে জেলা কমিটি গঠন করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে শিখাও মুখ খুলেছিলেন। ১ নভেম্বর যে পাঁচজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদের দলে ছিলেন। এ কারণেই ধাপে ধাপে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে দলের একটা অংশের বক্তব্য।

দ্বন্দ্বের কারণ

- একসঙ্গে পাঁচ মণ্ডল সভাপতি বদল
- পদচ্যুতদের ইনচার্জ করা হলেও ক্ষোভ কমেনি
- অরুণ-শংকরকে তুলোধোনা
- রুটিন ব্যবস্থা বলে সাফাই

সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক দলেই মুখের পরিবর্তন ঘটে। আনন্দময় বর্মন যখন জেলা সভাপতি ছিলেন, তখনও পরিবর্তন হয়েছে। একসঙ্গে ছয়জন মণ্ডল সভাপতিকে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু অরুণ সভাপতি হওয়ার পরই বিজেপিতে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে।

ক্রেনে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই 'খুনি' দাঁতালকে। উনিশবিশার পাটাকামারিতে। শনিবার।

অবশেষে কাবু 'খুনি' দাঁতাল

ঘোকসাডাঙ্গা, ৪ নভেম্বর : তিনদিনেরও বেশি সময় বন দপ্তরকে কার্যত নাকানিচোবানি খাওয়ানোর পর অবশেষে বাগে এল হাতির পাল। ছয়টি হাতির দলের চারটি হাতি শুক্রবারই জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। বাকি দুটি দলছুটকেই জঙ্গলে ফেরাতে কালঘাম ছোটে। ওই দুটি হাতির আক্রমণে চারজনের মৃত্যু হয়। দুটি 'খুনি' দাঁতালের মধ্যে একটি শুক্রবার রাতে জঙ্গলের পথ ধরে। কিন্তু অন্য হাতিটিকে কবজা করতে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়তে হয় বন দপ্তরকে। তারপরেও দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় হাতিটি।

শেষমেশ শনিবার সকালে জলদাপাড়া থেকে দুটি কুনকি এনে ফের শুরু হয় হাতি ধরার প্রক্রিয়া। ফের ঘুমপাড়ানি গুলি করে ক্রেনের সাহায্যে হাতিটিকে ট্রাকে তোলা হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা পর হাতিটিকে ট্রাকে জলদাপাড়ার জঙ্গলে নিয়ে যান বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। হাতিটিকে নিয়ে যেতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা।

বুধবার রাতে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের খোপাড়ুলিতে লোকালয়ে হাতি আসার খবর ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার হাতির পালটি দিনহাটার মাতালহাটে চলে যায়। সেখানে সেরকম কোনও ক্ষয়ক্ষতি না করলেও শুক্রবার ভোরে সিতাই হয়ে শীতলকুচিতে চলে আসে হাতিগুলি। এরপরই শুরু হয় তাণ্ডব। সেখান থেকে মাথাভাঙ্গায় আসে হাতির পাল। এরপর দুটি দাঁতাল দলছুট হয়ে যায়। নিশিগঞ্জ, পারডুবি, উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা স্টেশন চত্বর দাপিয়ে বেড়ায় ওই দুই হাতি। একটি হাতি পারডুবি ও আশপাশের এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। অন্যটি চলে আসে উনিশবিশার দিকে। আলাদা আলাদাভাবে হাতির সামনে পড়ে পারডুবির দুই বৃদ্ধ ও উনিশবিশার দুই মহিলার মৃত্যু হয়।

এসবের মধ্যেই চারটি হাতিকে সুতারপাড়া হয়ে পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক পার করে তোর্ষা সেতু সংলগ্ন এলাকা দিয়ে পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। বন দপ্তরের দাবি, শুক্রবার রাতেই ওই চারটি হাতি জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে। কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ জানান, লোকালয়ে চলে আসা পাঁচটি হাতিকে শুক্রবার রাতেই জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়েছে। বাকি হাতিটিকে এদিন সকালে উদ্ধার করে জলদাপাড়ার জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : নকশালবাড়ি বাজার এলাকা থেকে এক মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। শুক্রবার গভীর রাতে তাজ আনসারি (৩৫) নামে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। শনিবার নকশালবাড়ি বাজারের সব মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ রেখে ব্যবসায়ীরা শোক পালন করেন।

ওয়াকাথন

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : এনএইচপিসি'র শিলিগুড়ির আঞ্চলিক কার্যালয় ও টিএলডি থ্রি ও ফোর-এর উদ্যোগে ওয়াকাথন ও ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হল। শনিবার কামরাঙ্গাগুড়িতে এই ওয়াকাথনের পাশাপাশি কালিঝোরাতে ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এলকে ত্রিপাঠী, টিএলডি (থ্রি ও ফোর)-এর প্রোজেক্ট হেড ওম প্রকাশ ভিজিলেন্স অফিসার নরুল হাসান মল্লিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লেপচা ভাষাকে অষ্টম তফশিলে স্বীকৃতি দাবি

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : লেপচা ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ফের সরব হল ইন্ডিজেনাস লেপচা ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশন। শনিবার শিলিগুড়িতে জনসভা করে পুনরায় এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছে সংগঠনের নেতৃত্ব। এদিনের জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্বত্য শাখার সভানেত্রী তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তা ছেত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

লেপচা ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিজেনাস লেপচা ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশন। ২০১৩ সালে পাহাড়ে লেপচা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হওয়ার পরে এই দাবি নিয়ে আরও সরব হন লেপচা জনজাতির মানুষ। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবিপত্র পেশ করা ছাড়াও পাহাড়, সমতলে মিটিং, মিছিল করা হয়েছে। সাংসদ থাকাকালীন শান্তা ছেত্রী রাজ্যসভায় লেপচা ভাষা নিয়ে একাধিকবার সওয়াল করেছেন। লেপচা ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি কতটা যুক্তিযুক্ত সেটাও তিনি সংসদে বলেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবিকে মান্যতা দেয়নি। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে শান্তা বলেছেন, 'আমি একজন সাংসদ হিসাবে যতটা করার করেছি। বহু মানুষ লেপচা ভাষায় কথা বলেন, লেপচা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন। তাই আমি মনে করি যে, এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তাই একাধিকবার সংসদে দাঁড়িয়ে এই দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তো পাহাড়ের মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা শোনে না।' তিনি জানান, এখানকার ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবির প্রতি সম্মতি জানিয়ে রাজ্য সরকার ২০১৭ সালে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্যন্ত ওই জনজাতিগুলিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দিল না। সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা ইউসুফ সিমিক বলেছেন, 'দাবি আদায়ে আমাদের লড়াই চলছে। এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তাই আমরা এই দাবিতে বহুবার কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছি। কেন্দ্রের মন্ত্রী, আমলাদের কাছে দরবার করেছি। আবার দাবিপত্র পাঠানো হবে।'

> এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তাই আমরা এই দাবিতে বহুবার কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছি। কেন্দ্রের মন্ত্রী, আমলাদের কাছে দরবার করেছি। আবার দাবিপত্র পাঠানো হবে।
>
> – **ইউসুফ সিমিক** *মুখ্য উপদেষ্টা ইন্ডিজেনাস লেপচা ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশন*

ইন্ডিজেনাস লেপচা ট্রাইবাল অ্যাসোসিয়েশনের জনসভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে শনিবার। ছবি : তপন দাস

বিমানবন্দরের উন্নয়ন শুরু জানুয়ারিতেই

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ নভেম্বর : ভোল বদলে যাচ্ছে বাগডোগরা বিমানবন্দরের। আগামী বছরের জানুয়ারিতেই শুরু হতে চলেছে বিমানবন্দর সম্প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের কাজ। ৩০ মাসের মধ্যে ওই কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। তারপর শুরু হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য খরচ হবে প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের জয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার ভূদেব সরকার বলছেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত টেন্ডারের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।'

বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের এনওসির প্রয়োজন ছিল। সূত্রের খবর, সেই সমস্ত জট কাটিয়ে ওঠা গিয়েছে। মাস্টার প্ল্যানেরও অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিমানবন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম বাগডোগরায় এবার জুড়তে চলেছে অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা। বিমানবন্দরটি ঢেলে সাজানোর জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে ১০৪.৬৪ একর জমি। বর্তমান বিমানবন্দরের এলাকা রয়েছে প্রায় ২৬ একর। ৮ একরে রয়েছে আবাসন। ফলে আগামীতে বিমানবন্দরটি গড়ে উঠবে মোট ১৩৯.৩২ একর জমিতে।

কেমন হবে অত্যাধুনিক বিমানবন্দরটি? কর্তারা জানাচ্ছেন, নতুন নকশা অনুযায়ী টার্মিনাল ভবনটির আয়তন হবে প্রায় ৪ লক্ষ ২২ হাজার ২৯৬ বর্গমিটার। থাকছে মাল্টি লেভেল পার্কিং এরিয়া, যার আয়তন ২১ হাজার ৪৯০ বর্গমিটার। সেখানে একসঙ্গে ১১০টি ট্যাক্সি দাঁড়াতে পারবে। ১০টি উড়ানের জন্য ১০টি বে থাকবে। প্রত্যেকটির জন্য তৈরি হবে এরোব্রিজ। তবে প্রথম পর্যায়ে ৬টি এরোব্রিজ করা হবে। বাকি ৪টি করা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের সময়। দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক উড়ানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। পনেরোশো করে মোট তিন হাজার যাত্রী 'পিক টাইমে' যাতায়াত করতে পারবেন স্বচ্ছন্দে।

অ্যাপ্রন এবং রানওয়ের মাঝে একটি বড় গেট করা হবে। বিমান চলাচলের সময় গেট খোলা থাকবে, বিমান চলে গেলেই গেটটি আবার বন্ধ হয়ে যাবে। মূলত বিমানের অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এছাড়া ট্যাক্সিচালকদের সুবিধার জন্য শৌচালয়, ক্যান্টিন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তৈরি হবে রেস্তোরাঁ, ফুড পার্ক, ভিআইপি লাউঞ্জ। থাকবে বিমান সংস্থাগুলির কাউন্টার এবং অফিস। পার্ক সহ নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকছে বিমানবন্দরে।

বিমানবন্দর লাগোয়া জাতীয় সড়ক থেকে দুটি পৃথক রাস্তা তৈরি হবে। একটি রাস্তা তৈরি হবে প্রবেশের জন্য, অপরটি বেরোনোর জন্য। বাগডোগরা বিমানবন্দরের পাশাপাশি ফলকের নীচে লেখা থাকবে 'গেটওয়ে টু দ্য হিলস'।

বাগডোগরা বিমানবন্দরটিতে যাত্রীর চাপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বেড়েছে বিমানের সংখ্যাও। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লাউঞ্জে স্থানাভাবে প্রায়শই সমস্যা তৈরি হয়। ফলে বিমানবন্দরটির সম্প্রসারণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু জমিজট সহ বিভিন্ন কারণে এতদিন তা আটকে ছিল। অবশেষে কাজ শুরু হতে চলায় খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'এটা খুবই খুশির খবর। বিমানবন্দরটি নতুন রূপে তৈরি হলে উড়ানের সংখ্যা বাড়বে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। ফলে সামগ্রিকভাবে উত্তরের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।'

প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী কাজ শেষে এরকমই হবে বাগডোগরা বিমানবন্দর।

ডিপিএসের অনুষ্ঠান

ডিপিএস ফুলবাড়িতে বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা ও মডেল ডিনো মারিয়া।

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : 'হ্যাভ ফান'। ছাত্রদের বিশেষ এই বার্তা দিয়ে ডিপিএসের এমইউএন প্রোগাম মাতালেন বলিউডের বিশিষ্ট অভিনেতা ও মডেল ডিনো মারিয়া। দিল্লি পাবলিক স্কুলের তরফে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান, 'লেগাশিও ২৩'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। শেষ দিনে পারফর্ম করেন ডিনো। সেইসঙ্গে বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোর প্রতিও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

ডিপিএস ফুলবাড়ির উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী মডেল ইউনাইটেড নেশন (এমইউএন)-এর আয়োজন করা হয়েছিল। তারকাদের নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন রজত কাপুর। শনিবার ডিনো মারিয়াকে দেখে পড়ুয়াদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জনসমক্ষে কথা বলার কিছু ছোট ছোট টিপস দেন ডিনো।

সেইসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করার জন্য ডিপিএস কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান তিনি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিপিএস (ফুলবাড়ি)-এর প্রধান শিক্ষিকা মনোয়ারা বেগম আহমেদ ও ডিপিএস (শিলিগুড়ি)-এর তরফে অনিশা শর্মা।

জুয়ার আসর থেকে ধৃত ৮

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : এসওজি এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশ মিলে দীপাবলি ও কালীপুজোর আগে অবৈধ জুয়ার আসরগুলিতে অভিযান শুরু করেছে। শুক্রবার রাতে এসওজি এবং মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা শিমুলগুড়ি এলাকায় এভিযান চালিয়ে জুয়ার আসর থেকে আটজনকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃতদের কাছ থেকে ৪১ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। তদন্ত চলছে।

যৌথ অভিযান

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : পুলিশ এবং ভূমি দপ্তরের যৌথ অভিযানে একাধিক জায়গায় জমা করে রাখা বালি, পাথর বাজেয়াপ্ত করা হল। শুক্রবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক বিপ্লব হালদার নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে যান। প্রথমে মেচি নদীর তীরে রকমজোত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বালি, পাথর বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপর দলটি ভীমরাম মৌজায় যায়। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার সিএফটি বালি, পাথর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দুই জায়গায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গ্যাসের গুদামে চুরি সুদামগছে

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : শনিবার সকালে গ্যাস গোডাউনে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রাজগঞ্জ ব্লকের আমবাড়ির সুদামগছ এলাকায়। চুরি গিয়েছে কম্পিউটার ও সিসিটিভি ক্যামেরার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সহ হার্ডডিস্ক ও নগদ চাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিন সকালে সুদামগছের ওই গোডাউনে এসে চুরির বিষয়টি লক্ষ করেন সেখানকার কর্মীরা। গোডাউনের টিনের চালের বেশ কিছু অংশ কাটা অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। খবর চাউর হতেই ভিড় জমতে শুরু করে গোডাউন চত্বরে। এর আগেও এই গোডাউনে চুরির ঘটনা ঘটেছিল বলে জানান সেখানকার কর্মীরা।

বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তুষার দত্ত বলেন, 'এই এলাকায় একটি গ্যাং এসব চুরির সঙ্গে জড়িত। বাজার এলাকায় নিয়মিত পুলিশ ভ্যান ঘুরে যায়, কিন্তু এটি একটু বাইরের এলাকা তাই এখানেও নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।'

হাতিমৃত্যু ঠেকাতে আলোচনা

ওদলাবাড়ি, ৪ নভেম্বর ঃ অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে গত ২৮ অক্টোবর তুড়িবাড়ির লিম্বুবস্তিতে হাতিমৃত্যুর ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল বন দপ্তর। শনিবার বিকেলে ওদলাবাড়ির টিম্বার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের হলঘরে তারঘেরা রেঞ্জের অধীন ওদলাবাড়ি ইলেক্ট্রোকিউশন সেল-এর উদ্যোগে সভা হয়। সেখানে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে খেতের ফসল রক্ষা করার প্রবণতা রোধ করা রুখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

বিজয়া সম্মিলনি

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে আয়োজিত কোচিং সেন্টার 'আলোর দিশারি'র তরফে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করা হয়। শনিবার শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণকেন্দ্রটির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে শামিল হয়েছিলেন।

বোমাটি ফাটিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর পায়ের ভুল চিকিৎসা হয়েছে। রাজ্যের সেরা হাসপাতালে যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরই এই দুর্দশা হয়, তাহলে অন্য সরকারি হাসপাতালে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কতটা হবে? এই প্রশ্নটা উঠছে। উত্তর সম্পাদকীয়তে এবার এটা নিয়েই আলোচনা।

সরকারি হাসপাতালের দুর্দশার চালচিত্র

সেমসাইড, নাকি এটাও একটা 'খেলা'

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এ যেন উলটপুরাণ!

চিকিৎসক রোগীকে কলকাতায় রেফার করতে চাইছেন। কিন্তু রোগীর পরিবার রাজি নন। তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস চিকিৎসা হলে এই হাসপাতালেই হবে। নচেৎ নয়।

রোগীর পরিবার দক্ষিণবঙ্গের ওই হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের পরিচিত। তাঁরা যে তাঁদের পরিবারের কাউকে এই হাসপাতালে আবার চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসবেন, তা ভাবতেই পারছিলেন না হাসপাতালের কেউই। সরাসরি রোগীকে কলকাতায় রেফার করতে প্রস্তুত ছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কী আশ্চর্য, রোগীর বাড়ির লোকই যে রোগীকে কলকাতায় নিয়ে যেতে রাজি নন।

কয়েক মাস আগে ওই হাসপাতালের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মাঝরাতে ফোনটা এসেছিল বর্ধমান থেকে। ফোনটা করেছিল আমার এক চিকিৎসক বন্ধু। ওই হাসপাতালে কর্মরত ওঁর এক জুনিয়ারের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ ওঠায় আমার ওই বন্ধুটি আমার শরণাপন্ন হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তর সেই অভিযোগের তদন্ত করছে। অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রোগীর পরিবারের অনুরোধ সত্ত্বেও রোগীকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করেননি। বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালেই রোগীর চিকিৎসা হয় এবং রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন।

রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ ছিল, বারবার বলা সত্ত্বেও তাঁদের রোগীকে কলকাতায় রেফার না করে তাঁদের মানসিকভাবে হয়রানি করেছেন চিকিৎসক। ওই জেলা হাসপাতালের উপরে তাঁদের ভরসা না থাকাতেও সেখানেই রোগীকে বন্দি করে রেখেছিলেন ওই চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মাসখানেকের ব্যবধানে অভিযোগকারীর ভোল বদল দেখে আমার বন্ধু হতবাক। আমাকে ফোন করে বললেন, 'রোগীর পরিবার তাঁদের আগের অভিযোগও তুলে নিয়েছেন।'

আর এসব সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্যকে ঘিরে।

যে হাসপাতালে রোগীকে রেফার করতে চেয়ে জেলার হাসপাতালগুলিতে রোগীর আত্মীয়রা চিকিৎসকের পায়ে পড়তেও রাজি, সেই এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে মুখ খুলেছেন মমতা। কারও কোনও অভিযোগের ভিত্তিতে নয়। এখানে ভুক্তভোগী মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এখন দেখা যাক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নভেম্বরের প্রথম দিনটিতে নবান্নে ঠিক কী বলেছেন?

তিনি বলেছিলেন, 'আমার দশ-বারোদিন আইভি (ইন্ট্রাভেনাস) ইনজেকশন চলেছে। কারণ ভুল ট্রিটমেন্টের জন্য আমার পায়ের ক্ষতটা সেপটিকের মতো হয়ে গিয়েছিল।'

এটা অনেকটা বোমা ফাটার মতো ঘটনা। অনেকে আবার প্রশ্ন করছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁর নিজের দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে সেমসাইড গোল করে ফেললেন?' তবে মমতাকে যাঁরা দীর্ঘদিন অতি কাছ থেকে দেখেছেন, ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন- এমন একজনের কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করে কোনও মন্তব্য করার বান্দাই নন। ওঁর প্রতিটা বাক্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনার ফসল। মানুষের সহানুভূতি আদায় কীভাবে করতে হয়, তা মমতার মতো কেউ জানেন না। হতে পারে এটা বালু কিংবা র‍্যাশন দুর্নীতির দিক থেকে নজর ঘোরানোর প্রচেষ্টা মাত্র।'

এই পায়ের আঘাতটা অন্তত মাসপাঁচেক আগেকার। খারাপ আবহাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারকে তড়িঘড়ি নামাতে হয় সুখনার সেনাছাউনিতে।

তখনই হেলিকপ্টার থেকে নামতে গিয়ে তিনি পায়ে চোট পান। কলকাতায় ফিরে এসএসকেএম হাসপাতালের একদল চিকিৎসক তাঁর পায়ের চিকিৎসা করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা শুশ্রূষা ছাড়াও নিশ্চয়ই কিছু পরামর্শও দিয়েছিলেন আশা করি। তবে মুখ্যমন্ত্রী সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার অবকাশ রয়েছে। বিশেষ করে বিদেশ সফরে গিয়ে পুনরায় আঘাতপ্রাপ্ত পায়ে চোট লাগায় রোগীর দায়িত্ববোধ নিয়ে চিকিৎসকরা নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করেছিলেন বলে এসএসকেএম সূত্রের খবর। তবে স্বভাবতই মুখ্যমন্ত্রীকে এমনটা বলার সাহস কেউ দেখাননি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, সাধারণত তিনি নিজের চিকিৎসা নিজেই করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পার্ষদদের শরীর খারাপ হলে মমতা নিজেই বাক্স খুলে ওষুধ দেন। একবার বিমানে তাঁর সহযাত্রী এক চিকিৎসক সাংসদকেও কী কী ওষুধ খেতে হবে সেই ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন মমতা। আর বিমানের মধ্যেই ওই চিকিৎসক সাংসদকে নিজের দেওয়া ওষুধ বের করে দিয়েছিলেন দলনেত্রী। তিনি নিজেও সেই সময় ছিলেন একজন সাংসদ। চিকিৎসক সাংসদকে ওই ওষুধ খেতে হয়েছিল মমতার সামনেই। মমতার দীর্ঘদিনের সঙ্গী মদন মিত্র বলছেন, 'এরকম নয় যে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসাটা বোঝেন না। উনি খুব ভালোই বোঝেন। কোথাও যদি চিকিৎসার গলদ না থাকত, তাহলে নিশ্চয় উনি বলতেন না। উনি মনে করেছেন, তাই বলেছেন।'

স্বাস্থ্য, অসুখ- বরাবর তৃণমূল নেত্রীর কাছে খুব সংবেদনশীল বিষয়। কিন্তু তাই বলে যেভাবে তিনি রাজ্যের সেরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন তার জেরে সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলেও, স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। ওই মতামত রোগীর ব্যক্তিগত কোনও চিকিৎসকের নয়- এই যুক্তি সাজিয়ে নিজেদের দায় এড়াচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। তবে বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এই হাসপাতাল সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজ্যের প্রাক্তন এক স্বাস্থ্যকর্তার মন্তব্য, 'এসএসকেএম হাসপাতাল রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার নিউক্লিয়াস। খোদ মুখ্যমন্ত্রীই যদি সেই নিউক্লিয়াসের পরিষেবা নিয়ে এমন মন্তব্য করেন, তাহলে মানুষের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরে আর ভরসা থাকবে কীভাবে?' এমন সংশয় যে হতে পারে, সেকথা মানছেন চিকিৎসকদের একাংশ। অনেক চিকিৎসকই বলছেন, 'রোগীদের তো এবার মনে হবে, মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসায় যদি ভুল হয়, তাহলে তাঁদের ক্ষেত্রেও গাফিলতি হতেই পারে।'

মুখ্যমন্ত্রী যেদিন নবান্নে ওই মন্তব্য করলেন, সেদিন রাতেই বেঙ্গালুরু থেকে একটি বেসরকারি হাসপাতাল গোষ্ঠীর জনসংযোগ কর্তার ফোন এল আমার কাছে। তিনি আমার পূর্বপরিচিত। মমতা এসএসকেএম হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ঠিক কী বলেছেন এবং তা সরকারি হাসপাতালের পরিষেবার পক্ষে কতটা প্রতিকূল অর্থাৎ বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবসা বাড়ার সম্ভাবনা কতটা সেইসব জানতে চাইছিলেন তিনি।

ওই হাসপাতাল গোষ্ঠীর কলকাতায় একটি বড় পরিষেবাকেন্দ্র আছে। অর্থাৎ অভিযোগকারী যখন মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর লক্ষ্য যখন এসএসকেএম, তখন বেসরকারি হাসপাতালগুলি যে লক্ষ্মীলাভের আশায় অতিসক্রিয় হবে তা সহজেই অনুমেয়।

তবে সংকট যে একটা তৈরি হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে দিতে হবে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেই। তিনি তো আবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

(লেখক সাংবাদিক)

নতুন নীল-সাদা অট্টালিকা প্রচুর, উন্নতি হয়নি পরিষেবার

রণজিৎ ঘোষ

রাজ্যের সেরা সরকারি হাসপাতালের তালিকায় সবার শীর্ষে রয়েছে কলকাতার এসএসকেএম। রাজ্যের তাবড় তাবড় নেতা-মন্ত্রীর চিকিৎসা হয় এই হাসপাতালে। এই হাসপাতালে একটা শয্যা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের নেতা-মন্ত্রীদের সুপারিশ প্রয়োজন হয়। অথচ এহেন হাসপাতালের বিরুদ্ধেই ভুল চিকিৎসার অভিযোগ। অভিযোগকারী আর কেউ নন, খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেই নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে আবার। তার প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলোতে আলো ফেললে কী দেখব?

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলার হাসপাতালের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই চিকিৎসায় গাফিলতি, চিকিৎসা না করে ফেলে রাখার মতো ঘটনা সামনে আসে। এমনকি খাতায়-কলমে যত চিকিৎসক দেখানো হয়, বাস্তবে তার অর্ধেকও কর্মস্থলে থাকেন না। মেডিকেলগুলির সিংহভাগ চিকিৎসা পরিষেবাই ডাক্তারি পড়ুয়াদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। মালদা থেকে কোচবিহার, যে জেলায় তাকানো যাক, সর্বত্র এক ছবি।

আসলে স্বাস্থ্য ভবনে মাথাভারী প্রশাসন আর সর্বত্র রাজনীতির অনুপ্রবেশের জেরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সর্বনাশ হচ্ছে, এটা স্পষ্ট। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় থেকে শুরু করে গত কয়েক বছরে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় কিছুটা উন্নতি হলেও স্বাস্থ্য প্রশাসনে চরম ঢিলেমি লক্ষ করা যাচ্ছে। চিকিৎসকদের অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, 'স্বাস্থ্য ভবনের পরিবেশটাই এখন অস্বাস্থ্যকর হয়ে গিয়েছে।'

উত্তরবঙ্গের ছবিটা বিস্তৃত বলা যাক। প্রায় ৫৫ বছর পুরোনো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও মালদা, কোচবিহার, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ এবং মালদা মেডিকেল আগে থেকেই ছিল। বাকি তিনটি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের আমলে তৈরি হয়েছে। বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজের ঘোষণাও হওয়ার মুখে।

কিন্তু চিকিৎসা পরিকাঠামো, পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চালু করে যে কিছু লাভ হবে না তা উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যের চেহারা দেখেই স্পষ্ট।

বাকি মেডিকেলগুলি না হয় বাদই দিলাম, উত্তরবঙ্গের সেরা নাম মেডিকেলের চিকিৎসা পরিষেবার দিকেই নজর দেওয়া যাক। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক অধ্যাপক চিকিৎসক, অন্তত তিনজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, তিন-চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছাড়াও ডেমোনস্ট্রেটর, রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও) থাকবেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বেশিরভাগ বিভাগেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। একাধিক বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে রাখা হয়েছে, যা পুরোপুরি নিয়মবিরুদ্ধ।

আরও ভয়ংকর ব্যাপার হল, খাতায়-কলমে যে পরিমাণ চিকিৎসক দেখানো রয়েছে, অর্থাৎ এখান থেকে যত চিকিৎসকের বেতন হয়, তাঁদের অনেকেই মাসের পর মাস কলকাতায় থাকেন। মাসের কোনও একটি সময় এসে হাজিরা খাতায় সই করে আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে প্রাইভেট চেম্বার করছেন। কিছু চিকিৎসক আবার রোটেশনে সপ্তাহে দু'-তিন দিন করে ডিউটি করছেন। মাঝে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু হওয়ায় অনেক চিকিৎসকের ফাঁকিবাজি ধরা পড়ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের দোহাই দিয়ে ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে বায়োমেট্রিক হাজিরা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যা এখনও পুনরায় আর চালু হয়নি।

এই অবস্থায় হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে যে ১১০০ রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন, তাঁদের সিংহভাগ চিকিৎসার দায়িত্বই পড়ে ডাক্তারি পড়ুয়াদের উপরে। জুনিয়ার ডাক্তার, ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ হিসাবে কর্মরত চিকিৎসকরা পরিষেবা দিচ্ছেন বলেই রোগীরা কিছুটা হলেও চিকিৎসা পাচ্ছেন। তবে মজার কথা হচ্ছে এটাই যে, একটা মহকুমা বা জেলা হাসপাতাল থেকে জটিল রোগীদের আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে রেফার করা হয়। বড় হাসপাতালে সাধারণত এমডি করা চিকিৎসকরাই রোগীকে দেখে ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন বোধ করলে রোগীকে মেডিকেলে রেফার করেন। কিন্তু সেই রোগী মেডিকেলে এসে ডাক্তারি পড়ুয়াদের হাতে পড়ছেন। তাহলে ভালো চিকিৎসা হবে কীভাবে?

চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজিতে মেডিকেলে শুধু যে চিকিৎসা পরিষেবারই ক্ষতি হচ্ছে তেমনটা নয়, কলেজের পঠনপাঠনেরও সর্বনাশ হচ্ছে। অধ্যাপক চিকিৎসকরা নিয়মিত না আসায় মেডিকেল কলেজগুলিতে পঠনপাঠনেও ব্যাঘাত ঘটছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের এটাই যে, এসব দেখার কেউ নেই।

উত্তরবঙ্গের সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের ফাঁকিবাজিতে রাশ টানা নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনে বসে থাকা রথী-মহারথীদের টনক নড়েনি। তাঁদের বক্তব্য, ডাক্তারদের চটালে চাকরি ছেড়ে দেবে। এমনিতেই চিকিৎসকের অভাব। এর উপরে আরও চিকিৎসক চাকরি ছেড়ে দিলে এনএমসি মেডিকেল কলেজের অনুমোদনই বাতিল করে দেবে। কাজেই কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে গিয়ে চিকিৎসকরা যতটুকু কাজ করছেন করুন, এনএমসির প্রতিনিধিদল এলে সশরীরে মেডিকেলে হাজির হবেন, তাহলেই হবে।

এখানেই শেষ নয়, রোগী পরিষেবার পরিকাঠামোতেও প্রচুর খামতি রয়েছে উত্তরবঙ্গে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সেভাবে নেই, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চক্ষু বিভাগের বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম বহুদিন ধরে খারাপ। মূল অপারেশন থিয়েটারেও বহু সরঞ্জামই মান্ধাতা আমলের। অপারেশনের পর রোগীর শরীরে সংক্রমণের ঘটনা এখানে অহরহ ঘটছে। এখানে ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় বরাদ্দে ট্রমা কেয়ার সেন্টার তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সেই ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া আর কোনও পরিকাঠামো নেই। একই অবস্থা সুপারস্পেশালিটি ব্লকের। বহু টালবাহানার পরে ১৫০ কোটি টাকায় তৈরি সুপারস্পেশালিটি বিভাগে টেনেটুনে বহির্বিভাগের পরিষেবা শুরু হয়েছে। কিন্তু অন্তর্বিভাগ চালু করা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কীভাবে চালু হবে? নিউরো, নেফ্রো, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারির মতো স্পেশালিটি বিভাগগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। ক্যাথল্যাবও এখনও তৈরি হয়নি। নিন্দুকেরা বলেন, উত্তরবঙ্গ বলেই এতটা বঞ্চনা। বামেরাও ৩৪ বছর উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, তৃণমূলও গত ১২ বছরে উত্তরবঙ্গের দিকে সেভাবে নজরই দেয়নি।

মালদা, কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অবস্থাও তথৈবচ। এখনও কোচবিহার মেডিকেল থেকে মাঝেমধ্যেই রোগীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। চিকিৎসা পরিকাঠামোর যেমন অভাব রয়েছে, তেমনই চিকিৎসকের অভাবটাই উত্তরবঙ্গকে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসককে পেলে মানুষের প্রাণ বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মেডিকেলগুলিতে সেসব হচ্ছে কই? রায়গঞ্জ মেডিকেলও এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। জলপাইগুড়ি তো সদ্য চালু হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, সঠিক পরিকল্পনা করে, চিকিৎসক, নার্সের বন্দোবস্ত না করে নাম কা ওয়াস্তে জেলায় জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নামে বিশাল বিশাল অট্টালিকা তৈরি করে আখেরে কোনও লাভ হচ্ছে কি? জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে তুলনায় কিছু উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ এমডি, এমএস চিকিৎসক নিয়মিত কাজ করেন। মেডিকেলে তো জুনিয়ারদের দিয়েই সিংহভাগ কাজ করানো হচ্ছে। যার ফলে পকেটে একটু কানাকড়ি থাকলে মানুষ এখন বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমেই যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আর গরিব মানুষ তো নিরুপায় হয়ে সরকারি হাসপাতালে গিয়েই পড়ে থাকছেন। উত্তরবঙ্গের সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা দূর করে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির কথা ভাবা উচিত।

"MB"

Great Eastern™
We serve you best

Diwali BUMPER SALE

গ্রেট ইস্টার্ন নিয়ে এল অফারের ফুলঝুড়ী

CASH BACK OFFER* upto 26,000/- on Debit & Credit Cards

Upto 36 MONTH EMI* CASH BACK UPTO ₹15000/- IDFC FIRST Bank

REPLACEMENT 30 DAYS GUARANTE

INSTANT CASH BACK UPTO ₹12500/- + 1 EMI OFF* BAJAJ FINSERV

FINANCE IN JUST 2 MINS.*

10% CASH BACK GIFT VOUCHER UPTO ₹40000/- GOLD COIN LUCKY DRAW HDB FINANCIAL SERVICES

FREE DELIVERY UPTO 50 KMS.

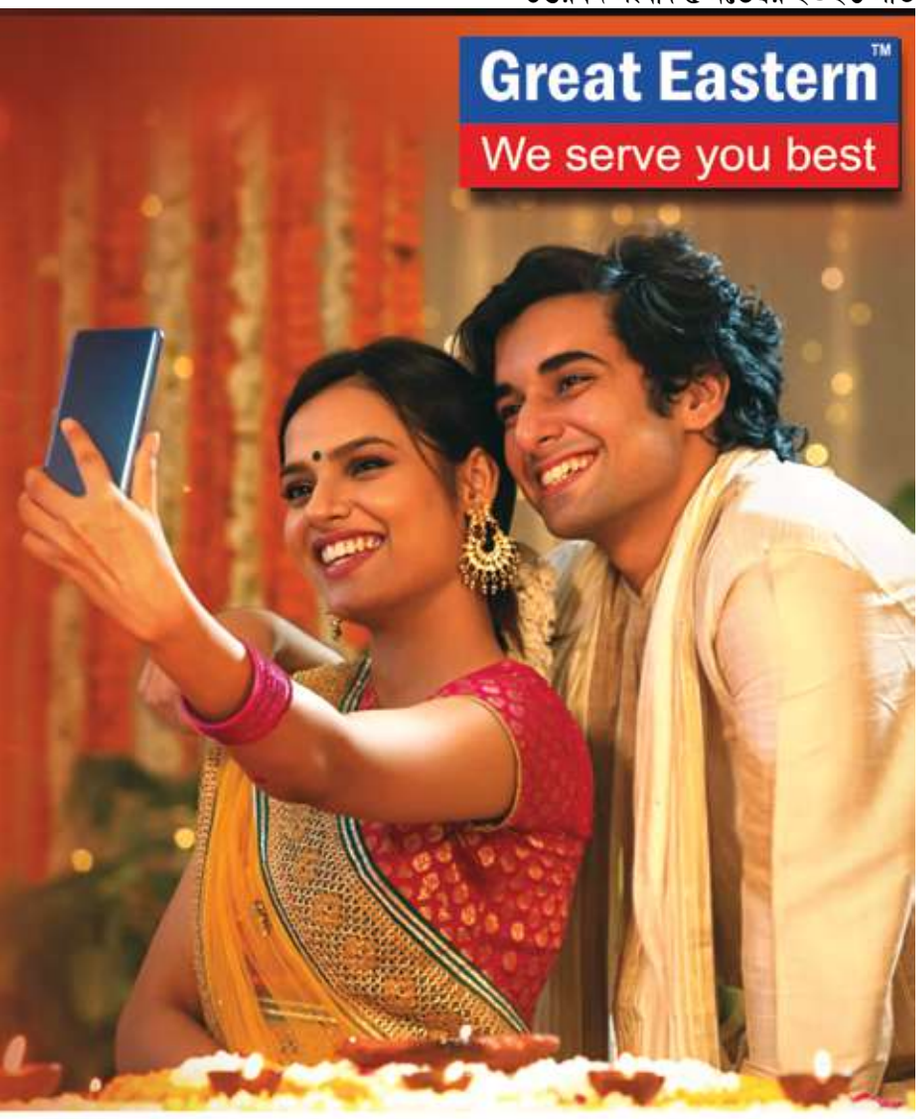

189 CM (75)
₹ 79000*

webOS FRAMELESS 4K ULTRA HD
165 CM (65)
₹ 42990*

Google TV
139.7 CM (55)
₹ 29990*

Google TV
109 CM (43)
₹ 22990*

android SMART LED
80 CM (32)
₹ 9490*

*Prices are under exchange

SAMSUNG
A34 5G (8/128) EMI / DAY 81
S23 (8/128) EMI / DAY 95

oppo
A78 (5G) (8/128) EMI / DAY 53
Reno 10 5G (8/256) EMI / DAY 74

vivo
Y56 5G (8/128) EMI / DAY 43
V29E 5G (8/128 GB) EMI / DAY 63

ONEPLUS
CE 3 Lite 5G (8/256) EMI / DAY 59
Nord CE3 5G (12/256) EMI / DAY 75

realme
11x 5G (8/128) EMI / DAY 54
11 5G (8/256) EMI / DAY 56

15 (128) EMI / DAY 111
14 (128) EMI / DAY 97

ASUS DELL hp Lenovo

FREE KEYBOARD, MOUSE & LAPTOP BAG

LAPTOP
Ci3|11th Gen | 8 GB | 512 | 15.6 ₹ 32490
R3-7320 | 8 GB | 512 | 15.6 ₹ 33990
R5|5600H|8|512|RX6500M 4GB ₹ 47490

SPLIT AC
1.5 TON - INV - 3S ₹ 26990
1.5 TON - INV - 5S ₹ 32990
2 TON - INV - 3S ₹ 37990

MICROWAVE
20 L - SOLO ₹ 4990
20 L - CONV ₹ 10790
23 L - CONV ₹ 12590

SINGLE DOOR
185 L ₹ 13190
192 L ₹ 13790
180 L ₹ 14790

DOUBLE DOOR
242 L ₹ 21190
233 L ₹ 22190
240 L ₹ 23690

SIDE BY SIDE
472 L ₹ 49990
596 L ₹ 60990
655 L ₹ 77190

TOP LOAD
7.5 kg ₹ 14490
6.5 kg ₹ 17690
7.5 kg ₹ 18990

FRONT LOAD
6 kg ₹ 21990
6 kg ₹ 26490
6.5 kg ₹ 30190

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 82+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES : DALHOUSIE (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 84200 55268, SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall - 84200 55257, BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra - 85840 38100, RAIGUNJ Near Sandha Tara, Bhawan - 85840 64028, MALDA Pranta Pally, N H 34 - 85840 64029, BALURGHAT B.T. Park, Tank More - 90739 31660, JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari - 98301 22859, S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road - 85840 64025, KATWA- Station Rd, near Ashirbad Lodge - 84200 55250, COOCHBIHAR - N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi - 97497 85485.

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURA, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH , UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, MALANCHA, DIAMOND HARBOUR, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR , MEMARI, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

দুর্নীতির তদন্তে শিলিগুড়িতে ইডি আসার খবরে উত্তাপ

গায়েব র‍্যাশন ডিলার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্তে শিলিগুড়িতে ইডি হানার খবরে শনিবার দিনভর মহকুমাজুড়ে চর্চা চলল। পাথরঘাটার র‍্যাশন ডিস্ট্রিবিউটার এবং ডিলারের বাড়ির সামনেও কৌতূহলী মানুষ এদিন সকাল থেকেই জড়ো হয়েছিলেন। পরিস্থিতি বুঝে ওই বিতর্কিত র‍্যাশন ডিলার এদিন সাতসকালেই বাড়ি থেকে কেটে পড়েন। তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ। পুলিশ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ থেকেও দিনভর ইডি আসা নিয়ে খোঁজখবর করা হয়েছে। কিন্তু দিনের শেষেও কেউই ইডি হানার খবরের নিশ্চয়তা দিতে পারেননি। তবে একটি সূত্রের খবর, ইডি'র ছয় সদস্যের তদন্তকারী দল শিলিগুড়িতে আসছে। দুজন করে আধিকারিক এক একটি দলে ভাগ হয়ে মহকুমার তিনটি জায়গায় অভিযান চালাতে পারেন।

বহু বছর ধরেই শিলিগুড়িতে র‍্যাশন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। চা বাগানের নন-ওয়ার্কার খাতে লক্ষাধিক ভুয়ো র‍্যাশন কার্ড বানিয়ে সরকারি ভরতুকিতে দেওয়া কোটি কোটি টাকার চাল, গম, আটা তুলে সেগুলি খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হয়েছে। সিপিএম হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস, উভয়পক্ষই সমস্ত কিছু জানার পরেও কোনও পদক্ষেপ করেনি। শিলিগুড়িতে র‍্যাশন দুর্নীতিতে শুধু যে পাথরঘাটার একটি পরিবারই অভিযুক্ত এমনটা নয়, এই দুর্নীতিতে শহরের একজন র‍্যাশন ডিস্ট্রিবিউটার এবং নকশালবাড়ির এক ডিলারও ইডি'র নজরে রয়েছে। সূত্রের খবর, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তারের পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) র‍্যাশন কেলেঙ্কারিতে শিলিগুড়ি যোগের তথ্য পেয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ছয় সদস্যের তদন্তকারী দল শিলিগুড়িতে আসছে। অসমর্থিত সূত্রের খবর অনুযায়ী, শিবমন্দিরের হোটেল ও মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড়ের একটি রিসর্টে ছয়জনের বুকিংও রয়েছে। তবে, বিষয়টি হোটেল এবং রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেনি।

বাড়ছে কৌতূহল

- সূত্রের খবর, ইডি'র ছয় সদস্যের তদন্তকারী দল শিলিগুড়িতে আসছে
- এক একটি দলে থাকবেন দুজন করে আধিকারিক
- ইডি'র তদন্তকারী দল শিলিগুড়িতে এসেছে বলে খবর ছড়ায়
- পাথরঘাটার র‍্যাশন ডিলারের বাড়ির সামনে কৌতূহলী মানুষের ভিড়

ইডি'র তদন্তকারী দল শিলিগুড়িতে এসেছে বলে শনিবার সকাল থেকেই গ্রামের পাশাপাশি শহরেও খবর ছড়িয়ে যায়। অনেকে ধরেই নেন যে, ইডি শিলিগুড়িতে আসা মানেই পাথরঘাটার র‍্যাশন মাফিয়ার বাড়িতে হানা দেবে। কেননা একই বাড়িতে দুজন র‍্যাশন ডিলার এবং একজন ডিস্ট্রিবিউটার রয়েছেন। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একই বাড়িতে কীভাবে তিনজনকে র‍্যাশন ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ইডি'র তদন্তকারী দল আসার খবরে মাটিগাড়ার বিভিন্ন এলাকার কৌতূহলী মানুষ এদিন ওই বাড়ির সামনে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও এলাকায় যান। কিন্তু দিনভর অপেক্ষা করেও কোনও তদন্তকারী সংস্থার দেখা মেলেনি।

অন্যদিকে এদিন সকাল থেকেই ওই র‍্যাশন ব্যবসায়ীকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি। তাঁর ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইডি আসার খবর পেয়ে তিনি সকালেই বাড়ি থেকে সরে গিয়েছেন। তাঁর মোবাইল ফোনও সুইচড অফ পাওয়া গিয়েছে। তবে, পরিবারের বাকি সদস্যরা বাড়িতেই রয়েছেন।

চলতি বছরে বাগানের ক্রেশ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু

নাগরাকাটা, ৪ নভেম্বর : চলতি বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে নির্মীয়মাণ ৭১টি ক্রেশ ও ৪২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে শ্রম দপ্তর। শুক্রবার শিলিগুড়ির সার্কিট হাউসে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকও করে গিয়েছেন। সেইসঙ্গে নির্মাণকাজের অগ্রগতি তিনি খতিয়ে দেখেন। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'ডিসেম্বরের মধ্যে ক্রেশ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী। সেগুলো চালু হলে চা শ্রমিকরা ভীষণ উপকৃত হবেন।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানগুলিতে ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৈরি করা হচ্ছে। সব বাগানকেই ধাপে ধাপে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে। প্রকল্পটি শ্রম দপ্তরের হলেও নির্মাণকাজ করছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। ক্রেশগুলি চালানোর দায়িত্ব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানে বাগানের শ্রমিকদের শিশুদের দেখভাল ও যত্নআত্তির কাজটি ওই মহিলারাই করবেন। শিশুদের খাবার সহ ক্রেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও রাজ্য দেবে। মাসে ক্রেশ পিছু ১ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। শ্রম দপ্তরের আওতাধীন পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণকর্মী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বেশিরভাগ ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলোরও কাজ চলছে। নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্র সরকার চা শ্রমিকদের কল্যাণে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলেছিল। কিন্তু ১ নয়া পয়সাও দেয়নি। পুরোটাই মুখ্যমন্ত্রীর কৃতিত্ব।' তিনি জানান, ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হলে বাগানগুলিতে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ১০টি করে শয্যা থাকছে। রাখা হবে অ্যাম্বুল্যান্সও। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সেখানে ডাক্তার, নার্স নিয়োগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে চা শ্রমিকদের মন জয়ে ক্রেশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারের বড় হাতিয়ার হতে চলেছে।

ফুলবাড়ি সীমান্তে বিএসএফের অনুষ্ঠানে স্কুলের পড়ুয়ারা। শনিবার শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

অসুস্থ থাকায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারল না পুলিশ

নিজেই ফিরে এলেন মিরিকের মাংস ব্যবসায়ী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ নভেম্বর : নিখোঁজের কারণ জিইয়ে রেখে নিজেই ফিরে এলেন মিরিকের মাংস ব্যবসায়ী সাগর গুরুং। সাতদিন পর শনিবার সকালে তিনি মাটিগাড়া থানায় যান। সেখান থেকে তাঁকে নকশালবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ওই মাংস ব্যবসায়ী অসুস্থ থাকায় পুলিশ এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের ঝুঁকি নেয়নি। ফলে এই ক'দিন সাগর কোথায় ছিলেন, তা জানা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে মাটিগাড়া থানায় এসে সাগর নিজেকে মিরিকের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ি যেতে চাইছেন বলে পুলিশকে জানান। ব্যবসায়ী নিখোঁজের বিষয়টি জানা থাকায় সাগরকে বসিয়ে রেখে মাটিগাড়া থানা থেকে নকশালবাড়ি থানায় যোগাযোগ করা হয়।

নকশালবাড়ি থানার একটি টিম সাগরকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে সাগরের শারীরিক পরিক্ষা করা হয়। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক নেই বলে চিকিৎসকরা জানান। তাঁকে কোনওরকম চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না বলে পুলিশকে জানিয়ে দেন চিকিৎসকরা। শারীরিক পরীক্ষা সেরেই হাসপাতাল থেকে নকশালবাড়ি থানায় আনা হয় সাগরকে। সাগরের স্ত্রী বিবিতা রাই তাঁকে খাবার দিতে গেলে পুলিশ আটকে দেয়। তবে থানায় সাগরকে ইনসুলিন দেন তাঁর স্ত্রী।

ঘণ্টাখানেক থানায় বসিয়ে রেখে মিরিক থানায় সাগরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে নকশালবাড়িতে সাগরকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর আত্মীয়রা। সাগরের ভাগ্নি রোজি শেরপা বলেন, মামার সঙ্গে কী হয়েছিল আমরা কিছুই বলতে পারছি না। কারণ মামার জামাকাপড় ছেঁড়া রয়েছে। কথা বলতে পারছেন না। সুস্থ হয়ে উঠলেই সব রহস্য জানা যাবে।

এদিকে নকশালবাড়ি তোতারামজোতের মাংস ব্যবসায়ী মহম্মদ রেশভকেও পুলিশ থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল। রেশভের দাবি, আমার পাওনা টাকা যাতে না দিতে হয় সেজন্যই সাগর এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। এমনটা না হলে সে কীভাবে সাতদিন পরে নিজে নিজে মাটিগাড়া থানায় গেল।

তবে এদিনও নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের রাস্তায় সাগরের গাড়িটি সরানো হয়নি। মিরিক থানার ওসি মনতোষ সরকার বলেন, আমরা সাগরকে এদিন তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছি। শারীরিক দুর্বলতা থাকায় আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারিনি। তবে শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক হলেই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করব। নকশালবাড়িতে সাগরের গাড়িটি আমাদের হেপাজতে রাখব। দ্রুত সেটা নিয়ে আসা হবে।

গত ২৯ অক্টোবর রবিবার প্রায় তিন লক্ষ টাকা নিয়ে তোতারামজোতের মাংস ব্যবসায়ী রেশভের কাছে মাংস কিনতে এসেছিলেন সাগর। কিন্তু নকশালবাড়ি থানার কাছ থেকেই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। গ্রামীণ হাসপাতালের পাশের রাস্তা থেকে উদ্ধার হয় সাগরের নতুন গাড়ি। গাড়ি লক থাকলেও তার ভিতরে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সামগ্রী ছিল। তবে টাকার ব্যাগের কোনও খোঁজ মেলেনি।

বনদুর্গার পুজো বৈকুণ্ঠপুরে, আজ শোভাযাত্রা

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বিসর্জনের পর দেবী তাঁর সন্তানদের নিয়ে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে তিস্তার ধারে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় মন্দিরে বিশ্রাম নেন। এমনটাই বিশ্বাস করেন রংধামালি, বোদাগঞ্জ, বারোপাটিয়া-নতুন বস, জয়পুর এবং রায়পুর চা বাগান এলাকার জনপদের বাসিন্দারা। সেজন্য এলাকার মানুষ বনদুর্গা রূপে দেবীর পুজো করেন। শনিবার ঘট বিসর্জন হওয়ার পর গ্রামের মহিলারা দেবীকে সিঁদুর পরিয়ে গিয়েছেন। বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার মানুষকে বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। স্থানীয় মাধব রায় বললেন, 'দেবীর কৃপায় বুনো হাতির পাল এখনও তিস্তা পাড়ে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঢুকতে পারেনি।'

মন্দির চত্বরেই শাঁখা বিক্রি করেন রমানন্দ বিশ্বাস। দুই দশকের বেশি সময় তিনি এখানে বনদুর্গার পুজোতে আসেন। মন্দিরের বারান্দায় রাত কাটান। তিনি জানালেন, বনদুর্গা খুবই জাগ্রত। দেবীর কাছে মানত করলে, ফল মিলবেই।

ঘটে বিসর্জন দেওয়া বনদুর্গার মূর্তি নিয়ে রবিবার সকালে শোভাযাত্রা বের হবে। বনদুর্গার মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হবে তিস্তা নদীতে।

সোনাদাকে ব্লক করার আশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সোনাদাকে ব্লক হিসাবে তৈরি করার দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবিতে স্থানীয় একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে বহুবার রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। এবার সোনাদায় দাঁড়িয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বললেন, 'সোনাদাকে আলাদা ব্লক করা হবে। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আমরা প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

জখম

চোপড়া, ৪ নভেম্বর : চোপড়ার কালাগছ পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় শনিবার চারচাকার ছোট গাড়ির সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে বাইক আরোহী গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ির চালক পলাতক।

মহিলাকে নির্যাতন পাবে, গ্রেপ্তার দুই কর্মী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় আবার খবরের শিরোনামে মাটিগাড়ার একটি পাব। মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের ওই পাবটি আগেও একাধিক অনিয়মের ঘটনায় শিরোনামে উঠে এসেছিল। নিয়মের তোয়াক্কা না করে গভীর রাত পর্যন্ত পাব খোলা রাখার অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে শুক্রবার রাতের ঘটনায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ পাবের ম্যানেজার অশোর রাই ও কর্মী শংকর রায় নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (পশ্চিম) সুভেন্দ্র কুমার বলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের পরেও পাব খোলা রাখার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। পাব থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিয়ম অমান্য করে পাব খোলা রাখায় পাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।' তবে মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে তাঁর দাবি।

নিয়ম না মেনে প্রায় ভোর পর্যন্ত পাব খুলে রাখার পাশাপাশি সেখানে পার্টি চলাকালীন মারপিটের অভিযোগও উঠেছে। শুক্রবারও রাত একটা পর্যন্ত

> পাব থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিয়ম অমান্য করে পাব খোলা রাখায় পাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে।
>
> – সুভেন্দ্র কুমার
> *এসিপি (পশ্চিম)*

ওই পাবে পার্টি চলছিল বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, সেই সময় ওই মহিলা খাবার ও পানীয়র মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যা নিয়ে পাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওই মহিলার বিবাদ শুরু হয়ে যায়।

অভিযোগ, বিবাদ চলাকালীন ওই মহিলার ওপর পাবের কয়েকজন কর্মী চড়াও হয়। এরপরই গোটা বিষয়টি নিয়ে পাব থেকেই ওই মহিলা মাটিগাড়া থানায় খবর দেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ওই মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অশোক ও শংকরকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়িতে আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্তের জন্য পুলিশ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পাশাপাশি পাবের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগেও মাটিগাড়ার ওই শপিং মলে রাতে সঙ্গী বাছাই নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জও করতে হয়েছিল। বিহার থেকে পাবে আসা কয়েকজন ব্যক্তি মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। মলে সাতটি বার ও পাব রয়েছে, এর মধ্যে বেশ কয়েকটি নিয়ম মানে না বলে অভিযোগ। পাবগুলি যাতে নিয়মের বাইরে খোলা না থাকে সেজন্য পুলিশের তরফে নজরদারি চালানো হবে বলে খবর।

টাকা নেই, প্রশিক্ষণ বন্ধ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সরকারি ফান্ডের টাকা না আসায় বন্ধ হয়ে গেল বিহান-এর প্রশিক্ষণ। প্রাকপ্রাথমিকের পড়ুয়াদের কীভাবে পড়াতে হবে, সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রাথমিক স্কুল থেকে দুজন করে শিক্ষককে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ৬ নভেম্বর অর্থাৎ সোমবার থেকে শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলায় এই প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার কথা। এই প্রশিক্ষণের জন্য সার্কেলের সব প্রাথমিক স্কুল থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় সরকারি ফান্ড না আসায় প্রশিক্ষণটি স্থগিত করা হয়েছে বলে ডিআই (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার জানিয়েছেন। কবে থেকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, সেব্যাপারেও কিছু বলতে পারছেন না বলে তিনি জানান।

শিক্ষার শুরুতেই হোঁচট খাচ্ছে পড়ুয়ারা। এমনটাই বুঝতে পেরেছে প্রশাসন। আনন্দ দিয়ে, খেলাচ্ছলে যাতে প্রাকপ্রাথমিকের পড়ুয়াদের শিক্ষাদান করা যায়, সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা বা টিচার ইনচার্জ এবং একজন সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিহান নামক এই কর্মসূচির প্রশিক্ষণ শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেওয়ার জন্য পুজোর আগে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল। শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার সাতটি সার্কেল থেকেই কয়েকজনকে শিক্ষা দপ্তরের তরফে অনলাইনে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিহান কর্মসূচি

তাঁরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর বাকি স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল। সেই কর্মসূচিই শুরু হওয়ার কথা ছিল ৬ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে এখন পুরোটাই স্থগিত রয়েছে। বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ নমিতা রায় বলেন, '৬ ও ৯ নভেম্বর আমাদের প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা এসআই অফিস থেকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু আজকে মেসেজ পেয়েছি, এই প্রশিক্ষণ আপাতত স্থগিত রয়েছে।' একই কথা তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় (প্রাথমিক)-এর টিচার ইনচার্জ বাসুদেব ঘোষেরও।

প্রাকপ্রাথমিকের পড়ুয়াদের উন্নতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণ স্থগিত হতেই সরকারের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। এই প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাথাপিছু প্রতিদিন দুশো টাকা করে খরচ হওয়ার কথা। দু'দিন এই প্রশিক্ষণের কথা ছিল। শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় বলেন, 'বিহানের প্রশিক্ষণ হওয়ার ব্যাপারে আমি শুনেছি। কিন্তু তা কেন স্থগিত করা হয়েছে সেব্যাপারে কোনও খবর আমার কাছে নেই।'

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র (এসএসকে) শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ছিল। ডিআই জানিয়েছেন, সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে ফান্ড না আসায় কর্মসূচি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। কবে ফান্ড আসবে সেই তথ্য অবশ্য দিতে পারেননি তিনি।

শুধু ঘোলা জল ভরসা বাড়িভাসায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : বাড়িতে ঠিকই আসছে জল। তবে সেই জল দেখে রোগে ভোগার আশঙ্কায় বাসিন্দারা। আশঙ্কায় পড়বেনই বা না কেন? যে জল আসছে, তা একেবারেই ঘোলা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, একেবারে অব্যবহারযোগ্য। একদিন বা দু'দিন নয়, তিন মাস ধরে এরকমই পরিস্থিতি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাড়িভাসা এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে অনেকে বাধ্য হয়ে ফিল্টার ব্যবহার করে সেই জল খাওয়ার চেষ্টা করছেন, অনেকে আবার জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ বর্মনের ক্ষোভ, 'বাড়ির কল তো বটেই, স্ট্যান্ডপোস্টের জলের অবস্থাও একই রকম। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? দিনের পর দিন ঘোলা জল এলেও কেন এব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না?'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'বাড়িভাসার বাসিন্দারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। আমি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

বাড়িভাসা এলাকায় প্রায় হাজারেরও বেশি মানুষের বসবাস। শনিবার নিজের বাড়িতে বালতিতে জল ভরছিলেন মনীষা বর্মন। ঘোলাটে জল দেখিয়ে বললেন, 'এই জল কি খাওয়া যায়? আপনারাই বলুন। তাও বাধ্য হয়ে কিছুদিন খেয়েছিলাম। পেটের সমস্যা হওয়ায় বাড়ির কাজের জন্য এই জল ব্যবহার করছি।' জল এতটাই ঘোলাটে যে অনেক সময় ফিল্টারেও কাজ হচ্ছে না বলে জানালেন বিনোদ রায়।

পিএইচই-র এই ঘোলা জলে বিরক্ত ডাবগ্রাম-২ গ্রামপঞ্চায়েতের বাসিন্দারা।

তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের। ফিল্টারেও যেদিন ঘোলাটে ভাব যাচ্ছে না, সেদিন জল কিনে খাওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না।' কিন্তু কতদিন এই জল কিনে খাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল মীনতা হালদারের সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, 'সময়ের সঙ্গে জল আরও ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। তিন মাস ধরে আমরা এই সমস্যার মধ্যে রয়েছি। রোজ তো জল কিনেও খাওয়া যেতে পারে, তাই মাঝেমধ্যে এই জলই খেয়ে নিচ্ছি, কারণ স্ট্যান্ডপোস্টেও একই জল আসছে।'

স্থানীয়দের দাবি, 'জল কেন ঘোলাটে আসছে, প্রশাসনের সেটা দেখা উচিত। প্রয়োজনীয় সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। নইলে যে কোনও সময় এলাকায় রোগভোগ ছড়িয়ে পড়বে।

রংদার রোববার

এক রবিবার ছিল অষ্টমী। তার পরের শনিবার লক্ষ্মীপুজো। কয়েকদিন পর রবিবার কালীপুজো। আর লক্ষ্মীপুজো ও কালীপুজোর মাঝের রবিবার? কিছু নেই। কোনও উৎসব নেই। সেই রবিবার যেন যতিচিহ্নের কথা বলে। অলংকারহীন। কিন্তু বাধ্যতামূলক উপস্থিতি। সেই রবিবারকে দেখে মনে হয় বাংলা ব্যাকরণে 'কমা'র কথা। এবারের প্রচ্ছদে সেই কমা, সেই যতিচিহ্নের কথা। তাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা।

কমা

এলিয়ে থাকাও ঐতিহ্যের অংশ

অমিতাভ মালাকার

ছেলেবেলায় দেখেছি বাড়ির মহিলারা দুপুরে একটু জিরোচ্ছেন। সবসময় 'গল্প হলেও সত্যি' ছবির তিন বৌয়ের মতো ঘুমিয়ে, চোখ ফুলিয়ে, চায়ের কাপ হাতে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে হত, তা নয়। তবে ছাদে বারান্দায় রোদে আচার দেওয়ার পাশটিতে পা মেলে বসে চুল শুকানো থেকে উলটোরথ, নবকল্লোল অবধি সবই চলত পানের বাটা নাড়াচাড়ার ফাঁকে। দিনের কাজ শেষ। বাড়ির পুরুষরা ফিরবেন সেই সন্ধের আগটিতে। তার আগে একটু উল বোনা, একটু ওই বাড়ির মেয়ে, সেই বাড়ির নতুন জামাইকে নিয়ে আলোচনা, অমুকের হাতের ডালের বড়ি কেমন টিকোলো পানা সেই গল্পের আসর। সন্ধেয় ফের সংসারের জোয়াল কাঁধে তোলার আগে একটু দম ফেলার অবসর। নির্দিষ্ট সময়ে সব বাড়ি থেকে কয়লার ধোঁয়া, শান বাঁধানো মেঝেয় কেটলি নামানো, প্লেটে কাপে চিনেমাটির মৃদু জলতরঙ্গ, ছেলেদের চেঁচিয়ে মোগল বাদশার রাস্তা বানানো, কূপ খনন এবং আইন-ই-আকবরির উপকারিতা মুখস্থ করার কানে তালা ধরানো কম্পিটিশন জানান দিত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সকলে আবার। দু'-একটি সদ্য শাড়ি পরতে শেখা, বেণি-বাঁধা মেয়ে রাস্তার নিভন্ত হলদে আলোর মায়াময় বৃত্ত ছেড়ে দ্রুতপদে বাড়ি ফিরত। এখনও ফেরে কি তারা, তেমনি?...হাতে কোঁচকানো খামে গোলাপি কাগজে লেখা চিঠির শেষ লাইন 'হৃদয়ে লিখো নাম...'

দুর্গাপুজো কেটেছে। মুড়ির টিন ঘাঁটলে কয়েকটা কদমা, চিনির মঠ, তিলের নাড়ু এখনও পাওয়া যাবে বাড়ির লোভী ছেলেটার নজর এড়িয়ে। সেগুলো অনেক তলায় কোথাও ধূপের গন্ধ মেখে শুয়ে ছিল চুপচাপ অন্য এক সময়ের আশ্লেষ জড়িয়ে। কালীপুজো অবধি বাঙালির তেমনি অবসর। নিস্তরঙ্গ দুপুর। শহরের বাইরে ভোরের ঘাসে ওই খাম আঁকড়ে স্বপ্ন দেখা কিশোরীর মনে বিন্দু বিন্দু কীসের যেন আবেশের মতোই দু'চার ফোঁটা শিশির। দিগন্তজুড়ে পাতলা কুয়াশার চাদর। আলো ফুটতে চাষিবৌ মাঠে গোবর কুড়োতে যায় গায়ে মাথায় বেশ করে আঁচল পেঁচিয়ে, পাশে তার আষ্টেপৃষ্ঠে দোলাই জড়ানো খোকা জানে আজ শহরের পুজোয় ঢাক বাজানো সেরে বাপ ফিরবে নতুন জামা নিয়ে। পরেরবার তাকেও নিয়ে যাবে বলেছে। মাথার ওপর একটানা নাম না জানা পাখির উড়াল দক্ষিণমুখো। তারা চলে গেলে আকাশের বিষণ্ণতা গাঢ়তর হয়।

স্কুল ছুটি, তাই এই সময়টা দাদুর বাড়িতেই কাটত। বাবা ফিরেছে কর্মক্ষেত্রে। দুপুরগুলো তাই পুজোবার্ষিকী আর ক্যাপ ফাটানোর পিস্তলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। যদিও কেন জানি না, পাড়ার মণ্ডপে ছোটাছুটির কালে যে উত্তেজনা, তা ফিরে আসত না কিছুতেই। এমনকি অত সাধের না-খোলা ক্যাপের প্যাকেটও খানিকটা অযত্নেই গড়াগড়ি খেত বইয়ের তাকে জীবনবিজ্ঞান আর জ্যামিতি বক্সের ফাঁকে। আমার ক্লাস এইট। হাওড়া থেকে ঠাকুমাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে চললাম রাঁচি। মোরাম বিছানো স্টেশনে নামলাম লাফিয়ে। পিশেমশাই ঠাকুমাকে বুঝিয়েছিলেন 'বিদেশযাত্রায়' সঙ্গে একটা 'পুরুষমানুষ' থাকতে হয়। হাফপ্যান্ট পরা পুরুষটির বগলে 'পক্ষীরাজ', পাতার কোণে আগের রাতে লুচি আলুর দমের হলুদ ছোপ, তাতে দূরবিন চোখে কর্নেলের ইতিউতি অজানা পাখির সন্ধান ছাড়াও গা ছমছমে রহস্যের হাতছানি। মনে আছে, স্টেশনের বাইরে টাঙায় মালপত্র তোলা হচ্ছে, চায়ের দোকান থেকে ওই সাতসকালেই ভেসে আসছে 'চম্পা চামেলি গোলাপেরই বাগে', বাতাসে অজানা মশলায় ঝাল 'আলুদ্দম' আর কচুরির গন্ধ। কিছুদিন নির্ঝঞ্ঝাট আরামে থাকার আহ্বান।

সময়ের বদল ফুর্তির ধারণা পুরোপুরি পালটে দিয়ে গেলেও দুর্গাপুজোর পর ফের কালীপুজোয় মেতে ওঠার আগে একটু শ্রান্তি বাঙালিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একটানা উৎসবের মরশুমে আমোদগেঁড়ে হিসেবে সুনামটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে মরিয়া বাবুদের এই সময়ে শহর ছেড়ে বাগানবাড়িতে দু'-একটি বাছা বাছা বাই এবং মোসাহেব নিয়ে চলে যাওয়াই ছিল দস্তুর। পশ্চিমের জল হাওয়ায় শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ধকল সারানোর রেওয়াজটি এখনও কিছু পরিবারে বলবৎ আছে।

এরপর দশের পাতায়

যে জন আছে মাঝখানে

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমাদের ক্লাস ইলেভেনে ফিজিক্সে বেস্ট ছিল পুষ্পেন। সেজন্য ফিজিক্সের টিচার ব্রতীনবাবু ওকে খুব ভালোবাসতেন। উনি আবার ছিলেন আগমার্কা বামপন্থী। প্রাথমিকে ইংরেজি উঠিয়ে দিয়ে বাম সরকার তখন সব কিছুর বঙ্গীকরণ শুরু করেছে। 'দত্ত পাল চৌধুরী'-এর ইংরেজির বদলে 'অজয় চক্রবর্তী, নীলিমা চক্রবর্তী'-এর ফিজিক্সের বাংলা বই বাজারে চলে এসেছে। সেটাকে পবিত্র বেদ-এর মতো বুকে জড়িয়ে ক্লাস করতে ঢুকতেন ব্রতীনবাবু। গতিবিদ্যা পড়ানো শেষ করে, একদিন ক্লাসে ঢুকে উনি ফতোয়া দিলেন, আমি একটা অঙ্ক বলছি বাবুরা, তোমরা টোকো আর কষো। দেখি তোমাদের ফিজিক্সের গতি কেমন! এরপর উনি বলতে শুরু করলেন, একটি গাড়ি প্রথম তেরো মিনিট ঘণ্টায় সতেরো কিমি বেগে ছুটিয়া, অর্ধবিরাম, পরের কুড়ি মিনিট ঘণ্টায় তেইশ কিমি বেগে চলিয়া থামিল, পূর্ণ বিরাম। গাড়িটি তেত্রিশ মিনিটে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করিলো?

সবাই প্রাণপণে অঙ্ক কষা শুরু করল। শুধু পুষ্পেন নির্বিকার। সে অপলক চেয়ে আছে খোলা জানলার পানে। আমরা ফিজিক্সের ফেলটুসরা পর্যন্ত খাতা জমা দিয়ে দিলাম। পুষ্পেন তবু পূর্ববৎ! অবাক ও অধৈর্য ব্রতীনস্যর চেঁচিয়ে উঠলেন, তোর কী হল রে? পুষ্পেন যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল, অঙ্ক তো স্যর হাতের মুঠোয়! কিন্তু ওই অর্ধবিরাম আর পূর্ণবিরামটা তো ফর্মুলায় নেই! এই অঙ্ক অ্যাবসার্ড! ব্রতীনবাবু এবার অমরিশ পুরীর মতো অট্টহেসে বললেন, 'ওরে, ওগুলো মান বা রাশি নয়, ওগুলো যতিচিহ্ন! ওই পূর্ণবিরাম আর অর্ধবিরাম হল যথাক্রমে দাড়ি ও কমা! দাড়ি মানে সব শেষ, কিন্তু শুরু আর শেষের মাঝে কমা, যে জন আছে মাঝখানে!' নাছোড় পুষ্পেন এবার দরাজ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু স্যর, ফিজিক্সের সঙ্গে কমার কী সম্পর্ক? আপাত ক্রুদ্ধ ব্রতীনবাবু বললেন, 'শুধু ফিজিক্স কেন, কমা সর্বত্র। মানুষের জীবনটাই তো কমা! জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে একটা সাময়িক বিরতি। অর্থাৎ, অর্ধবিরাম!'

কমা নিয়ে বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন, সবই হল! তাহলে আর ইতিহাসই বা বাদ যায় কেন! আমাদের হঠাৎ মনে পড়ল দোলনের কথা। সে যে কোন বিষয় নিয়ে পড়ে, সায়েন্স না আর্টস, সেসব কেউ জানে না। তবে সে যে আমাদের স্কুলেই পড়ে, সেটা নিশ্চিত। কারণ স্কুলের কোনও খেলাধুলো থাকলেই তাকে মাঠে দেখা যায়, গেমটিচারের অ্যাডভাইজারের ভূমিকায়। দোলনকে কেউ 'দাদা' বলে ডাকত না। দোলনও কাউকে 'দাদা' বলে ডাকত না। দোলন নিজেই বলত, আমি হলাম দাদা আর ভাইয়ের মাঝখানে! কমা! দোলন 'অলটাইম অ্যাভেলেবল' ছিল আমাদের স্কুলের পাশে মনার দোকানে। দোলন ওই ঠেকের নাম দিয়েছিল 'ছোটদের কফিহাউস'। কারণ ওই দোকানের মেনু ছিল বাপুজি কেক, প্রজাপতি বিস্কুট আর দুধে গোলা বর্নভিটা। তো একদিন স্কুলছুটির পরে আমরা দোলনকে গিয়ে ধরলাম, গুরু, কমার ইতিহাসটা ফাঁস করো তো!

দোলন উবাচ, সে কী আর আজকের কথা! খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দুনিয়ার সেরা পণ্ডিত ছিলেন গ্রিসে। তার নামটা ভারী অদ্ভুত, 'অ্যারিস্টোফেন্স অফ বাইজানটিয়াম'! পদ্য লিখতে গিয়ে তিনি একদিন অচানক যতিচিহ্ন আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তিনি একটি করে চরণ লিখছেন আর থামছেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল, থামা বোঝাতে একটা দাগ কেটে দিলেই হয়! এই দাগটাই 'দাড়ি'। ব্যস, এরপর তাঁর প্রত্যাশা গেল বেড়ে। তিনি ভাবলেন, তাহলে তো একটা পংক্তির মাঝখানেও থামা যায়, একটু চলা, একটু থামা, আবার চলা! এটা বোঝাতে শিল্পী মনের অ্যারিস্টোফেন্স একটা পুষ্পকেশর এঁকে দিলেন। এই কেশরেই ফুটে উঠল কমা!

দোলনের এই 'কমা ও কাহিনী' আমার কিশোরমনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আর তার পরদিনই স্কুলে কমা নিয়ে একটা কাকতালীয় ঘটনা ঘটল। আমাদের বাংলার টিচার ছিলেন কমলাকান্তবাবু, কাঠ বাঙাল। আমি লাস্ট বেঞ্চে বসতাম এবং পড়া পারতাম না। কিন্তু আমিই ছিলাম ওঁর সফট টার্গেট! সেদিনও উনি আমাকে 'ব্যাজস্তুতি' জিজ্ঞেস করেছেন। আমি ব্যাকরণের কী বুঝি! যথারীতি ধেরিয়েছি। উনি হুকুম দিলেন, যা, কমা হ'গে যা! এই কমা হল একটা শাস্তির নাম। ক্লাসরুমের চৌকাঠের বাইরে এক পা আর ভিতরে এক পা দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে! অর্থাৎ কি না, ঘরে বাইরের মাঝখানে! এই কমার অভিশপ্ত দিকটা হল, ক্লাসঘরেও থাকতে হল, আবার বাইরের সবাইও শাস্তির কথা জেনে গেল!

সেদিন কমা দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার পরেই আমার দোলনের কথা মনে পড়েছিল। ওর কমা কাহিনী যাচাই করার জন্য আমি ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার সময় কমলাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যর, এই কমা কেসটা কী? কমলাবাবু কহিলেন, 'কমা আইসে গ্রিক শব্দ কোপ্টেন থাইক্যা। হ্যার মানে হইল কাটন দেওন। একটা লাইনরে দুই টুকরা কইরা দাও। কিন্তু বুঝলা, পাংচুয়েশন বানাইছিল ইতালির পণ্ডিত অ্যালডাস মানুতিয়াস, ফিফটিন্থ স্যাঞ্চুরিতে। লেনি ট্রাস নামে এক সাহেবের লেখা 'ইটস শ্যুটস অ্যান্ড লিভস' বইটা পইড়লে সব জানবা। আর শুনো, ইংরেজিতে যতিচিহ্ন চৌদ্দটা। আর আমাগো বাংলায় বিশটা!'

এরপর থেকে কমা নিয়া কাড়াকাড়ি পড়ে গেল আমাদের স্কুলে। একদিন 'ইউরেকা ইউরেকা' বলতে বলতে স্কুলে ঢুকল অঙ্কে একশো'য় একশো পাওয়া অনুব্রত। আমি বললাম, কী হল রে, আর্কিমিডিস হয়ে গেলি নাকি? অনুব্রত বলল, ইয়েস, আর্কিমিডিস। উনিই আবিষ্কার করেছিলেন যে, অঙ্কেও একটা কমা আছে। যার ভালো নাম 'ইন্টারভ্যাল'! এই ফান্ডাটা নাকি দিয়েছে অনুব্রতর দাদা, যে নিজেও অঙ্কের জাঁদরেল ছাত্র। সে নাকি অঙ্ক সাহিত্যের বিখ্যাত বই জেফ্রি স্কোয়ারৎজ এবং শ্যারন বেগলের লেখা 'দি মাইন্ড অ্যান্ড দি ব্রেন' খুলে দেখিয়েছে যে, দুটি আসল রাশির মাঝখানের যে মানব্যবস্থা, সেটাই হল ইন্টারভ্যাল, বা 'গাণিতিক কমা'! এই কমার শুরুতে এবং শেষে রয়েছে ঋণাত্মক বা ধনাত্মক ইনফিনিটি। কমা, সীমার মাঝে অসীম তুমি!

ফিজিক্স ফিলজফি হিস্ট্রি ম্যাথ আর লিটারেচারের এই কমাকে নিয়ে কামড়াকামড়ির হাত থেকে রেহাই পেতেই আমি কলেজে জীবন

এরপর দশের পাতায়

ভিতরের আর কী কী রং

বিশেষ আকর্ষণ

কবি দম্পতির কবিতা : জয় গোস্বামী ও কাবেরী গোস্বামী

গল্প

শুভ্র মৈত্র ও অতনু মজুমদার

এলোমেলো গদ্য, উত্তরের ভাবনা

অরিন্দম ঘোষ ও সাহানুর হক

কবিতা

সিদ্ধার্থ সিংহ, চৈতালি ধরিত্রীকন্যা, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাশ্রী মিত্র ও আফতাব হোসেন

একটি অতলান্তিক পরিসর

শুভময় সরকার

সে বহুকাল আগের এক শীতকালীন সাঁঝবেলার কথা। চারপাশে এত হাইরাইজ আর বহুজাগতিক বৈভবের সময় নয়, তবে অনুভব করা যাচ্ছিল এক ঝড় আসছে, ভুবনায়নের ঝড়। চারপাশের 'দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি'-র এক সুস্পষ্ট আওয়াজ। নির্জন মহানন্দা ব্রিজের ওপর টলমল পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যেত মাঝরাতে, বইমেলাগুলোয় তখনও অনিয়ন্ত্রিত ধুলোর মাঝেই কবি-লেখকদের পংক্তিতে বিপ্লবের স্বপ্ন।

তো তেমনই এক বইমেলায় শহর শিলিগুড়িতে একটি পত্রিকার নাম কানে এল, শুনেই বেশ অন্যরকম অনুভূতি, পত্রিকার নাম 'সেমিকোলন'...! পাংচুয়েশনে আমি বরাবরই কাঁচা, অঙ্কে যেমন। এই প্রসঙ্গ মনে পড়ে স্কুলবেলার বাংলা-স্যারের সেই অমোঘ কথাগুলো – বাক্য পড়ার সময় বা লেখার সময় যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানেই কমা ব্যবহৃত হয়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া সবগুলোর পরই কমা বসবে।

এরপর বিস্তর সময় কেটে গেছে, বদলে গেছে চারপাশ, সতেরো থেকে সাত-পাঁচের অ্যান্টেনার দিন কাটিয়ে কেবল টিভি থেকে ইন্টারনেট, অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল সময়ে এসেও থামিনি আমরা, শুধু 'কমা' দিয়ে সাময়িক বিরতি নিয়েছি মাত্র। অধুনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাট জিপিটিতে আমরা হাঁটছি আর সমানে আওড়ে যাচ্ছি – 'দ্যাখো আমি বাড়ছি মাম্মি', শুধু এই বেড়ে ওঠার যে পথ, তার প্রতিটি বাঁকেই সাময়িক বিরতির এক অনিবার্য স্পেস, অর্থাৎ 'কমা' কিন্তু জীবন সেই স্বল্প বিরামের পর ফের এগিয়ে চলে। 'অক্ষরে বদ্ধ জীবন' বাক্যবন্ধটি আমার জীবনে ভীষণরকমের সত্যি, কারণ ওই লেখালেখির জন্য সামান্য যা পরিচিতি, তাতে অক্ষরকর্মী হিসেবে 'কমা', 'দাড়ি', 'সেমিকোলন' নিয়েই আমার নিত্য ভাবনা। তবে জীবন তো বহুস্তরীয়, তার নানান তল, রয়েছে প্রাত্যহিকতার সঙ্গে অনুভূতির মেলবন্ধনের নিরন্তর সুযোগ আর ঠিক সেখানেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে দর্শন।

সদ্য পেরিয়ে এলাম উৎসবমুখর এক সময়। পার্বণপ্রিয় বঙ্গজীবনে নিত্য উৎসব। এটা শেষ হল তো ওটার শুরু। অর্থাৎ মেতে ওঠার সুযোগটুকু চাই, বাকিটুকু আমরা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিই আমাদের মতো করে, কখনও 'কমা'-এ, কখনও বা 'সেমিকোলন'-এ। সমাপ্তি বা 'দ্য এন্ড'-এ আমরা নৈব নৈব চ...! আমি ইংরেজির ছাত্র তাই বাংলাতেও ইংরেজির মতো পাংচুয়েশন শব্দটা চালিয়ে গেছি দিব্যি, তবে পাংচুয়েশনের আভিধানিক অর্থ যে 'বিরামচিহ্ন' তা জেনেই। তো ওই বঙ্গজীবনের পার্বণপ্রিয়তার যে কথা হচ্ছিল সেখানেই ফেরা যাক বরং।

সত্যি বলতে কী, আমোদগেড়ে এই বঙ্গজীবনে উৎসবের সিজনাল সময়ের শুরু আগে হত বিশ্বকর্মা দিয়ে, তারপর একে একে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী হয়ে সেই শীতের শেষে সরস্বতীপুজো দিয়ে বেশ কিছুদিন টানা বিরতি, মাঝে কেবল বড়দিন ঢুকে যেত, তবে আজকের মতো এতটা প্রাবল্য নিয়ে নয়। কিন্তু অধুনা সেই উৎসবের মরশুমে নতুন সংযোজন গণেশপুজো, মহারাষ্ট্রে যা গণপতি উৎসব, তা এখন আমাদেরও। হ্যাঁ, অসুবিধে নেই কিছু, গণেশ তো আমাদেরও, পাশে কলাবৌ নিয়ে তবে ওই মহারাষ্ট্রীয় 'গণপতি'-র সঙ্গে আমাদের 'গণেশ'-এর কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়ে যায় বৈকি...! এখানেই এক ছোট্ট বিরতি, অর্থাৎ 'গণপতি' এবং আমাদের 'গণেশ'-এর মাঝে একটা 'কমা' জরুরি, নইলে যে মিলেমিশে যায় সবকিছু।

এই যে এক উৎসব থেকে অপর উৎসবের মাঝে ছোট্ট 'কমা', তা কিন্তু বিরাম, কিছুটা রিলিফ, সামান্য স্পেস আর এই স্পেসটুকু না থাকলে জীবনটা যে ষোলোআনাই মিছা।

বেঁচে থাকার অর্থ তো নিছক জীবনধারণ নয়, বেঁচে থাকার অর্থ এর বাইরেও আরও কিছু। আসলে সে কী পেতে চায় এবং কী পেয়েছে, এ নিয়েই তার নিরন্তর চিন্তাভাবনা। এই ভাবনাকে আশ্রয় করেই তো মানুষ ব্যতিক্রমী।

এরপর দশের পাতায়

ঘাটের মেয়ে

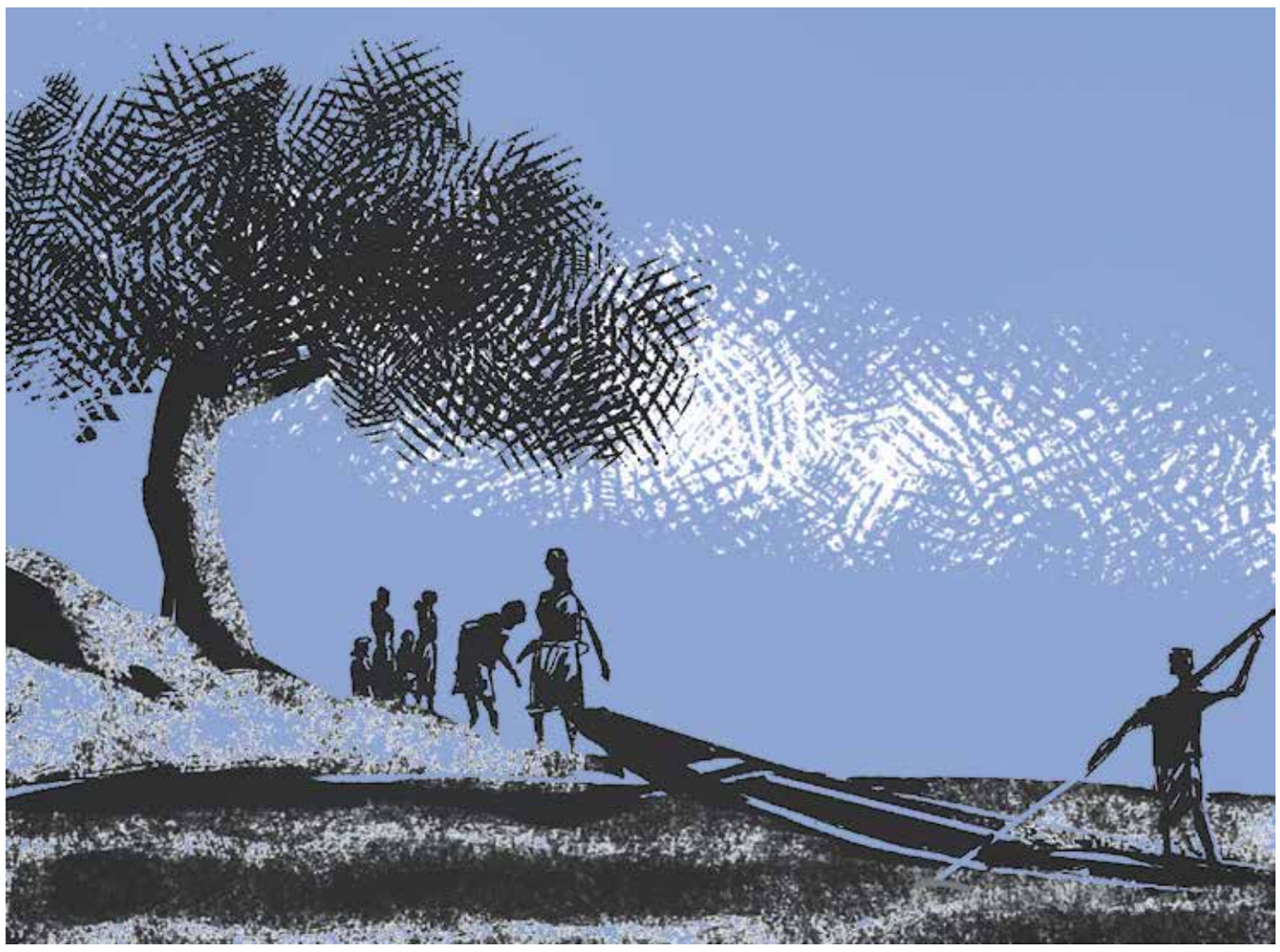

শুভ্র মৈত্র

আঁকা : অভি

এত্তো হুড়াহুড়ি করিস না, নৌকা হিলছ্যে', মায়ের ধমক শুনেও ফুলকি'র কোনও ভাবান্তর হয় না। আসলে নৌকায় উঠে আর মায়ের কথা মনে থাকে না। ওদের অন্ধকার ঘরটাই ভুলে যায়। এখন শুধু নদী দ্যাখে ফুলকি। নৌকা নড়ে গেলেও তো সেই নদীই, ওতে আর ভয় কীসের! ইস্কুল যাওয়াটা এখন খুব মজার হয়েছে।

ওরা মানে ফুলকি আর ওর বন্ধুরা, টিনা–গোলাপ–রীতা এখন নৌকা করে নদী পার হয়। সাতসকালে ইস্কুলের ফ্রক পরে নৌকায় উঠে বসে মায়েদের সঙ্গে। মায়েরাও টাউন যায় নৌকায়। এই বর্ষার সময়েই তো নদীতে জল বাড়ে, চেনা হাড্ডিসার নদীটা গায়ে গতরে বেড়ে ওঠে। সারা বছরে নদীর উপরে শুয়ে থাকা বাঁশের ব্রিজটা আর থাকে না এই কয়েক মাস। তার বদলে নৌকা। সাইকেল নিয়ে, ছাগল নিয়ে, ইস্কুলের বই, দুধের ক্যান নিয়ে সবাই ওঠে নৌকায়, টাউনে যায়।

ওপারে গিয়েও কিছুক্ষণ মায়েদের সঙ্গেই যেতে হয়। 'কাজের বাড়িতে' যাওয়ার পথে মেয়েদের খানিক এগিয়ে দেয় ফুলকি–টিনার মায়েরা। মাত্র একটা নদীর ফাঁক, তবু

ওরা মানে ফুলকি আর ওর বন্ধুরা, টিনা–গোলাপ–রীতা এখন নৌকা করে নদী পার হয়। সাতসকালে ইস্কুলের ফ্রক পরে নৌকায় উঠে বসে মায়েদের সঙ্গে। মায়েরাও টাউন যায় নৌকায়। এই বর্ষার সময়েই তো নদীতে জল বাড়ে, চেনা হাড্ডিসার নদীটা গায়েগতরে বেড়ে ওঠে।

টাউনে ঢুকলেই সব কেমন শান্ত হয়ে যায়। একটা ভয় চেপে বসে মেয়েদের মনে। নৌকার এত খলবল সব কেমন চুপ করে যায়। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে থাকে ফুলকিরা, যতক্ষণ না ওদের ইস্কুলের টিনের চাল দেখা যায়। মায়েরা অবশ্য আগেই ছেড়ে দিয়েছে ওদের। আগে ছাড়ার সময় পইপই করে বলত, হাত ছাড়ব্যি না, কেউ ডাকলে যাব্যি না...আরও কত কিছু। এখন আর বলে না।

ছোটগল্প

ফুলকি'রা বড় পিচের রাস্তা দিয়ে যায়, মাথা উঁচু করে দ্যাখে বড় বড় দালান। অবাক হয়ে তাকিয়ে দ্যাখে এই সকালে রাস্তায় গাড়ি যায়, সবজি না, ভিতরে শুধু একটা দুটো মানুষ। আর দেখতে পায় বড় বড় মানুষ সব ছোট প্যান্ট পরে হাঁটে।

'অ্যাই ছুঁড়ি, চল না রে!', হাত ধরে টানে রীতা। আসলে ফুলকি'র চোখ আটকে গেছে বড় ইস্কুলবাড়িটার দিকে, পা'ও। লোহার ইয়াব্বড় গেট। কী যেন নাম, ইংরেজিতে লেখা। ওদের ইস্কুলের দশটা বাড়ি ঢুকে যাবে ওই গেট দিয়ে। রোজই দ্যাখে, তবু যেন বিস্ময় ফুরোয় না। ফুলকি দেখেছে বড় বড় গাড়ি এসে থামে ওই গেটটার সামনে। আর মেয়েগুলি, সব সিনেমার মতো, নেমে গটগট করে ঢুকে যায় গেটের ভেতর। তারপর আবার গেটটা বন্ধ হয়ে যায়।

নিজেদের ইস্কুলে এমন একটা গেট থাকলে বেশ হত, ফুলকি'র মনে হয়। সাধন মাস্টার, রীতা দিদিমণিরা তাহলে ওদের পড়া না পারলে মাঠের মধ্যেই কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখত না। টাউনে এমন ইস্কুল আছে ওদের জন্যই। লোকে বলে খিচুড়ি ইস্কুল। ওরা রোজ খিচুড়ি খায়, সবাই একসঙ্গে লাইন দিয়ে। রোড থেকে দেখা যায়। ওরা যারা 'ঘাটের মেয়ে', মানে নদীর ঘাটে বাড়িঘর সবাই একসঙ্গে বসে। কে কতটা বেশি খেতে পারে, কার পাতে আলু পড়ল, এই নিয়ে ঝগড়া করতে করতেই খাওয়া শেষ হয় ওদের। পড়াশোনা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউই, মাস্টাররা না, ওদের বাপ–মা'ও না। ওদের নিয়ে বাপ–মায়ের যেটুকু চিন্তা, তা শুধু ওদের বিয়ে নিয়ে।

সবিদিদির তো বিয়ে হয়েও গেল, আট ক্লাসে উঠেই। সবিদিদি খুব কাঁদছিল, কিন্তু ফুলকিরা মজাই করেছে। তাসা পার্টির সাথে নেচেছে, সবার সঙ্গে সার বেঁধে বসে খেয়েছে, মা বলেছিল, বেগুনি খেয়ে পেট ভরাস না, ফুলকি তাও চেয়ে নিয়েছিল আর একটা। মাছ একটার বেশি খেতে পারেনি। তবে দইয়ের সাথে বোঁদে দিয়েছিল, খুব ভালো লেগেছিল ফুলকির।

মহানন্দার পাড়ে সার সার ওদের ঝুপড়িগুলোর মধ্যে কোনও আড়াল নেই। একবাড়ির ঝগড়া অন্য দরজায় কড়া নাড়ে, এক ঘরের সোহাগের ঘ্রাণ অন্য ঝুপড়িতে ঈর্ষা জাগায়। ছেলেরা কেউ মাছ ধরে, কেউ বা টাউনে দোকানে কাজ করে। কেউ শহরের রাস্তায় ফেরি করে ফল। আর সেই আয়ে সংসার চলে না বলেই বাড়ির বৌরা শহরের বাড়িগুলিতে কাজে লেগে যায়। অধিকাংশই ঘর ঝাড় দেওয়া, বাসন মাজার কাজ। ওর মধ্যেই যারা রান্নার কাজ পায় তারা অন্যদের খানিক অবজ্ঞা করে। গোলাপের মা যেমন, সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দেয়, 'দাদার অফিসের

কারও হাতে কাপড়ের গাঁটরি, কেউ বা ছাগলটাকে কোলে নিয়েছে। এই ঘাটে কারও বাক্স নেই। শিশুরা এখানে বড় হয় তাড়াতাড়ি, ওরা জানে এই নৌকায় করেই যেতে হবে কোনও উঁচু জায়গায়। কয়েকদিনের জন্য, নাকি কয়েকমাস, ভুলে যেতে হবে ঘাটের কথা।

টাইম হয়ে গেল, নৌকা ছাড়বা না?' বাকিরা বুঝে নেয়, ওর মালিকের অফিস যাওয়ার আগেই ওকে রান্না নামাতে হবে, শুনিয়ে দিল। মুখ টিপে হাসেও সবাই, আর ও না থাকলে বলে, 'উঁ যেন নিজেই অফিসের বড়বাবু!'

সকালে যাওয়ার সময়ে মায়েদের সাথে যায় ফুলকিরা, কিন্তু ফেরার সময়ে নিজেরাই। মায়েদের তো এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যেতে হয়, ফেরার কোনও ঠিক থাকে না। আর ফেরার সময় অনেকেই একবার বাজারে ঢুঁ মারে, বেলা করে সস্তায় যদি পাওয়া যায় কলমি'র শাক বা কলার থোড়। তবে ফেরার পথে ফুলকিদের মতোই ওদের মায়েদের গতিও খানিক শ্লথ থাকে। ঘাটে গিয়ে নৌকার মাঝিকে তাড়া দেয় না কেউ।

কয়েকদিন ধরে আকাশের অবস্থা খারাপ। এমনিতেই সারা বছর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বর্ষা এখানে ভাদ্রের আগে পা ফেলে না। চিমসে যাওয়া নদীটায় এই সময়েই জল বাড়ে, আর বৃষ্টিও যেন সব দেশের হিসেবনিকেশ শেষ করে এসে পা ফেলে এই শহরে। আর এ বছর যেন আরও খেপে গেছে আকাশ। শহরের রাস্তায় এর মধ্যেই বাঁশ পড়তে শুরু করেছে, পুজো তো বেশি দেরি নেই। ঘাটের মানুষের সে কথা ভাবার উপায় নেই। রোজ সকালে উঠে মাপতে হয় নদীর গতর কতটা বাড়ল। কতটা কাছে এল ওদের ঝুপড়ির। বাড়ি ফেরার পথে ফুলকির মায়েদের ভাষ্য এখন পালটেছে। রোজকার মতো ওই বাড়ির দাদা মাটির মানুষ, বৌদিটাই হাড়জ্বালানি বা ওই ফ্ল্যাটের বাবুর নজর ভালো না– এসব আর বলে না ওরা। বরং কথোপকথনে স্থান পেয়েছে, জিতাষ্টমীর পরেই বন্ধ হবে বৃষ্টি, মানত করেছে ওরা, জল তো কালকের পর থেকে বাড়েনি...ইত্যাদি। সবাই আসলে মনে মনে ঠেকিয়ে রাখতে চায় অবশ্যম্ভাবীকে। রাতে বাড়ির পুরুষেরা ফিরে এসে বিড়ি নিয়ে আলোচনায় বসে, জল কি আর বাড়বে? ফুলকি–টিনাদের অবশ্য এসবে কোনও হেলদোল নেই।

নদী বড় হলে ওরা প্রায় ঘর থেকেই নৌকায় উঠতে পারে। বালি ঠেঙিয়ে গিয়ে বাঁশের ব্রিজে উঠতে হয় না।

মঙ্গলবার রাতে আর কোনও বাধা মানল না আকাশ। শহরের লোকেরা টিভিতে দেখেছে 'গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এক গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে', আর ঘাটের মানুষ দেখেছিল সারারাত অবিশ্রান্ত বর্ষণে ওদের ঝুপড়ির চালে যেন ট্যাঁড়া পিটানোর শব্দ। ফুলকিরা সারারাত ঘুমোয়নি। মা বাঁধছিল শাড়ির গাঁটরি, শাড়ির ভিতরেই ঢুকেছিল বাসন, লক্ষ্মীর ঘট, ফুলকি'র বই। বাবা শুধু ঘর বার করছে, ঝুপড়ির বাকি পুরুষদের মতোই। মাঝে মাঝে ওদের এসে শোনাচ্ছে, 'এই তো ধরে এলো বৃষ্টি'।

এসব রাতে সকাল হতেও দেরি হয়, যেমন বৃষ্টি থামতে। সকালে যখন বৃষ্টির তোড় খানিক থামল, এখন চালের ওপর শব্দটা আর তেমন ঢাকতে পারে না অন্য আওয়াজগুলি, ততক্ষণে ওদের একমাত্র চকিটার ওপরে ওদের সংসার বাসা বেঁধেছে। ঘরের ভেতরে জল কাটছে তার আঁকিবুঁকি। পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে রীতার ভাইটা, যে কথা বলতে পারে না, ওর একটানা গোঙানি। কীভাবে কাঁদতে হয় শেখায়নি ওকে কেউ, তাই থামাতে চায় ওকে ধমকে।

ঘাটের ঘর সব ডুবে গেছে। কারও ঘরে হাঁটু, কারও ঘরে কোমরজল। আর আকাশের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই, ঠিক কতক্ষণ পরে আবার শুরু হবে কাল রাতের তাণ্ডব। পুরুষরা এর মধ্যেই বাইরে, আজকে আর কাজে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। ফুলকি শুনতে পায়, কেউ কেউ এর মধ্যেই নৌকার মাঝিকে নিয়ে ওপারে গেছে, শহরে। কাদের নাকি আসার কথা---পঞ্চায়েত, নেতা, মন্ত্রী। ফুলকির মায়েরা কেউ আজ শহরে যায়নি, ওরাও না।

মা এর মধ্যেই স্টোভ জ্বালিয়েছে চকির ওপর। ফুলকির জন্য যতটা তার চেয়েও বেশি রীতার ভাইটার জন্য দুধ গরম করতে, ছেলেটার খিদা পেয়েছে। মায়ের কড়া নির্দেশ, জলে নামা যাবে না, নইলে ফুলকি'র খুব ইচ্ছা ছিল দুধটা ও নিয়ে যাবে রীতাদের ঘরে।

ফুলকির বাবা, পরিমল জ্যাঠা, সুবলকাকা সবাই মিলে যখন নৌকা নিয়ে এল, ওদের ঝুপড়ির গায়ে তখনও ফুলকি চকির উপরেই। ওর চোখের সামনে নৌকা ভরতে লাগল। খলবল করে সবাই উঠছে নৌকায়। কারও হাতে কাপড়ের গাঁটরি, কেউ বা ছাগলটাকে কোলে নিয়েছে। এই ঘাটে কারও বাক্স নেই। শিশুরা এখানে বড় হয় তাড়াতাড়ি, ওরা জানে এই নৌকায় করেই যেতে হবে কোনও উঁচু জায়গায়। কয়েকদিনের জন্য, নাকি কয়েকমাস, ভুলে যেতে হবে ঘাটের কথা। পুজোর আগে জল নামবে? ঘরে ফিরতে পারবে ওরা? নাহ, এই মুহূর্তে এসব চিন্তা কারও মাথায় আসেনি নৌকার ওপরে ছাউনি নেই, নদী পার হওয়া পর্যন্ত যেন আবার না জল ঢালে আকাশ।

ওপারে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। হাঁকডাক শুনে নেতা মনে হয়। ভিজে নেতিয়ে যাওয়া ঘাটের মানুষকে নিয়ে নৌকা যখন পাড়ে আসে, তখন ওদের ব্যস্ততা আরও বাড়ে। ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা। সেখানেই তুলতে হবে মানুষ, ছাগল, লক্ষ্মীর সরা, ভেজা কাপরের পুঁটুলি। ভ্যানের চালক তাড়া দেয়, ব্যাটাছেলেদের হেঁটে আসতে বলে। ওরা এগিয়ে যায় শহরের রাস্তা ধরে। কোনও উঁচু দালানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ওদের।

চেনা পথ ধরে হেঁটে যায় ফুলকি–গোলাপ–রীতারা। শহরের রাস্তায় এখন মানুষ কম, যারা আছে তাদের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য। তবে ফুলকিরা পড়তে পারে না। ওরা নতুন ঠিকানা পাওয়ার উত্তেজনায় মশগুল। আর ঠিক তখনই ওদের অবাক করে দিয়ে ভ্যান এসে দাঁড়ায় ওই বড় ইস্কুল বাড়িটার সামনে। লোহার পেল্লাই গেটটা খোলা। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকেই। ছুটে ভেতরে গেল ফুলকি।

একবেলার মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছে সবাই। বড় হলঘরটার মধ্যে ভেজা শাড়ি দিয়ে আলাদা সংসার, চেয়ার বেঞ্চের বিছানা, ঘরে দড়ি টাঙিয়ে কাপড় শুকানোর ব্যবস্থা, আর এনজিও দাদাদের দেওয়া চিঁড়ের প্যাকেট নিয়ে কাড়াকাড়ি। সবাই ব্যস্ত। রাতের খিচুড়ি রান্নার তদারকি করছে মায়েরা। আর ফুলকি দেওয়ালের এক কোণে থাকা ব্ল্যাক বোর্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সিনেমার মেয়েগুলির মতো। চক নেই, জলের দাগ দিয়ে লেখে নিজের ইস্কুলের নাম--- মানসী হালদার।

এলিয়ে থাকাও ঐতিহ্যের অংশ

নয়ের পাতার পর

নিরিবিলিতে বসে আলোচনা হত কোন বাবু কেমন জাঁক করেছে, কাকে টেক্কা দিতে ক'ভরি আতর, ক'বোতল আনিস, ক'ছিলিম তামাক না পোড়ালেই নয়। এই আয়োজনের সঙ্গে আপামর বাঙালির শুধু যে হৃদয়াবেগ আর উচ্ছ্বাসের সম্পর্ক, সেটি ধরে নিলে মুশকিল। একসময় অনুষ্ঠানবাড়িতে একরকম কাঠের চেয়ারে অভ্যাগতদের বসতে দেওয়া হত। কেন জানি না, একজন অন্তত সে চেয়ার উলটে ডিগবাজি খেয়ে না পড়লে মনে হত না উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে অবশ্য সর্বাঙ্গে কাদা মাখা চিৎপাত ব্যক্তিদের অন্যরকম মনে হওয়াটাই যে স্বাভাবিক ছিল, সেটি অস্বীকার করার প্রশ্নই নেই। এই বিরতির সময়টিতে ওই চেয়ার, লাইট, প্যান্ডেলের সাজ, কাঙালিভোজনের বাসনপত্র, দশকর্মা ভাণ্ডারের ফুরিয়ে আসা সম্ভার ইত্যাদি সবই নতুন উদ্যমে গুছিয়ে নেওয়া হত। তার খানিকটা এখনও হয়। কালের নিয়মে কালান্তক কাঠের চেয়ার তামাদি হয়েছে, কাঙালি ভোজনেও ফ্রায়েড রাইস এবং 'পনির' পুজোর উদ্যোক্তারা খিচুড়ির ডাল এবং আনাজপাতি কেনার খরচ কুলিয়ে উঠতে না পারার ফলে। তবু আড়মোড়া ভেঙে 'পরের বছর তোরা একা ঠাকুর দেখতে বেরোস আমার বয়স হচ্ছে' বলাটি একই থেকে গিয়েছে। তাতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। পুজোর সংখ্যা বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ, ঠাকুর দেখার দিনও। অতএব মহালয়া থেকে প্রতিটি ঠাকুর দেখার অর্থ, নতুন জুতো হাতে ফোসকা পড়া পায়ে মোটামুটি বেশ কয়েকশো মাইল পনেরো দিনে হেঁটে ফেলা! এরপর উসেইন বোল্ট হলেও ছুটি নিত, বাঙালি তো কোন ছাড়!

সুধীন দত্ত বলেছিলেন, 'বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে মনে পড়ে তাকে' কেমন সে দিন? নির্জনতার সঙ্গে নৈঃশব্দ্যের সম্পর্কটিকে আধুনিকতা আপতিক ঠাওরালেও, কিছু আবশ্যিক মাত্রা তাতে সংযোজিত হয়েছে হয়তো কেবল জটিলতা আমদানি করার জন্যই। তবু, বিসর্জন মিটলে মাইক বাজানো থামে এবং সে যে কী অপার শান্তি, তা যাঁরা শহরে থাকেন, তাঁরাই জানবেন। দত্তজার খামোখা অমনি দিনে তাকে মনে পরেনি – এসবের আগে তো মশাই তার কথা ভাবাই যায় না 'অমুককে এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে' আর তমুককে 'লঞ্চ' করার নানাবিধ জলসার দাপটে। বাঙালি তার বাহিরের ভিক্ষা ভরা থালিকে নিঃশেষে খালি করার কথা ভেবেছে বহুবার রবিবাবুর পুজোয় ভাগ্নিস ভিড় ঠেলে প্যান্ডেলে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াতে হয় না! রিক্ত হওয়ার সময় জোটে পাড়া জুড়োলে। অবসাদ ছাড়া কি তির্যক দৃষ্টিতে কি নিজের পানে তাকানো যায়? আর সেইজন্যে খানিকটা দূরত্বের প্রয়োজন কি একেবারেই বোধ হয় না? পুজোর হট্টোগোলে কি সেরকম সুযোগ মেলে?

আমরা যারা পঞ্চাশ পেরিয়েছি, তাদের কাছে এটা মারাদোনা যুগ শেষ করে মেসি–যুগের শুরুর মধ্যবর্তী সময়ের মতো গুয়ার্দিওলা, জাভি, ইনিয়েস্তা, বুসকেতস, দানি আলবেস, দাবিদ বিয়া, সুয়ারেজ মিলেমিশে বার্সা–বরণ দিয়ে তা শুরু, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে তার চূড়ান্ত প্রকাশ। জানি কয়েকজন রোনাল্ডো, রোমারিও, রোনাল্ডিনহো বলে লাফিয়ে উঠবে, তবে সেসব ওই লক্ষ্মীপুজো, ভাইফোঁটা, পাড়ার ক্লাবের স্পোর্টস বড়জোর নদীর ধারে পিকনিক। উৎসব ক্ষণিকের উন্মাদনার চাইতে অনেক বড় কিছু। বাঙালি সেটা জানে। তাই তো কিছুদিন এলিয়ে পড়ে থাকাটাও তার ঐতিহ্যের অংশ।

একটি অতলান্তিক পরিসর

নয়ের পাতার পর

জীবনের ছোট ছোট 'কমা'গুলো আসলে আমাদের আভিধানিক বা ব্যাকরণগত অর্থ ছাপিয়ে আপাত সত্যের বাইরে ভিন্ন এক জীবনস্রোতকে চিনতে শেখায়। বিদেশি লেখকদের মধ্যে সারামাগো–সহ অনেকেই এই বিরামচিহ্ন নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

আমাদের বাংলার অন্যতম কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারও এই বিরামচিহ্নের সুচিন্তিত এবং পরীক্ষামূলক ব্যবহারকে ভিন্ন এক মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। দুটো শব্দের মাঝের ব্যবহৃত 'কমা' চিহ্ন কতটা জরুরি হয়ে ওঠে, একটি লেখার থেকে কিছুটা অংশ পড়লেই অনুভব করা যায়। কথাসাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি ছোট্ট উপন্যাস 'দুখে কেওড়া'–তে কয়েকটি 'কমা' ব্যবহার করে কী অদ্ভুতভাবে বিশ্বায়নকে ছুঁয়ে ফেলা হয়েছে। বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত এলাকার এক মানুষ দুখে কেওড়া বলে – দু'দিন বাদলা হল সুয্যিটিকে দেখতে পাবেননি। তিনদিনের মাথায় আবার জগৎ আলো – আজ্ঞে, 'জগৎ' মানে 'ভব', 'ভব' মানে 'বিশ্ব'। কত সহজে বিশ্বায়নকে ব্যাখ্যা করে দুখে কেওড়া বলে – না, দূর বলে এখন আর কিছু নাই। দু'পা হাঁটলেই খেয়াঘাট, খেয়াটি পেরোলেই ভ্যানরিকশা। রিকশাতে চাপলেই বাস রাস্তা। বাসে উঠলেই কলকাতা। তারপর রেলে চড়ে দিল্লি। সেখান থেকে যথা ইচ্ছা তথা যান– চিন, রাশিয়া, বিলেত, আমেরিকা। এই পুরো অংশটির মধ্যে 'কমা'র ব্যবহার এক অদ্ভুত স্পেস তৈরি করেছে। কেমন সে স্পেস? এই যে 'খেয়াঘাট, 'ভ্যানরিকশা', 'জগৎ' আর 'ভব' কিংবা 'চিন, রাশিয়া, বিলেত, আমেরিকা' ; একেকটি 'কমা' যেন মুহূর্তে বিস্তর স্পেস তৈরি করে আমাদের মনোজগতে এক ধারণা নির্মাণ করছে আর সেই নির্মাণই এই বিশ্বায়নের এক ছবি, যা কিনা নির্মাণকে ভিন্ন এক মাত্রায় শুধু পৌঁছে দেয় তাই নয়, অনেক প্রচ্ছন্ন কথাকে স্পষ্ট করে তোলে।

শব্দের নির্মাণ ও বিনির্মাণ নিয়ে আরেক প্রিয় কথাকারের লেখার প্রসঙ্গ আনার লোভ সামলানো যাচ্ছে না, তিনি নবারুণ ভট্টাচার্য। তাঁর বিখ্যাত 'হারবার্ট' উপন্যাসে কিছু জায়গায় নবারুণ অদ্ভুত কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং সেই শব্দগুলোর মাঝে 'কমা'র ব্যবহার না থাকলে পাঠকের মনে সেই স্পেসটাই তৈরি হত না হয়তো। 'হারবার্ট' উপন্যাসে এই শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে –ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ...! কেমনভাবে হয়েছে সেই ব্যবহার? বর্ণনা এরকম– ১৯৯১– এর শীতে, কোনও এক বিকেলে, কালো অলেস্টার ও বিনুর দেওয়া প্যান্ট পরে, গত তিন–চার বছরের শীতকালে যেমন হয়েছিল আয়নায় নিজেকে দেখে মোহিত হয় হারবার্ট ও বলে – ক্যাট, ব্যাট, ওয়াটার, ডগ, ফিশ! শব্দগুলো তো বটেই এবং মাঝের 'কমা' চিহ্নগুলো যেন এক ছবি আঁকছে যেখানে মুহূর্তে এক শীতকালীন সাহেবিয়ানা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক এর পরেই রাস্তার নামগুলোও খুব প্রাসঙ্গিক এবং সামগ্রিক বর্ণনারই অঙ্গ – লাউডন, রডন, রবিনসন, শর্ট, উট্রাম, উড, পার্ক...! লেখক খুব ভেবেচিন্তেই এই শব্দগুলোর ব্যবহারে যে ছবিটা আনতে চেয়েছেন, সেখানে জ্ঞাতে হোক কিংবা অজ্ঞাতে, 'কমা'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তাই সুকুমারীয় স্টাইলে বলি–ব্যাকরণ মানি নিশ্চয়ই কিন্তু সেই নিয়ম মানার বাইরেও 'কমা' বা স্বল্প বিরতি বা বিরামের জায়গা অনিবার্য নচেৎ সেই থোড়বড়িখাড়া–খাড়াবড়িথোড়ের একঘেয়ে বেঁচেবর্তে থাকা।

একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত ঘটনা উল্লেখ করেই আপাতত সাময়িক বিরতি নিই। আমি ছোটবেলা থেকেই কিঞ্চিৎ দ্রুতলয়ে কথা বলে থাকি। আমার প্রয়াত পিসি সেই দ্রুত কথা শুনে প্রায়ই বলতেন – একটু ধীরে বল বাবা, মুখে তো বাতাসও ঢুকতে পারে না...! হ্যাঁ, ওই বাতাসটুকু জরুরি, ওটাই অক্সিজেন, ওটাই বেঁচে থাকার রসদ, ওটাকেই আমরা বলি 'স্পেস অফ লাইফ' আর ওটাই ব্যাকরণের 'কমা', গোলাপ যে নামেই ডাকো না কেন...!

যে জন আছে মাঝখানে

নয়ের পাতার পর

বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু কমার কুটিলতা কাটাতে পারিনি। সেখানে জুটে গেলেন হিউম্যান ফিজিওলজির প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক যোগদানন্দবাবু। স্নায়ুতন্ত্র পড়াতে পড়াতে উনি একদিন আপন খেয়ালে নিউরো–সাইকোলজিতে ঢুকে পড়লেন। অজস্র চিকিৎসক তৈরি করা

জীবনের ছোট ছোট 'কমা'গুলো আসলে আমাদের আভিধানিক বা ব্যাকরণগত অর্থ ছাপিয়ে আপাত সত্যের বাইরে ভিন্ন এক জীবনস্রোতকে চিনতে শেখায়। বিদেশি লেখকদের মধ্যে সারামাগো–সহ অনেকেই এই বিরামচিহ্ন নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

ওই শিক্ষক সেদিন বলেছিলেন, মৃত্যু যদি দাড়ি হয়, তাহলে কমাটা হল 'কোমা'! এরও উৎপত্তি গ্রিসেই, সপ্তদশ শতকে। স্যর সেদিন মাইক ম্যাককরমিকের 'নোটস ফরম এ কোমা' বইটা থেকে কয়েকটা লাইন পড়ে শুনিয়েছিলেন। হিমশীতল ঘরের ভিতর ঘনঘোরে ঘুমন্ত মানুষ ঝাপসা চোখে একটা আবছা বেড়া দেখতে পায়, যার একদিকে জীবন, আর অন্যদিকে মরণ। 'তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে মন নাই; ধরা যেন অস্ফুট স্বপন'! কমা অথবা কোমা!

ঊষাকালে এমন হয়, হয় গোধূলি গগনে। আলো অন্ধকারের মাঝে জমে থাকে পোড়া সময়ের ছাইরং। অথচ একটু পরেই সেই ভস্মরাশি ছাপিয়ে উড়ে যায় ফিনিক্সপাখি। রবি ঠাকুর বুঝেছিলেন জীবনের এই অলৌকিক 'অন্তর্বর্তীরূপ'। তিনি লিখেছিলেন, 'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা'!

কবি দম্পতির কবিতা

প্রসাদ

জয় গোস্বামী

একবার বললেই আমি কৌটো-বাটা নিয়ে দৌড়ে যাব
পুরীর মহাপ্রসাদ নিতে।

এখানেই, জীবনের শেষ ক'বছর
তুমি বাস করেছিলে প্রভুজগন্নাথ সন্নিকটে।

আমিও তো বাস করি কাবেরী বুকুনকে নিয়ে তোমার কাছেই

কাবেরীর ছোটঘর আসলে তো গৌরাঙ্গ মন্দির-

এই কথা বললে যদি স্পর্ধা হয়, এমনকি পাপও হয়-
সে-পাপ স্বীকার!

তোমার করুণাধারা দিয়ে জানি তুমি
পাপমুক্ত করে দেবে কলুষিত জিহ্বাকে আমার।

কিন্তু তবু শুনে রাখো আমার যে প্রসাদ লোভ
সে যাবার নয়-
শুধু তক্কে-তক্কে থাকি প্রসাদ রান্নার গন্ধ পেলে
যখন-তখন
এই কৌটো বাটা নিয়ে মনে মনে দৌড়লেই হয়!

গুঁড়ো মশলা

কাবেরী গোস্বামী

(১)
জীবনের সমস্ত খরচ করতে করতে এসে দেখি
পড়ে আছে
সেমিকোলন।

(২)
চল্লিশ বছরের সংসার জীবনে
তাকিয়ে দেখি
কোথাও আমার কোনও ছায়া নেই।

(৩)
এক ফালি জানলা
বাইরে চাঁদমাখা
কামিনীফুল।

(৪)
শিশু
প্যালেস্তাইন
চারদিকে কবর
ফুল নেই
রক্ত।

কবিতা

প্রতিমা

সিদ্ধার্থ সিংহ

বোধন শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ
আর কেউ আসবে না
পোটো-খুড়ো ফিরে ফিরে দোরগোড়ার প্রতিমাগুলোর দিকে তাকায়।

যেগুলো চলে গেছে, তাদের নিয়ে এখন জাঁকজমক, আনন্দ-উৎসব
আর এগুলো ফের বছরের জন্য ঢুকে পড়বে উপরের মাচায়
সারা বছর ধরে কালিঝুলি মেখে হবে খাক

বোধন শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণ
আর কেউ আসবে না

আসেনি কেউই
পেরিয়ে গেছে মেয়ের বয়স
সে এখন এক হাতে সামলায় ঘরের খুঁটিনাটি সব
পুটলি বেঁধে খাবার নিয়ে আসে দু'বেলা

বুকটা হঠাৎ কেমন আনচান করে ওঠে
খুড়ো দেখে দরজার সামনে আরেক প্রতিমা কখন নেমেছে মাচান থেকে!

নিম গাছের ছায়া

সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

বুকের ভেতর বেড়ে উঠছে
নিম গাছের ছায়া।

অযাচিত উপদেশ হাতে নিয়ে
নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে,
ভাসিয়ে দেব জলের বুকে।

আসলে আমি এক মৃতদেহ
আমার শরীর খুবলে নিচ্ছে
পরমাত্মীয় কাকের দল।

আলোর দিকে হাঁটতে চেয়ে
নিজের ছায়া তাড়াই।

তবুও দীর্ঘতর হচ্ছে বুকের ভেতর ।

বৃক্ষমানব

দুর্গাশ্রী মিত্র

জীবনের ঘূর্ণিপাকে দেখা মেলে এক সারথীর
শান্ত, শীতল, স্নিগ্ধ তাঁর চিবুক
ললাটের ভাঁজে জ্বলজ্বল করে শুক্র
যাঁর চোখে রয়েছে এক গর্ভ আগুন
এই আগুন সৃজন ঘটায়
কখনও বা খানিকটা পোড়ায় নিজেকে
কত পাখি আসে, ঘর বাঁধে, আবার উড়ে যায়
বৃক্ষের মতোই তাঁর পায়ে ঝরে যায় তাঁরই মস্তিষ্কের ফুল!

মধ্যশরীর

চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

এই মধ্যশরীরে কী বয়স খুঁজছো সময়?
বয়সের চামড়ায় এখনও
আবরণীকলার নক্সা দেখা দেয়নি
কন্যের সবুজথলিটা প্রাতর্ভ্রমণে বাদ গেছে
বয়সটা হাতঘড়ির মতো
বৃত্ত ধরে দাঁড়িয়ে আছি।
পালাব কোথায়?
জিভের চামড়ায় টাসটাস অভিজ্ঞতা
উপবাসে বয়সের ভার থাকে
আর ধীরে চলার পিছনে থাকে
দীর্ঘপথ চলার অঙ্গীকার।
এই মধ্যশরীরে কী বয়স খুঁজছো তুমি?
পিঠে রেখেছি মৃত্যুবাণের তূণসামগ্রী
ইচ্ছেমতো তীর চালনা তো আমারই হাতে!
এসময় সরলরেখার মুখোমুখি
আমির মধ্যে আমার চার অধ্যায়
লিখে রাখছি।
তাই এই মধ্যশরীরে বয়স খুঁজো না : সময়!

সভ্য-শতক

আফতাব হোসেন

কেউ কিচ্ছু করবে না,
শুধু ওই ধুলো জমা যুদ্ধ রাস্তায়,
বারুদের গন্ধ পাওয়া চিরঅপেক্ষায় যুবতী
নিজেই নিজের অহংকার হয়ে থাকা উঁচু পেটে হাত
বুলিয়ে ভরসা নেবে,
দেবেও...

ভেঙে যাওয়া গলায় সান্ত্বনার বাণী শোনাবে, না জন্মানো
ভবিষ্যৎকে,
শোনাবে এটা
'সভ্য শতক'

এলোমেলো গদ্য, উত্তরের ভাবনা / ১

মায়ের হারমোনিয়াম, বাবার বাঁশি

সাহানুর হক

প্রাচীন দরজাগুলো খুলে দেখি পৃথিবীর সকল সত্য ও সুন্দর। জানলাগুলো খুলে দিলেই বুঝতে পারি আসলে চেনাজানা এই জীবনের সবটাই। স্মৃতির শরীরে হাত দিতেই সবকিছুরই মুখ ও ছায়া পরিষ্কার হয়ে ভেসে ওঠে বাড়ির পাশের পুকুরটির চুপচাপ শান্ত টলমল জলের আয়নায়। আহা, কত স্নিগ্ধ হাওয়া, কত রঙিন স্বপ্ন, কত ভেজা সকাল ও কত অপেক্ষারত বিকেল। আজও সেইসব দিন, সেইসব রাত উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে একই রকম দৃশ্যমান অহরহ। চাঁদ ও সূর্য ব্যতীত সকলের অবস্থান ভিন্ন যদিও, তবুও সবটাই যেন রাতের কাজলে আঁকা চোখের অক্লান্ত নদী। সেই বন্ধুত্ব, সেই কৈশোর, সেই খেলাধুলো, সেই ছেলেবেলা এবং ১০২.৬ মেগাহার্জ রেডিও রেইনবো ইত্যাদি ইত্যাদি ও আরও কত কিছু।

কবিতার মতোই বেখেয়াল হয় স্মৃতি। তাই তাকে আগলে রাখতে নেই কখনোই। উপমাবিহীন কবিতাটির মতো স্মৃতিকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া ভালো সুদীপ্ত আলোময় জ্যোৎস্নার ডাস্টবিনে। আশ্চর্যের ঘনঘটায় পৌষের মতো আগলে রাখা ভালো মায়া ও অভিনন্দন। যেদিন রমজান মাসে রোজা রেখেও অসুস্থ নানাজান আর জীবনের শেষবার ইফতার করতে পারলেন না সেদিনই বুঝতে পেরেছি বিশ্বাস আসলে রান্নাঘরের ধারালো ছুরি। তারপর থেকে বারবার ভেঙেছি নিঃশব্দে। যত নৈঃশব্দ্য বহন করেছি কাঁধে তার ভার অনেক। হতাশাকে আগাগোড়াই ভয় পেতাম। আশাহত বেদনার জন্য নীল আকাশের সমান কল্পনা নয়, এক সমুদ্র বাস্তবতা কিনেছি।

এভাবেই ঢলতে ঢলতে জীবনের গল্পে বেড়ে যায় দায়িত্ব ও কর্তব্য। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভুলে যাই না পরিচয়, ঠিকানা। কোনও কিছুই কখনও আমাকে আহত করেনি। কেবল একদিন কেউ একজন গল্প শোনায় ডুয়ার্সের দীর্ঘায়িত সবুজ ও জয়ন্তীর অনর্গল ঝরনার মিথ্যে ছন্দের। অবুঝ বোকা প্রেমিকের মতো অতঃপর নিজেই ছুটে গেলাম এই সবকিছুর প্রমাণপত্র জোগাড় করতে। সঙ্গে বাবাকে নিলাম, মাকে নিলাম। আর নিলাম পেশাদার কবির মতো একটি পেন ও একটি খাতা। টানা পাঁচদিন থেকেছি, রাত বাদে সারাক্ষণ ঘুরেছি বক্সা থেকে রাজাভাতখাওয়া, চালসা থেকে গরুবাথান, বিপাশা থেকে বিন্দু কিংবা চিলাপাতার জঙ্গলের সবখানেই।

শেষ দিনের রাতে প্রথমে মায়ের কাছে অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে মা সোজা হারমোনিয়ামের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল। সেদিন মা বলেছিল গোটা ডুয়ার্সে নাকি অক্লান্ত হারমোনিয়াম বাজিয়ে ফিরেছে সারাদিন, রোজদিন। আর বাবা তার সঙ্গে বাজিয়েছে বেখেয়াল বাঁশি।

শেষ দিনের রাতে প্রথমে মায়ের কাছে অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে মা সোজা হারমোনিয়ামের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছিল। সেদিন মা বলেছিল গোটা ডুয়ার্সে নাকি অক্লান্ত হারমোনিয়াম বাজিয়ে ফিরেছে সারাদিন, রোজদিন। আর বাবা তার সঙ্গে বাজিয়েছে বেখেয়াল বাঁশি।

আমি অবাক চোখে চেয়ে থেকেছি সারাক্ষণ। সারারাত ধরে ভেবেছি ডুয়ার্সের এই পাহাড়, এই জঙ্গল, এই ঝরনা, এই নদীর তীরে কোথাও কি কোনও একটা কিছু খেয়ে ফেলেছিল মা ভুলবশত? খেয়েছিল নাকি মূর্তি নদীর তীরের বিখ্যাত গোল গোল মোমো? নাকি জয়ন্তীর মাথায় মহাকালধাম থেকে কোনও সাধু তাঁর অলৌকিক কোনও জাদুর রহস্যধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়েছেন ডুয়ার্সের বাতাসে। সবটাই প্রশ্ন নাকি উত্তরের খোঁজ? এতটা মুগ্ধতা! এতটাই বিস্ময়!

দুইদিকে পাহাড়ের বক্ষদেশ বেষ্টিত জাতীয় সড়কে তিস্তার উপর রোডওয়ে ব্রিজ অথবা সেবক সেতুর ঠিক মাঝখানে প্রতি মাসে দুই দফা দীর্ঘ দুই ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থাকা হামিদ জানায়, সে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যকে খালি চোখে বহুবার দেখেছে। কিন্তু সেবক সেতুতে দাঁড়িয়ে দুই দিকের সবুজ পাহাড়, প্রজাপতি, ফড়িং ও মাঝখানে বয়ে চলা নদীর সৌন্দর্য কখনও কোথাও অনুভব করেনি। দোয়েল, কোয়েল, ময়না, ইগল, পাল্লাস ফিশ ইগল, শিকরা, ফিনের তাঁতি, পাইড হর্নবিল সব সৌন্দর্য যেন উড়ে আসে এখানেই। ঠিক এখানেই যেন বেঁচে থাকার অক্সিজেন সরবরাহ করে রেখেছেন ঈশ্বর। বাইসন, হাতি, চিতাবাঘ, হরিণ ও হরিণীর রূপকথারা এখানে এসে যেন প্রাণ পায়। ফিরতে চাইলেই মনে হয় কে যেন ডাকছে পিছন থেকে।

বক্সা জাতীয় উদ্যানে পরিচয় হওয়া এক ফরেস্ট পর্যবেক্ষক রাজেন্দর সিং যখন বললেন, জিন্দেগি বহুত কুছ দেতা হ্যায় বাবুমশাই, লেকিন ইয়ে জঙ্গল কি হাওয়ায়ে, ইয়ে খুশবু মুঝে জান্নাত মে ভি নেহি মিলেগা। অতঃপর আরও দূরে দেখি, অনেক দূরে তাকাই, যত দূরে তাকাই ততই কাছে আসে কাঞ্চনজঙ্ঘার মুকুট। আমি মাকে ডাকি, বাবাকে ডাকি। বলি ওই দ্যাখো পৃথিবীর আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে বাবা, ওই দ্যাখো পৃথিবীর রাজা হা হা করে হাসছে মা, ওই দ্যাখো কত নতুন কবিতার জন্ম হচ্ছে। এবার তবে গল্প লিখি এই কবিতাটির। অথবা একটি পরিবারের। মা-বাবা-ছেলে ও কৃতজ্ঞতা। আমরা ভালোই আছি। আমরা খুব খুব ভালো আছি। আমরা সবাই ভালো আছি। ভালো থাকি।

আমার ডুয়ার্সে, আমার উত্তরবঙ্গে আমি আরও একবার আমার ঠিকানা কার্ডটি খুলে নিজের ঠিকানাটি একঝলক দেখে মনকে ভিজিয়ে নিই সবুজ সুন্দর সভ্যতা দিয়ে। আমি নিশ্চিত হই আরও একবার। এই ডুয়ার্স আমার, এই উত্তর আমার, এই ডুয়ার্স সবার, এই উত্তর সবার। এসব ভাবতে ভাবতেই দার্জিলিং কলিং। মা, বাবা ও আমি ফিরব না আর বাড়ি। ইঞ্জিনের ধোঁয়া ওড়ে, ছুটে চলে রেলগাড়ি।

এলোমেলো গদ্য, উত্তরের ভাবনা / ২

দার্জিলিংয়ের তিন সাহেব এবং এক রবীন্দ্রনাথ

অরিন্দম ঘোষ

অনেকের মুখে শুনি, মন খারাপ হলে নাকি পাহাড়ে যেতে হয়। বিশেষ করে দার্জিলিং। দার্জিলিংয়ের আনাচকানাচে যেন মন খারাপের ওষুধ মিশে আছে, একথা বলেন কেউ কেউ। আমার অবশ্য দার্জিলিংয়ের কথা ভাবলেই এই 'দার্জিলিং' শব্দটার দিকে নজর পড়ে। এই দার্জিলিং নামটা এল কোথা থেকে? খুব সম্ভবত লেপচা শব্দ দোরজেলিং থেকে। একসময় এই দার্জিলিং ছিল সিকিমের অধীনে। আর এই সিকিমের রাজপরিবারের পদবি ছিল দোরজে। ফলে এই দোরজে থেকেই হয়তো দোরজেলিং এবং সেখান থেকে দার্জিলিং।

এ তো গেল দার্জিলিংয়ের নামের গল্প। কিন্তু এই পাহাড়ের কুয়াশায় যে অসংখ্য গল্প মিশে আছে, দার্জিলিং গেলেই মনে পড়ে সেইসব গল্প। বিশেষ করে মনে পড়ে তিন সাহেবের গল্প, যাঁরা না থাকলে হয়তো আজকের দার্জিলিং, দার্জিলিং হয়ে উঠত না। এঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন জেনারেল লয়েড। লয়েড সেই ব্যক্তি, যিনি একটি শহর গড়ে তোলার জন্য দার্জিলিংয়ের এলাকাকে বেছে নিয়েছিলেন। এই এলাকার ইজারা নেওয়ার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করে একটি লম্বা চিঠি লিখেছিলেন। ফলে বলা যায়, লয়েড না থাকলে হয়তো আজকের দার্জিলিং শহর গড়ে উঠত না।

দ্বিতীয়জন হলেন ক্যাম্পবেল সাহেব। ক্যাম্পবেল দার্জিলিংয়ে চা বাগান গড়ে তোলার কাজে, চা চাষের কাজে এমনকি চা শ্রমিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলে আজকে যে চায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরেও দার্জিলিংয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে, তার কৃতিত্ব তাঁকে অনেকটাই দিতে হবে।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ নাম লর্ড নেপিয়ার সাহেব। এই নেপিয়ার সাহেব যেটা করেছিলেন, তার সুফল আমরা এখনও ভোগ করছি। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পারদর্শিতা দিয়ে পাহাড় থেকে সমতলের মধ্যে বিরাট এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করে দেন তিনি। ফলে ওই এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার যে কতখানি উন্নতি হয়েছিল তা সবাই জানেন।

তবে দার্জিলিংয়ের অলিগলিতে শুধু যে সাহেবদের গল্পই মিশে রয়েছে তা নয়। এই শহরের ধমনীতে মিশে আছে যে কত অজানা কিংবা কম চর্চিত বাঙালির গল্প, সেই গল্পের সংখ্যাও নেহাত কম নয় এবং সেই গল্পগুলোর মধ্যেই এক বাঙালির গল্প না বললেই নয়।

দার্জিলিংয়ের একটি ছাপাখানার মালিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ মিত্র। এই রবীন্দ্রনাথ মিত্রের একজন বিখ্যাত বন্ধু ছিলেন। যদিও ১৯৫১ সালে তাঁর সঙ্গে যখন তাঁর এই বিখ্যাত বন্ধুটির প্রথমবার পরিচয় হয়, তখনও তাঁর এই বন্ধুটি বিখ্যাত হননি। রবীন্দ্রনাথ মিত্রের এই বন্ধুটি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন এর দু'বছর পরে, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে। হ্যাঁ, তারিখটি পৃথিবীর ইতিহাসে মনে রাখার মতো একটা তারিখ। কেননা সেইদিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করেছিলেন তেনজিং নোরগে এবং এডমন্ড হিলারি এবং রবীন্দ্রনাথবাবুর সেই বিখ্যাত বন্ধুটি আর কেউ নন, স্বয়ং তেনজিং নোরগে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তেনজিংয়ের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বন্ধু তেনজিংকে এতটাই ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ মিত্র যে, এভারেস্ট জয়ের পর ২ জুন সকালে যখন তেনজিংয়ের সাফল্যের খবর রেডিওতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তিনি নিজে একটি গান লিখে সেটার সঙ্গে তেনজিংয়ের ছবি ছাপিয়ে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করেছিলেন এবং সেই বিক্রি বাবদ যে চারশো টাকা পেয়েছিলেন তার সঙ্গে আরও একশো টাকা জুড়ে তিনি তেনজিংয়ের দ্বিতীয় স্ত্রী আং লামুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

তেনজিংয়ের দিক থেকেও অবশ্য এই বন্ধুত্বে কোনও খামতি ছিল না। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ১৯৫৪ সালে তেনজিংকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ নিউ ইয়র্ক'। কিন্তু আমন্ত্রণ পেয়েও শেষপর্যন্ত যাননি তেনজিং। কারণ সেই সংস্থা তেনজিংয়ের সঙ্গে যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ মিত্রের খরচ দিতে রাজি ছিল না।

দার্জিলিংয়ের আনাচকানাচে মিশে আছে এরকমই আরও কত অচেনা, অজানা গল্প। বলতে দ্বিধা নেই, অনেক সময়ই হারিয়ে গিয়েছে দার্জিলিংয়ের আরও অনেক গল্প, অনেক ইতিহাস। কিন্তু তবুও একথা বলা যায় যে, দার্জিলিংয়ের গল্পের ঝুলি হল অনেকটা ছোটবেলায় শোনা সেই ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো, যে গল্প কখনও পুরোনো হয় না এবং যে গল্প কখনও ফুরোয় না।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ভয়েই আনন্দ। ব্রাজিলের সাও পাওলোতে মৃত্যুর দেবীর সাজে মহিলারা। – এএফপি

সংকট

অতনু মজুমদার
আঁকা : অভি

এই নিয়ে দীপাকে তৃতীয়বার বাইরে থেকে চা আনতে হল। পোস্ট অফিসে পৌঁছানো অবধি ও এক মুহূর্তের জন্য বসতে পারেনি। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি অপ্রত্যাশিতভাবে সামান্য বৃষ্টি হওয়ার ফলে শীতের প্রকোপ হঠাৎই বেড়ে গেছে। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়ে হাতের তালু ঘষতে ঘষতে পোস্ট মাস্টার সুখময় পাত্রের স্বভাবতই গরম চায়ের কথা মনে হয়েছিল এবং মনে হওয়া মাত্র হুকুম করেছিলেন, 'দীপা, বিমলের দোকান থেকে চা নিয়ে এসো।'

প্রথম ভাঁড়টা কয়েক চুমুকে শেষ করেই এনএসসি এজেন্ট অমলেন্দু চাকলাদার টেবিলে তাল ঠুকে বলেছিলেন, 'আরেক রাউন্ড হলে মন্দ হয় না, কী বলেন?'

দ্বিতীয়বার সবাই খানিকটা উষ্ণতা অনুভব করলেও একমাত্র মহিলা কর্মী অর্পিতা খাসনবিশ তাঁর লিপস্টিক রাঙানো ঠোঁটে সন্তর্পণে রুমাল ছুঁইয়ে বলেছিলেন, 'ভাঁড়ের সাইজের যা বহর তাতে দু'বারে কি প্রাণ ভরে? তুমি বাপু আরেক ভাঁড় করে চা নিয়ে এসো দীপা।'

সল্টলেকের এই আবাসনের চার নম্বর গেটে প্রবেশ করেই ডানদিকে গ্যারাজের ওপরে একটি ডিসপেনসারি আর তার পাশেই একচিলতে এই পোস্ট অফিস।

দীপা চা নিয়ে ফেরার সময় ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে এসে আঁচলটা বুকের ওপর কষে টেনে নিল। কপালটা আজও মন্দ। একটু পরেই এক অফিসার সীমান্ত আবাসনের এই ছোট পোস্ট অফিসটায় ইনস্পেকশনের জন্য আসবেন। সেজন্য তাঁর খাতির ও খাওয়াদাওয়ার 'সামান্য' আয়োজন করা হয়েছে এই আবাসনেরই ডি ব্লকে, যূথিকাদির বাড়িতে। দীপাকে এখনই সেখানে চলে যেতে হবে রান্না করার জন্য – সুখময়বাবুর হুকুম। যূথিকা দত্ত এই পোস্ট অফিসেরই আরেক এনএসসি এজেন্ট। তাঁর স্বামী একটি ওষুধের কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। বিনি পয়সায় ওষুধের জোগান দিয়ে যূথিকা সুখময়বাবুকে এমন হাত করে রেখেছেন যে পোস্ট অফিসে কেউ সার্টিফিকেট কিনতে এলেই সুখময়বাবু প্রথমেই যূথিকাকে খবর পাঠান।

দীপা অফিসের ভেতর ঢুকে পরিত্যক্ত কাঠের টেবিলটার ওপর ভাঁড় ক'টা নামিয়ে রাখল। কেটলিটা কাত করে চা ঢালতে ঢালতে লক্ষ করল, অচেনা দুজন ভদ্রলোক পাশের বেঞ্চটায় বসে। দুজনের হাতেই এনএসসি ফর্ম। সেটিকে তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন। দীপার চোখের কোলে নিঃশব্দে একটা প্রত্যাশার রেখা ফুটে উঠল। আজ সারাদিন সে পোস্ট অফিসে থাকতে পারবে না। অন্তত সকালের এই স্বল্প পরিসরেও যদি একটা সার্টিফিকেট বিক্রি করতে পারে। তাই ঠোঁটের কোণে হাসি এনে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি এনএসসি কিনবেন? ৬.৮ শতাংশ ইন্টারেস্টে কাছ থেকে কিনতে পারেন।'

দুই ভদ্রলোক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার আগেই অমলেন্দু বলে উঠলেন, 'ওটা অলরেডি ঠিক হয়ে গেছে। যূথিকা আর আমি বিক্রি করছি এঁদের।'

দীপা নিঃশব্দে ভাঁড়গুলো এগিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। চা পানের তিন পর্বে একবারও ওর কপালে জোটেনি। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একফালি নরম রোদ ওর শরীরটাকে উষ্ণতা দিল। বাঁদিকে 'সি' ব্লকের খাটো পাঁচিলের ওপর সারিবদ্ধ জালায় রকমারি স্বাদের আচার মজছে। রোদে চিকচিক করছে। ভেতরের বাগানে ওয়াড়বিহীন তোষক, বালিশ, লেপ, কম্বলগুলো শরীর টানটান করে অলসভাবে রোদ পোহাচ্ছে। সারা আবাসনজুড়ে এখন কেবল এই দৃশ্যই চোখে পড়ে। দুপুরের দিকে দৃশ্যটা আরেকটু প্রাণবন্ত হয়। ব্লকের গিন্নিরা বাগানের নরম রোদে আড্ডা দিতে বসেন। সেই ছবির মতো আড্ডার দৃশ্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দীপার ইচ্ছে করে তাদের মধ্যে গিয়ে বসে। 'সি' ব্লকের শেষ বাড়িটার কোনাকুনি অংশ থেকে 'ডি' ব্লকের শুরু। দ্বিতীয় বাড়ির একতলার এক নম্বর ফ্ল্যাটটা যূথিকার। ফ্ল্যাটের দরজা আলতো করে ভেজানো দেখে দীপা ডাকল, 'যূথিকাদি'।

'ভেতরে এসো'।

সাড়া পেয়ে দীপা দরজাটা ঠেলে, বাইরের ঘরে পা দিয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে বলল, 'কই আপনি?'

'এই ঘরে।'

দীপা পাশের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখল যূথিকাদি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলোচ্ছেন। আয়নার ভেতর দিয়ে দীপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সুখময়বাবু পাঠালেন বুঝি?' আমার হয়ে গেছে। তুমি এক কাজ করো লক্ষ্মীটি। রান্নাঘরে আনাজপাতি, চাল-ডাল সব গোছানো আছে। আর দেরি কোরো না, চাপিয়ে দাও। মাংসটা সিঙ্কের নীচে রাখা আছে।' যূথিকা টুল ছেড়ে উঠে একবার মাথায় চিরুনি বুলিয়ে নিলেন। তারপর জুতোর হিলে খটাখট শব্দ তুলে উধাও হয়ে গেলেন।

দীপা দরজাটা বন্ধ করে রান্নাঘরে এল। যূথিকাদিকে ওর ভারী অদ্ভুত লাগে। এই যে উনি ঘরদোর হাট করে খুলে দীপাকে একলা ফেলে রেখে চলে যান- ওঁর একবারও কি মনে হয় না যে দীপা চুরি করে পালাতে পারে। প্রথম প্রথম দীপারই কেমন যেন অস্বস্তি হত। ভয়ও করত। হয়তো ঘরের কোনও জিনিস খোয়া গেল, তখন দোষ তো ওর ঘাড়েই পড়বে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেনি। এখন এ ব্যাপারটা দীপার অনেকটাই গা সওয়া হয়ে গেছে।

দীপা সিঙ্কে হাত দুটো সাবান দিয়ে ধুয়ে নেয়। মেঝেতে ঝুড়ির মধ্যে স্তূপীকৃত সবজি। মেনুটা গতকালই সুখময়বাবু ওকে জানিয়ে দিয়েছেন। নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, ফুলকপির তরকারি, মাছের কালিয়া আর মুরগির মাংস। দই-মিষ্টি দোকান থেকে আসবে। দীপা ফুলকপিটা ছাড়াতে ছাড়াতে ভাবে এতক্ষণে নিশ্চয় ওই দুই ভদ্রলোক যূথিকাদির কাছ থেকে সার্টিফিকেট কিনে ফেলেছেন। অথচ এই সময় ওর কিছু টাকার খুবই দরকার ছিল। যূথিকাদি তো এক পার্সেন্টের বেশি কমিশন দেন না। শুধু তিনি কেন, পোস্ট অফিসের অন্য এজেন্টরাও দেয় না। কিন্তু পার্টি হারানোর ভয়ে দীপাকে একটু বেশি ছাড় দিতে হয়।

দীপার মাঝেমধ্যে মনে হয় এই কাজ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। কিন্তু কোথায় বা যাবে! অন্য অঞ্চলের পোস্ট অফিসে সহজে ও এজেন্সি পাবে না। সেখানকার পুরোনো এজেন্টরা তাকে ঢুকতেই দেবে না। এই নরকেই ওকে লাথি, ঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকতে হবে।

যে বস্তিটায় দীপা আর সুধীর উঠেছে সেখানকার কোনও মেয়েই অফিসে চাকরি করতে যায় না। বেশিরভাগই নিরক্ষর। মেয়েরা অধিকাংশই বাড়ি বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। অফিসে চাকরি করতে যাওয়ার কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। দীপাকে ওরা কেমন যেন একটা সন্দেহের ভ্রূকুটিতে দেখে। দীপা ওদের মতো আটপৌরে কায়দায় শাড়ি পরে না। সামনে কুচি দিয়ে বাবুদের মতো করে পরে। তাছাড়া, দীপার ডান কবজিতে একটা নীল ডায়ালের হাতঘড়ি আছে। বহু পুরোনো। বাউন্ডুলে সুধীরকে বিয়ে করার পর থেকে বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকেছে দীপার। রয়ে গেছে শুধু ঘড়িটা।

মাথা নীচু করে দীপা গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকে যায়। সুধীর বিছানার উপর গোঁজ হয়ে বসে থেকে কুটিল সমৃদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। দীপা পছন্দ করে না, এমন কিছু বস্তির লোক আজকাল সুধীরের কাছে আসে। তাদের বৌয়েরা বাড়ি বাড়ি কাজ করে সংসার চালায় আর সেই রক্ত জল করা উপার্জনের টাকায় ওরা জুয়া খেলে। মদ খেয়ে এসে পাড়ার মধ্যে হল্লা করে। মাঝরাতে বাড়ি ফিরে বৌ বাচ্চাদের পেটায়। ওদের সঙ্গে মেশার পর থেকে সুধীরের

ছোটগল্প

দিন কয়েকের বাসি একটা রজনীগন্ধার মালার মধ্যে দিয়ে আধখোলা একটা কাগজের মোড়কে কি যেন একটা চকচক করছে। ঝটিতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দীপা। জিনিসটাকে হাতে তুলে নেয় তাড়াতাড়ি। কাগজের মোড়কটা পুরোপুরি খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সহস্রাধিক সোনালি রোশনাইতে ওর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একটা সোনার বিছে হার।

হাবভাব কথাবার্তা বদলেছে। যখন তখন টাকা চায় না। দিতে না পারলে জবাবদিহি করে, 'বাজে কথা বলিসনি। আজকাল অনেক পয়সাওয়ালা বাবুরাই সার্টিফিকেট কিনছেন। ভেবেছিস খবর রাখি না! এ জন্যি পোস্ট অফিসে লাইনও পড়ে। টাকাগুলো কী করেছিস বল হারামজাদি।' সুধীর চোয়াল শক্ত করে দীপার চুলের মুঠি ধরে নাড়া দেয়। 'টাকাগুলো দু'দিনের মধ্যে এনে না দিলে ছালচামড়া ছাড়িয়ে নিব মনে রাখিস।'

একসঙ্গে এতগুলো টাকা দীপা কোথায় পাবে এনএসসি ছাড়া। দীপা জানে সুধীরের মনে কারা গরল ঢালছে। ও বলেছিল, 'লোকগুলো ভালো ঠেকে না। ওদের সঙ্গে মিশো না।' শুনে খেঁকিয়ে উঠেছিল সুধীর, 'আমার মাথায় টুপি পরাতে পারলে খুব সুবিধে হয়, না? এনেছিস মালকড়ি?'

.....দীপা তাকের কোণ ছুঁয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা না পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। সারা তাকটা তন্নতন্ন করে খোঁজে। গেল কোথায়? যূথিকাদি তো এখানেই রাখেন। নীচু হয়ে একবার গ্যাসের চারপাশটা দেখে নেয়। না, সেখানেও নেই। বিরক্তিতে দীপার চোখ দুটো কুঁকড়ে ওঠে। বিড়বিড় করে, 'বাড়ির মাইনে করা চাকরানি যেন- হুকুম করলেই গাধার মতো খাটতে হবে।' তারপর হঠাৎ গলার স্বরটা কেঁপে ওঠে ওর, 'ওহ! ভগবান, সারাটা জীবন ধরে কি আমাকে এসব সহ্য করতে হবে? মরণ হয় না কেন আমার। দাঁতে দাঁত চেপে আঁচলের প্রান্তটা চোখের কোলে চেপে ধরে দীপা। হঠাৎই মনে হয় শোয়ার ঘরে ঠাকুরের সিংহাসনের ধারেকাছে থাকতে পারে দেশলাইটা। যূথিকাদি হয়তো রাতে ধূপ জালানোর পর ওখানেই ফেলে রেখেছেন।

দীপা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শোয়ার ঘরে আসে। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সিংহাসনের মাথায় একরাশ ধূপের প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে বাক্সটা। জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে আসা রোদের কিরণে চিকচিক করছে ধূপের প্যাকেটের সেলোফিনের মোড়কগুলো। দীপা সিংহাসন স্পর্শ করতে দ্বিধা করে না। কারণ সকালেই ওর স্নান সারা হয়েছে। দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিতে ধূপের প্যাকেটগুলো নড়েচড়ে উঠে আশপাশে গড়িয়ে পড়ে। আর ঠিক তখনই দীপার চোখের পাতা দুটো বার কয়েকের জন্য কেঁপে ওঠে। দিন কয়েকের বাসি একটা রজনীগন্ধার মালার মধ্যে দিয়ে আধখোলা একটা কাগজের মোড়কে কি যেন একটা চকচক করছে। ঝটিতি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দীপা। জিনিসটাকে হাতে তুলে নেয় তাড়াতাড়ি। কাগজের মোড়কটা পুরোপুরি খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সহস্রাধিক সোনালি রোশনাইতে ওর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একটা সোনার বিছে হার। দীপার আঙুলের ফাঁক গলে সেটা টানটান হয়ে ঝুলে পড়ে।

ক্ষণিকের জন্য দীপার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আস্তে আস্তে ঢোঁক গেলে। জিভের স্পর্শে শুকনো ঠোঁট দুটো আলতো করে ভিজিয়ে নেয়। সুধীরের কঠিন মুখটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কানের মধ্যে রণিত হয়, '....কাল যদি না আনিস ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেব, মনে রাখিস।' কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে দ্রুত। হারটার ওজনে ওর কবজিটা নুয়ে পড়েছে। কম করে পঁচিশ ভরি হবে। সুধীরকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে? হারটা বিক্রি করতে পারলে....। দীপা মেঝেতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে গুমগুম শব্দ হচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিছন ঘুরতে গিয়ে অন্য একটা শরীরের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই নিজের শরীরটা হিম হয়ে যায়। চোখের সামনে জলজ্যান্ত যূথিকাদি। হাতের মুঠো আলগা হয়ে যায় দীপার। হারটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে যায়। যূথিকা আস্তে আস্তে নীচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নেন। তাঁর মুখের পেশিগুলো টানটান হয়ে উঠেছে। চোখের মণিদুটো স্থির, ধারালো। সময়টা মুহূর্তের জন্য যেন থমকে পড়ে। তারপর হঠাৎ যূথিকার ঠান্ডা গলা স্বরে দীপার পায়ের তলার মাটি কেঁপে ওঠে, 'ঠিক সময়ে এসে পড়েছি তাহলে! অসীম সৌভাগ্য আমার, বেল না টিপে, চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেছি, নইলে কখন যে আঁচলের মধ্যে নিয়ে সরে পড়তিস টেরই পেতাম না। কতদিন হল এ বিদ্যে ধরেছিস?'

দীপা নীরব। কপাল আর কানের লতি বেয়ে ঘাম নামছে।

'কী হল কানে কথা ঢুকছে না?' যূথিকা দীপার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেন।

'বিশ্বাস করুন যূথিকাদি, আমি এই জিনিস চুরি করতে চাইনি। আমার স্বামী আমার কাছে রোজ কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা চায়। দিতে না পারলে মারে। এই সেদিনও শাসিয়েছে, দু'দিনের মধ্যে দশ হাজার টাকা না এনে দিলে আমায় খুন করবে। প্রাণে বাঁচার লোভ আমি সামলাতে পারিনি দিদি।' অস্ফুট স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে দীপা মাটিতে বসে পড়ে ডুকরে ওঠে।

'টাকাটা তুই আমার কাছে ধার চাইতে পারতিস না?'

দীপা নিরুত্তর।

'ব্যাপারটা সুখময়বাবুকে না জানিয়ে উপায় নেই দীপা।' যূথিকা হারটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

ছুটে এসে যূথিকার ডান হাতটা ধরে ফেলে দীপা, 'দিদি আমার এমন সর্বনাশ করবেন না। আমায় বাঁচান।'

'পারলাম না দীপা। তুমি আমার বিশ্বাস নষ্ট করেছ।'

যূথিকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এলেন। তারপর ক্ষিপ্ত গতিতে দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে পা বাড়ালেন।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

রোহিত দাশগুপ্ত, অষ্টম শ্রেণি,
সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

শ্রেয়সী সরকার, উত্তরায়ণ কলেজ অফ এডুকেশনের পড়ুয়া।

সৃজনী চৌধুরী, স্ট্রবেরি কিডস স্কুল, তৃতীয় শ্রেণি, শিলিগুড়ি।

মহিমা কার্জি, পঞ্চম শ্রেণি,
মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুল, মহিষবাথান, কোচবিহার।

অনন্যা নন্দী, চতুর্থ শ্রেণি,
স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুল, আলিপুরদুয়ার।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, চতুর্থ শ্রেণি,
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

আরুষ সাহা, পঞ্চম শ্রেণি,
সেন্ট অ্যান্থনি স্কুল, দেবনগর, জলপাইগুড়ি।

অদ্রিজ বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল, কোচবিহার।

JAI BABA KEE
SCHOOL UNIFORM
ALL KINDS OF SCHOOL READY MADE UNIFORM, NECK TIES, BELTS, SOCKS, STOCKING, SWEATERS BLAZERS, GAMES T-SHIRTS, TRACK SUITS, SCHOOL BAGS ARE AVAILABLE AT MOST REASONABLE RATES
FOR RETAIL & WHOLESALE CONTACT
SHREE SHANKAR STORES
THE SCHOOL PEOPLE PAR EXCELLENCE
Khudiram Pally, H.C. Road, Siliguri -734001
Ph.: 8145041003, 9475616939

B. S. DIAGNOSTIC CENTRE
(A unit of Dr. Goswamis Diagnostic Centre Pvt. Ltd.)
Haren Mukherjee Road, Pakurtala More, Siliguri
Information Centre: Krishna Kunja, Medical More, Siliguri
9831676161 / 9474090952
www.bsdcslg.com
OUR SERVICES
PATHOLOGY - Routine & Special (Biopsy, FNAC, Thalassemia Detection)
Cancer Marker Study ● Pap Smear
HSG ● Digital X-Ray ● ECG
Holter ● Echo Cardiogram
Ultrasound (3D) ● PFT ● Color Doppler
Home Collection Facility Available

বেহাল রাস্তায় জেরবার শহর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : পুজোর মুখে শিলিগুড়ি পুরনিগম রাস্তা মেরামতিতে জোর দিয়েছিল। কিন্তু এরপরেও যে অনেক রাস্তা দিয়ে চলাচল অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শনিবার টক টু মেয়রে একের পর এক ফোনে স্পষ্ট হল। বেআইনি নির্মাণ থেকে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে যথারীতি ফোন এসেছে, তবে বেহাল রাস্তা নিয়ে সাধারণ মানুষ কতটা সমস্যায়, সেটা বেশি করে প্রকট হয়েছে।

যদিও এমন কিছু রাস্তা সম্পর্কে ফোন এসেছে, যা কয়েকমাস আগেই পুরনিগমের তরফে মেরামত করা হয়েছিল। ভারী যান চলাচলের জন্য যে রাস্তাগুলি ভেঙে যাচ্ছে, তা পুর আধিকারিকরা বুঝতে পারছেন। এর জন্য পুরনিগম কিছু রাস্তায় হাইট ব্যারিকেড লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'শহরের প্রায় সমস্ত রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও কিছু রাস্তা নিয়ে সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছে। যান নিয়ন্ত্রণে হাইট ব্যারিকেড বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

Sunetra'z
Vision Redefined
চশমা থেকে মুক্তি পেতে
আজই চলে আসুন
Dr. Amitabha Chakraborty
Doctor is an Experienced Phaco Surgeon and Medical Retina Specialist
Ashrampara, Near Pakurtala, More, Siliguri
9002280804/7031532499

রাস্তা নিয়ে শহরে অভিযোগ নতুন নয়। সারা বছরই শহরের কোথাও না কোথাও বেহাল রাস্তা নিয়ে বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দেন। এবার খারাপ রাস্তা নিয়ে শনিবার শহরের অনেকেই টক টু মেয়রে ফোন করলেন। কারও বক্তব্য, দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল রাস্তার জন্য চলতে সমস্যা হচ্ছে।

ফোনে নালিশের বন্যা

“পুজোর আগে শহরের প্রায় সমস্ত রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর পরেও কিছু রাস্তা নিয়ে সমস্যার কথা শোনা যাচ্ছে। যান নিয়ন্ত্রণে তাই কিছু রাস্তায় হাইট ব্যারিয়ার বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

– **গৌতম দেব**
মেয়র, শিলিগুড়ি

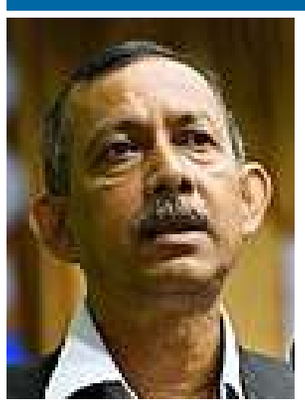

কেউ কেউ জানালেন, কিছুদিন আগে রাস্তা তৈরি হলেও কয়েকমাস যেতে না যেতেই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আইবি থাপা রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে এক ব্যক্তি ফোন করলে মেয়রকে বলতে শোনা যায়, '৪৭টা ওয়ার্ড। প্রচুর রাস্তা। সমস্ত রাস্তা তো একসঙ্গে করা যায় না। পর্যায়ক্রমে সমস্ত রাস্তাই ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।' নতুন করে আইবি থাপা রোডের জন্য এস্টিমেট করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

৪০ নম্বর ওয়ার্ডের রবি মজুমদার মেয়রের কাছে রাস্তা খারাপের কথা তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি ম্যাস্টিক করা হচ্ছে বলে মেয়র জানান। চম্পাসারির প্রজ্ঞা জয়সওয়াল জানান, কাঁচা নর্দমা থাকার জন্য স্টেট গেস্টহাউসের পিছনের রাস্তাটিতে দিয়ে চলাচল অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা আবার অভিযোগ করেন, রাস্তা দখল করে বেআইনি নির্মাণ চলছে। এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে গৌতম আশ্বাস দেন। রাস্তা মেরামতির জন্য আবার অনেকেই মেয়রকে ধন্যবাদ জানান। এমনই একজন ১ নম্বর ওয়ার্ডের অশোক মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে পাড়ার রাস্তাটি বেহাল হয়ে ছিল। পুজোর মুখে রাস্তাটি মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর কোনও সমস্যা নেই।'

সুকান্তপল্লির পার্থ চক্রবর্তীর মতো অনেক বাসিন্দাই নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে মেয়রের দ্বারস্থ হন। যথারীতি বেআইনি নির্মাণ সহ একাধিক বিষয়ে টক টু মেয়রে অভিযোগ জমা পড়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মেয়র আশ্বাস দেন।

লালমোহন মৌলিক ঘাটে অবৈধ পার্কিং। – সংবাদচিত্র

গাড়ির আড়ালে ঢাকে দুর্গা মডেল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : লালমোহন মৌলিক ঘাটকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে দুর্গা প্রতিমার মডেল রয়েছে। তার সামনে দাঁড় করানো রয়েছে একটি গাড়ি। কিন্তু এভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে দুর্গার মডেলটা দেখা যাবে কীভাবে? প্রশ্ন করতেই ওই গাড়িচালক বললেন, 'ঘাটের রাস্তাজুড়ে তো এভাবেই গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। কোথাও জায়গা নেই বলেই তো মডেলটার সামনে গাড়ি রেখেছি।' গাড়িচালক যে সত্যি বলছেন, সেটা সামনে তাকাতেই বোঝা গেল। রাস্তার পাশে সাজানো গাছের বেদি থেকে দুর্গার মডেল, সমস্তটাই ঢাকা পড়েছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো গাড়ির দৌলতে।

এভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার কারণটা কী? উত্তরটা খুঁজতেই সামনে এল, ঘাট এলাকায় থাকা একের পর এক গ্যারাজ। তবে শুধু গ্যারাজই নয়, পাহাড় থেকে আসা বহু গাড়িও এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে এই ঘাট এলাকায়। বিষয়টা অজানা নয় পুরনিগমের কাছেও। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'ঘাট থেকে ওই গ্যারাজগুলো যাতে সরানো যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

শহরের বাসিন্দা প্রদীপ দাস। বললেন, 'সকাল থেকেই ঘাট এলাকায় এত গাড়ি আসে যে সৌন্দর্যায়নের জায়গাগুলো আর দেখা যায় না। তাহলে এত টাকা খরচ করে সৌন্দর্যায়নের মানে কী?' প্রশ্ন আরও আছে। শুধু যে জায়গাগুলোর সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে, তা নয়, মহানন্দা নদীও প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। কিছুটা এগোতে দেখা গেল, গ্যারাজে আসা গাড়িগুলো ঘাটের নদীর পাশে দাঁড় করিয়ে চলছে পরিষ্কার। গাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে এসে সরাসরি নদীর জলে ধোয়া হচ্ছে। এতে নদী দূষণ হচ্ছে জেনেও কারওর ভ্রূক্ষেপ নেই বলে আক্ষেপ করলেন শহরবাসী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'প্রতিদিন কম করে হলেও পঞ্চাশটারও বেশি গাড়ি ঢোকে এই ঘাটে। কী পরিমাণ যে নদী দূষিত হচ্ছে, বুঝতেই পারছেন।'

টাকা নিয়েও ডিজেল না দেওয়ার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : টাকা নিয়ে গাড়িতে ডিজেল ভরে দেওয়া হয়নি। শিলিগুড়ির একটি পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটিকে ঘিরে শুক্রবার রাতে চম্পাসারি মোড় সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, সুরেশ বর্মন নামে এক ব্যক্তি মালবাহী চারচাকার গাড়ি নিয়ে ওই পাম্পে যান। সেখানে কর্মরত এক কর্মীকে তিনি ১১০০ টাকার ডিজেল ভরতে বলেন। ডিজেল ভরিয়ে সুরেশ গাড়ি নিয়ে দেবীডাঙ্গার দিকে যান। কিন্তু মাঝপথে গাড়ির তেলের মিটার মাপমতো জায়গায় উঠতে না দেখে তিনি ঘাবড়ে যান। গাড়ির ট্যাংক খুলে তিনি দেখেন তাতে কম পরিমাণে জ্বালানি রয়েছে। তিনি ফের ওই পাম্পে যান।

অভিযোগ, গাড়ি থেকে জ্বালানি বের করে দেখা যায় সেখানে প্রায় পাঁচ লিটার জ্বালানি রয়েছে। সুরেশ বলেন, 'পাঁচ লিটার জ্বালানি আগে থেকেই গাড়িতে মজুত রাখা ছিল। ১১০০ টাকা দিলেও পাম্প কর্তৃপক্ষ ডিজেল দেয়নি।'

পাম্প কর্তৃপক্ষ অভিযোগ মানতে চায়নি। পাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর বক্তব্য, 'টাকা নিয়েও জ্বালানি না দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমাদের ধারণা, ওই গাড়িটি থেকে আমাদের দেওয়া ডিজেল বের করে নেওয়া হতে পারে।' ঘটনাটি নিয়ে শনিবার রাত পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

দুর্ঘটনার শঙ্কা বিশ্বনাথ রোডে

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বনাথ রোড বেহাল হয়ে পড়েছে। ওয়ার্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি বর্তমানে গর্তে ভরে গিয়েছে। রাস্তার একাংশে পিচের প্রলেপ উঠে যাওয়ায় প্রায়ই বাইক, স্কুটার সেখানে পিছলে পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হচ্ছে। এনিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম ভরসা এই রাস্তাটি এভাবে বেহাল হয়ে থাকায় তাঁদের প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তার একটি ধারে থাকা নিকাশিনালার বেহাল অবস্থাও ভোগান্তি বাড়িয়েছে। সমস্ত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো আশ্বাস দিয়েছেন।

সম্প্রতি জাতীয় সড়ক ধরে এলাকায় ঢুকতে গিয়ে বিশ্বনাথ রোডের বেহাল পরিস্থিতি নজরে এল। এলাকার বাসিন্দা পরিতোষ বর্মন বললেন, 'পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাস্তাটির এই পরিস্থিতি। সময় যতই গড়াচ্ছে, রাস্তাটি যেন আরও বেশি করে বেহাল হয়ে পড়ছে। নিকাশিনালার পরিস্থিতিও বেহাল হতে থাকায় আরও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দা প্রীতম দাসের কথায়, 'ওয়ার্ডে এমনিতেই নিকাশি ব্যবস্থার অবস্থা বেহাল। রাস্তাটির পাশে থাকা নিকাশিনালার অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়েছে।'

জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী এই রাস্তাটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন কলোনির বাসিন্দারা ব্যবহার করেন। এলাকার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'বাঙালি বস্তি, পাসোয়ান বস্তি এলাকার বাসিন্দারা রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করেন। মূল রাস্তাটিই যদি এই অবস্থায় থাকে তবে সমস্যা হবেই।' দ্রুতই সমস্যা মিটে যাবে বলে কাউন্সিলারের আশ্বাস।

প্রদীপে রংয়ের প্রলেপ। শনিবার শিলিগুড়ি থানার পাশে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : কাফ সিরাপ সহ দুজনকে এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। রঞ্জিত মাহাতো ও কমল বিশ্বাস নামে ওই দুজন বাগডোগরার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, রঞ্জিত এদিন জংশন সংলগ্ন এলাকায় দুই ব্যাগ কাফ সিরাপ ডেলিভারি দিতে গিয়েছিল। বাগডোগরা থেকে কমল তা ডেলিভারি নিতে এসেছিল। খবর পেয়েই এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। প্রায় এক লক্ষ টাকার ৩০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে। তদন্ত চলছে।

থ্রিডি আলোকসজ্জায় চমক

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : দীপাবলি মানে আলোর উৎসব। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলেছে আলোর ধরন। একটা সময় পুজো মণ্ডপগুলিতে দেখা যেত টুনি বালব দিয়ে সজ্জার কাজ। তারপর আলোর ক্ষেত্রে বাহার কিছু বাড়ল। আর এখন আস্ত মণ্ডপে চলে আলোর লাইভ শো। সাধারণ আলোকসজ্জার পরিবর্তে লাইট ম্যাপিং, থ্রিডি আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে আলোর লাইভ শোয়ের মধ্য দিয়েই মণ্ডপসজ্জার কাজ করতে পছন্দ করছে পুজো উদ্যোক্তারা।

শিলিগুড়িতে এবছর কালীপুজোয় কোথাও দেখা যাবে দারুণ আলোকসজ্জা তো কোথাও আলোর মাধ্যমে নানান শো। সময়ের সঙ্গে পুজোর আলোকসজ্জার ক্ষেত্রেও যে সাধারণ মানুষের পছন্দের পরিবর্তন হয়েছে এমনটাই বলছিলেন আলোকশিল্পী বিবেক বোস। দুর্গাপুজোতে শহরের একাধিক মণ্ডপের আলোকসজ্জার কাজ করেছিলেন। এবছর জিটিএসের আলোর দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'এখন সাদামাঠা আলোকসজ্জা আর মানুষকে টানে না। মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে মণ্ডপে আলোর নানান কারসাজি করা হচ্ছে। বুর্জ খলিফায় যেমন আলোর শো দেখানো হয়, সেই ধরনের শো দেখানোর প্রচেষ্টায় আমরা।' এবছর আলোকসজ্জায় চোখধাঁধানোর জন্য প্রস্তুত টিএস–ও। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলোকসজ্জায় বিশেষ জোর দিচ্ছে এই ক্লাব। কল্যাণী থেকে এলইডি লাইট সহ আলোর নানান শোয়ের ব্যবস্থা করেছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

শিলিগুড়ির অন্যতম পুজো কমিটি উল্কায় প্রবেশ করলেই দেখা যাবে আলোর নানান কারসাজি। বিশাল মোড় থেকেই শুরু হবে তাদের আলোর ঝালর। এছাড়া মূল আলোকসজ্জা দেখা যাবে মণ্ডপে। চন্দননগরের আলোকশিল্পীরা মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন। শহরের আরেক আলোকশিল্পী অজয় মল্লিকের কথায়, 'দীপাবলিতে আলোর দিকে সবার নজর থাকে। এবছর শহরের মণ্ডপগুলি যে অত্যাধুনিক আলোতে জ্বলজ্বল করবে তা বলা যেতেই পারে।' এবছর লাইট ম্যাপিং, লাইভ শো সহ এলইডি থ্রিডি লাইটের বাহারে সেজে উঠবে শহরের নানান পুজোমণ্ডপ।

অসুস্থ আইনজীবী উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : অসুস্থ অবস্থায় শিলিগুড়ির এক আইনজীবীকে উদ্ধার করা হল শনিবার। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন সূর্যসেন মার্কেটের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁকে। ওই আইনজীবীকে উদ্ধারকারী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্য সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অসুস্থ অবস্থায় একজনকে পড়ে থাকতে দেখে আমরা এগিয়ে যাই। তিনি নিজের নাম জানান জ্যোতি আগরওয়াল। সেই সূত্রেই আমরা শিলিগুড়িতে যোগাযোগ করি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে পরিবারের লোকজন এসে তাঁকে নিয়ে যায়।'

সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরে ওই আইনজীবী নিখোঁজ ছিলেন। গত ২৬ অক্টোবর শিলিগুড়ি থানায় পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়ারি করা হয়েছিল।

SIP
এর মাধ্যমে প্রতিমাসে সঞ্চয় করুন।
PRABIN AGARWAL
Empowering Investments
CALL-9647855333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001
AMFI Registered Mutual fund Distributor
Mutual Fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully.

উল্কা ক্লাবে সহজ পাঠের থিম

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : 'কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি, বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি' এই কবিতা আমাদের সকলের ছোটবেলার সঙ্গে যুক্ত। সহজ পাঠের 'বনে থাকে বাঘ', হাট এই কবিতাগুলি ফুটিয়ে তোলা হবে শিলিগুড়ির উল্কা ক্লাবে। ক্লাবের ৪৬তম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজ পাঠ'–এর থিমে গোটা মণ্ডপসজ্জা হচ্ছে। শুধু সহজ পাঠ নয়, মণ্ডপে থাকছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি। বাঙালির সম্পদ রবি ঠাকুরকে পুজোর থিম রেখে তাঁর সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাইছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

নবদ্বীপের ডেকোরেটার শিল্পীরা এবছর উল্কা ক্লাবে মণ্ডপ তৈরি করছেন। জ্যোতিনগরের এই ক্লাবের কালীপুজো দেখতে প্রতিবছর দর্শনার্থীদের ঢল নামে। এবছরও নতুন কিছু করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠকে তুলে ধরা হবে। পুজো বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা। মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে নজরকাড়ার প্রস্তুতি তো চলছে। সঙ্গে রয়েছে আলোকসজ্জায় চমক। এবছর বিশাল মোড় থেকে শুরু

হবে আলোকসজ্জা। মণ্ডপে প্রবেশ করলেই ছোটবেলার স্মৃতি তাজা হয়ে যাবে, মণ্ডপে শোনানো হবে সহজ পাঠের কবিতাগুলি। অন্য ধরনের এই থিম সাধারণ মানুষের পছন্দ হবে বলে মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ক্লাবের তরফে শান্তনু পাল বলছিলেন, 'প্রতিবছরই থিমের মাধ্যমে নতুন কিছু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় থাকি। এবছর প্রথমে নারী শক্তির ওপরে দেখেছিলাম, তবে শেষমেশ সহজ পাঠকেই বেছে নিই। এবছর উল্কায় আসলে স্মৃতি তাজা তো হবেই, সঙ্গে দর্শনার্থীরা অনেক আনন্দ পাবেন।' প্রবীরকুমার মণ্ডল অবশ্য বলছিলেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো বিশ্বকবি বটেই, সঙ্গে বাঙালিদের কাছে আবেগের জায়গা। আমরা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে চাইছি আমাদের পুজোর মধ্য দিয়ে।'

অ আ ক খ থেকে নানা কবিতা সবই থাকছে এবছর উল্কার পুজোমণ্ডপে। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা হচ্ছে। শুধু শিলিগুড়িই নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষ আসেন উল্কার পুজো দেখতে। এবছরও নতুন কিছু দেখার জন্য এই পুজোয় আসার জন্য আপামর জনসাধারণকে আমন্ত্রণ করেছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

MULTILEVEL JEWELLERS & CO.
BIS हॉलमार्क
Best Wishes for Dhanteras, Kalipuja & Deepawali
Dhanteras Dhamaka
On Cash Purchase Gold Ornaments 15% to 35% Discount & Diamond Jewellery 10% Flat Discount.
Old Gold Exchange offer with New Ornaments.
On Purchase of 3,50,000 to 4,99,999 (32 inch MI TV), on Purchase of above 5,00000 (Samsung A14 5G)
this offer is applicable only for Siliguri & Bagdogra Showroom.
This offer is valid form 6th November to 11th November 2023
*Conditions Apply
SILIGURI: Deshbandhu Para, Siliguri-734004, Ph.: (0353) 2660814 (O), (0353) 2663439 (S)
BAGDOGRA: Sarda Super Market (Near Central Bank Building), Bagdogra Main Road, Ph.: 95646-86626
JALPAIGURI: Silpa Samiti Para, Beguntari More, (Near Flora Furniture) Ph.: 03561-224624

Acharya Tulsi Diagnostic Centre
Dental Care
TESTS CONDUCTED IN WORLD'S MOST CREDIBLE FULLY AUTOMATIC MACHINES
Immunoassy:Beckman Coulter-USA | Biochemistry-Randox-Rx-UK
Haematology-Horriba-Yumzen-500-Japan | Nephelometry-Mispa i2
USG-Siemens Acuson X300 PE
SPECIAL PRICE FOR REGULAR INDIVIDUAL TEST

BLOOD SUGAR	RS. 20	HBA1C	RS. 350	CBC	RS. 190
HB%	RS. 30	T3 T4 TSH	RS. 350	LH	RS. 430
BLOOD GROUP	RS. 50	LFT	RS. 300	FSH	RS. 360
UREA	RS. 70	VITAMIN B12	RS. 600	PROLACTIN	RS. 350
CREATININE	RS. 60	VITAMIN D3	RS. 900	CRP	RS. 300
URIC ACID	RS. 70	LIPID PROFILE	RS. 350	PSA	RS. 500
URINE R/E	RS. 50	PAP SMEAR	RS. 600	ECG (12 CHANNELS)	RS. 100
CHOLESTEROL	RS. 90	DIGITAL CHEST X-RAY	RS. 100	ECHO COLOUR DOPPLER	RS. 1000
FNAC	RS. 1000	DIGITAL X-RAY (OTHERS)	RS. 200	USG WHOLE ABDOMEN	RS. 650

OPD SERVICES
Dr. P.K. Banthia, MBBS, PGDBAS, (Family Physician), Timing : Monday to Friday 4:30 pm to 6:30 pm, Consultation Fee: Rs. 200/-
Dr. Bipul Bardia, MBBS, PGDCC, (General Physician), Timing : Monday & Friday 9 am to 10 am (On Call), Consultation Fee: Rs. 300/-
DENTAL CARE
Dr. Prerna Jain Bansal, BDS (Dentist), Timing : Monday to Saturday 11 am to 1 pm | 4 pm to 6 pm, Consultation Fee: Rs. 150/-
Dr. Himanshu Bansal, BDS (WBUHS), Timing : Sunday 9 am to 12 noon, Consultation Fee: Rs. 150/-
FOR HOME COLLECTION CALL - PRADIP : 96418 82748, RONIT : 98329 39607
Helpline No : 81700 10001 / 62968 83658
3rd floor, Crescent Court, Jhankar More, Burdwan Road, Siliguri, Dist. Darjeeling (W.B.), www.atdcslg.com

বাহাত্তরের নিয়ম কীভাবে লগ্নি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে?

প্রবীণ আগরওয়াল

এটি একটি সাধারণ নিয়ম যা বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট সুদের হারে টাকা দ্বিগুণ হতে কতদিন সময় লাগবে তা বুঝতে সাহায্য করে। এর জন্য আপনি যে সুদে লগ্নি করেছেন তা দিয়ে আপনি ৭২-কে ভাগ করুন। ভাগফল আপনাকে আপনার অর্থ দ্বিগুণ করার নির্ধারিত সময়সীমা জানিয়ে দেবে।

বর্তমানে ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে সুদের গড় হার ৭ শতাংশ। আপনি যদি ৭২-কে ৭ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে দেখবেন সময়সীমা ১০ বছরের কিছু বেশি হবে। অর্থাৎ, লগ্নি দ্বিগুণ করতে হলে আপনাকে ওইসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আজ যদি আপনি ৭ শতাংশ হারে ব্যাংকে এক লক্ষ টাকা জমা রাখেন তাহলে সেটা ২ লক্ষ টাকা হতে ১০ বছর সময় লাগবে। এটি বিনিয়োগ বৃদ্ধির হিসাব কষার একটি সহজ পদ্ধতি। শুধু ব্যাংক আমানত নয়, এটি যে কোনও ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধির সময়কাল অনুমান করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

৭২-এর নিয়মের রূপকার কে?

১৪৯৪ সালে ইতালীয় গণিতবিদ লুকা প্যাসিওলি সুম্মা ডি অ্যারিথমেটিকা, জিওমেট্রিয়া, প্রোপরসনি এট প্রোপরসনাটিয়া নামে একটি বই লিখেছিলেন। এটি গণিতের বই। এখানে একটি বিভাগ ছিল যাকে এখন ৭২-এর নিয়ম বলা হয়।

৭২-এর নিয়মের সূত্র কী?

এক, প্রত্যাশিত ফেরত লাভের হার দিয়ে ৭২-কে ভাগ করলে বিনিয়োগ দ্বিগুণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বছরের হিসাব দেয়।

দুই, প্রত্যাশিত সুদের হার গণনার জন্য পূর্ণ সংখ্যা ৭২-কে ভাগ করুন। বুঝতে পারবেন যে টাকা লগ্নি করেছেন তা দ্বিগুণ হতে কত সময় লাগবে। লক্ষ্য করবেন, ভাগফল কখনোই পূর্ণ সংখ্যা আসবে না। কারণ, গাণিতিক সমীকরণটি বছরের ভগ্নাংশকে চিহ্নিত করে। ফলে লগ্নি দ্বিগুণ হওয়ার মেয়াদ পূর্ণ বছর সংখ্যার সামান্য বেশি বা কম হতে পারে। যা বছর, মাস এমনকি দিন দিয়েও চিহ্নিত হতে পারে।

৭২-এর নিয়ম কীভাবে ব্যবহার করবেন?

এই সূত্রটি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায় এমন ধরনের লগ্নির স্বাস্থ্য অনুমান করতে কাজে লাগে। আপনি ক্রয়ক্ষমতার ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অনুমান করতে একে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার যদি মনে হয় মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবছর ৬ শতাংশ হারে বাড়বে তাহলে আপনার বর্তমান খরচ দ্বিগুণ হতে ১২ বছর (৭২/৬) সময় লাগবে। অর্থাৎ, আগামী ১২ বছরে আপনার আয় কত হওয়া উচিত তা অনুমান করতে পারবেন।

নিয়মটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে। ধরে নেওয়া যাক, জনসংখ্যা প্রতিবছর ২ শতাংশ হারে বাড়ছে। তাহলে তা দ্বিগুণ হতে ৩৬ বছর (৭২/২) সময় লাগবে। এর অর্থ ভারতের জনসংখ্যা ২০৫১ সালে এক বিলিয়ন থেকে ২ বিলিয়ন হবে বলে আশা করা যায়।

৭২-এর নিয়মের সুবিধা

নিয়মটি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের একটি দ্রুত ও সহজ অনুমানে সাহায্য করে।

আপনি স্টক, বন্ড, রিয়েল এস্টেট সহ যে কোনও ধরনের বিনিয়োগে এটি ব্যবহার করতে পারেন।

এটি আপনাকে লগ্নির ক্ষেত্র বাছাইয়ে সহায়তা করতে পারে।

এটি এমন এক সরল পদ্ধতি যা সবার পক্ষে ব্যবহারযোগ্য।

উপরন্তু ৭২-এর নিয়ম বিনিয়োগকারীদের মূলধন দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয় সময় গণনা করতে সাহায্য করে। এর ফলে লগ্নিকারীরা নিজেদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করতে পারেন।

৭২-এর নিয়মের সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, এটি ৬-১০ শতাংশের মধ্যেকার কম সুদে লগ্নিকৃত আর্থিক বৃদ্ধির সময়ের হিসাব কষার ক্ষেত্রে ভালোভাবে কাজ করে। উচ্চ ফেরত লাভের ক্ষেত্রে এটি সবসময় খাটে না। এই ধরনের প্রকল্পগুলিতে লগ্নির পরিমাণ বৃদ্ধির আনুমানিক সময়সীমা পরিবর্তন হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এই সূত্র শুধু আনুমান করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে না।

তৃতীয়ত, সুদের হারে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়।

চতুর্থত, কোনও কারণে সুদের হার বদলে গেলে সূত্রটি বাতিল হয়ে যায়।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগতবিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

কবে ছন্দে ফিরবে ভারতীয় শেয়ার বাজার?

যুদ্ধবিরতির অপেক্ষায় বিশ্ব অর্থনীতি

বোধিসত্ত্ব খান

মাত্র মাস দেড়েক আগেই নিফটি তার সর্বকালীন উচ্চতা ২০,২২২.৪৫ পয়েন্টে পৌঁছেছিল। আর সেনসেক্স ৬৭,৯২৭.২৩-এ। সেখান থেকে দ্রুত সংশোধন এসেছে বাজারে। অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় ৬ শতাংশ পতন হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের দুটি প্রধান ইনডাইসেসে। ফিন্যান্সিয়ালসকে অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিফটি ব্যাংক ১১ অক্টোবর, ২০২৩-এ ৪৪,৭১০.৫৫-এর উচ্চতা লাভ করে। অর্থনীতিবিদরা এবং বিভিন্ন ব্রোকিং হাউস এবং ক্রেডিট এজেন্সিগুলি ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। এমনকি ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যতম। ফলে বিদেশি অর্থ বিভিন্ন ফরেন ইনস্টিটিউশন ইনভেস্টর (এফআইআই), ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট (এফপিআই), ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই)-এর মাধ্যমে ভারতে আসছে। ১৪০ কোটির দেশ ভারতবর্ষ। এহেন সুবিশাল বাজার ধরতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, নরওয়ের মতো পাশ্চাত্য দেশ এবং সৌদি আরব, কাতার, ইউএই, ওমান, কুয়েতের মতো মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলি।

প্রায় দুই যুগ ধরেই চিন ছিল বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের প্রিয় বিনিয়োগের জায়গা। তবে চিনের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থা, এভারগ্র্যান্ডের মতো অতিকায় রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পতন, ব্যবসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা এবং সস্তা শ্রম, অতি সুলভ মূল্য জল এবং বিদ্যুতের সরবরাহ ইত্যাদি যা বিদেশি কোম্পানিগুলি এতকাল পেয়ে এসেছে চিনে, ভারতে একইরকম সুবিধা এবং তুলনামূলকভাবে কম ব্যবসায়িক জটিলতা ক্রমশ আকর্ষণ করে চলেছে সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে। ১৯৭০-এর দশক থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি একনাগাড়ে জ্বালানি তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে এই দেশগুলি ক্রমশ সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। তবে রিনিউয়েবল এনার্জি এবং গ্রিন এনার্জির গত কয়েক বছরে যে দাপট বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত বা কাতার প্রভৃতি দেশ বুঝেছে যে, ফসিলজাত জ্বালানির কদর ভবিষ্যতে অনেকটাই কমতে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ফসিলজাত জ্বালানি দেশের ওপর নির্ভর করেই এতদিন এই দেশগুলির অর্থনীতি সচল ছিল। কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে যে, কেবলমাত্র জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভর করে থাকলে তাদের অর্থনীতি দারুণভাবে বৃদ্ধি পাবে না। উপরন্তু গত দুই বছরে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করতে তেল উৎপাদন অনেক কমিয়ে দিয়েছে ওপেক দেশগুলি, যার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও রয়েছে। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি স্তিমিত হয়েছে এই কয়েক বছরে।

কাতারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে গত কয়েক সপ্তাহে। কাতার বিশ্বের মধ্যে অন্যতম বেশি পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে থাকে এবং ভারত কাতারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস কিনে থাকে এলএনজি (লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস)-এর মাধ্যমে। পেট্রোনেট এলএনজি নামে যে কোম্পানি রয়েছে, ভারতের সেটা একটি বিশেষ ধরনের কোম্পানি। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে ভারত সরকারের, চারটি সরকারি কোম্পানির মাধ্যমে। ১২.৫ শতাংশ ইন্ডিয়ান অয়েল, ১২.৫ শতাংশ বিপিসিএল, ১২.৫ শতাংশ গেইল এবং ১২.৫ শতাংশ ওএনজিসির। বাকি ৫০ শতাংশের মধ্যে এফআইআই-এর অংশীদারিত্ব ৩০.৫ শতাংশ এবং ডিআইআই (৫.৯ শতাংশ) এবং জনসাধারণের কাছে ১৩.২ শতাংশ। এই কোম্পানির সঙ্গে কাতারের বাণিজ্যিক চুক্তি শেষ হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে। তারপর আরও পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা পেট্রোনেট এবং কাতারের মধ্যে। পেট্রোনেট এলএনজি প্রত্যেক বছর ৮.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি কেনে কাতারের কাছ থেকে। তবে ভারত এবং কাতারের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা না কাটলে কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা নষ্ট হতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

শুক্রবার ডব্লিউটিআই ক্রুড ট্রেড করেছে ৮২.৭৩ ডলার প্রতি ব্যারেল, ব্রেন্ট ক্রুড ৮৭.০৪ ডলার, মারবান ক্রুড ৮৭.৯২ ডলার, ওপেক বাস্কেট ৮৮.৫৬ ডলার, ইন্ডিয়ান বাস্কেট ৮৬.৮৫ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ট্রেড করেছে ৬৮৯৮ টাকা প্রতি ব্যারেল। প্রাকৃতিক গ্যাস ট্রেড করেছে ২৯৩.৭ টাকা প্রতি এমএমবিটিইউ। ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৬১,৭৫০ টাকায়। প্রতি কিলো রুপো ট্রেড করেছে ৭৪,১০০ টাকায়। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, কপার, লেড এবং জিঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার দিনের শেষে নিফটি ৯৭.৩০ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে বন্ধ হয় ১৯২৩০.৬০-তে। সেনসেক্স ২৮২.৮৮ পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। নিফটি ব্যাংকও ০.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এশীয় বাজারগুলিও পজিটিভে বন্ধ হয়েছে। নিক্কেই ২২৫ ১.০৯ শতাংশ, স্ট্রেইট টাইমস ১.৯৫ শতাংশ, হ্যাংসেং ২.৪৫ শতাংশ, তাইওয়ান ০.৬৭ শতাংশ, কসপি ১.০৬ শতাংশ, সেট ১.০৬ শতাংশ, জাকার্তা ০.৫৫ শতাংশ এবং সাংহাই ০.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন আমেরিকান ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ডাউজোন্স, এস অ্যান্ড পি এবং ন্যাসড্যাক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইউরোপীয় বাজারগুলির মধ্যে ফুটসি এবং ক্যাক নীচে নেমে গিয়েছে।

শুক্রবার যে কোম্পানির শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছাড়িয়েছে তার মধ্যে রয়েছে এবি মানি, অ্যাম্বার এন্টারপ্রাইজেস, অ্যাঞ্জেল ওয়ান, অরবিন্দ অ্যান্ড কোম্পানি, অরিয়ন প্রো সলিউশন, বাজাজ হিন্দুস্থান, বিড়লা সফট, ব্লু স্টার, কানাড়া ব্যাংক, সিডিএসএল, ডিএলএফ, গোদরেজ প্রপার্টিজ, জিন্দাল স', ওবেরয় রিয়েলটি, পারসিস্টেন্ট, সুজলন এনার্জি, টাটা কফি, ভোডাফোন আইডিয়া, জোম্যাটো ইত্যাদি। ভোডাফোন আইডিয়া তিন মাসে ৭৫.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ভোডাফোন আইডিয়া এই সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ৮৭৩৬ কোটি টাকার ক্ষতির মুখ দেখেছে যা সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ ৭৫৯৫ কোটি টাকা ক্ষতি ছিল। কেবলমাত্র গত চার কোয়ার্টারে এই কোম্পানি ক্ষতির মুখ দেখেছে মোট ৩০,৯৮৩ কোটি টাকার। শুক্রবার জোম্যাটোর শেয়ারে ৮.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি এসেছে। কেবলমাত্র এই বছরেই জোম্যাটোর শেয়ারে ৯৬.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি এসেছে। উল্লেখযোগ্য, এফআইআই এই কোম্পানিতে প্রায় ৫৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব কিনে রেখেছে। বহু কোয়ার্টার ক্ষতির মুখ দেখার পর জুন, ২০২৩-এ এই কোম্পানি প্রথম লাভের মুখ দেখেছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ এই কোম্পানি লাভবৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৬ কোটি টাকা। তবে অপারেটিং প্রফিট কিন্তু এই কোম্পানির এখনও নেগেটিভেই রয়েছে।

উইন্ড টারবাইন জেনারেটর কোম্পানি সুজলনের শেয়ার শুক্রবার আপার সার্কিটে বন্ধ হয়। সুজলন কেবলমাত্র এই বছরেই ২২৩.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং গত তিন বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯২২.৩৯ শতাংশ। সুজলনের স্ট্যান্ড অ্যালোন ক্ষতি দাঁড়িয়েছে ৫.৩৬ কোটি টাকা। যদিও কনসলিডেটে ফিগারস অনুযায়ী সুজলন মোট ১০২ কোটি টাকা লাভে রয়েছে। ভালো ফল করেছে টাইটানও। ২০২২-এ সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ৮৩৫ কোটি টাকার তুলনায় ২০২৩ সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে লাভবৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৬ কোটি টাকা, টাইটানের বর্তমান আরওসিই ২৫.০৮ শতাংশ এবং আরওই ৩০.৮ শতাংশ। সাধারণত একটি কোম্পানির আরওই যখন আরওসিই থেকে বেশি হয়, তার মানে এটা দাঁড়ায় যে, কোম্পানিটি ব্যবসায় টাকা খুব সুন্দর এবং কার্যকরীভাবে ব্যবহার করছে। গত ৫ বছরে টাইটানের কমপাউন্ডেড সেলস গ্রোথ ছিল ২০ শতাংশ এবং কম্পাউন্ডেড প্রফিট গ্রোথ ২৪ শতাংশ।

গত এক বছরে ভারতের আইপিও বাজার যে সাফল্য পাচ্ছে তা এক কথায় তুলনাহীন। মাঝারি, ছোট আইপিওগুলির চাহিদা বিপুল। এর মধ্যে যে কোম্পানিগুলি ভালো লিস্টিং গেন দিয়েছে বিনিয়োগকারীদের তার মধ্যে রয়েছে প্লাজা ওয়ারস (৮৬.৪৫ শতাংশ), জেএসডব্লিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার (১৯.৯০ শতাংশ), মনোজ বৈভব জেমস অ্যান্ড জুয়েলার্স (২২.৫৬ শতাংশ), সিগনেচার গ্লোবাল ইন্ডিয়া (৩৫.৫ শতাংশ), আরআর কেবল (১৭.৮৮ শতাংশ), পিরামিড টেকনোপ্লাস্টিকস (২০.৯৪ শতাংশ), কনকর্ড বাওটেক (২৭.২ শতাংশ) ইত্যাদি। বাজারে যে নতুন আইপিওগুলি আসছে তার মধ্যে রয়েছে ইএসএএফ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক যা ৩ নভেম্বর থেকে সাবস্ক্রিপশনের জন্য খুলেছে এবং ৭ নভেম্বর তা বন্ধ হবে। এদের ইস্যু প্রাইস ধরা হয়েছে ৫৭-৬০ টাকা এবং লট সাইজ ২৫০। এবং প্রথম দিনই রিটেল ইনভেস্টরদের জন্য বরাদ্দ শেয়ার ১.৯৮ গুণ ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়ে গিয়েছে। নন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টরদের জন্যও তা ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়েছে ২.৪৪ গুণ।

স্মল, মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেসের মধ্যে দুটি আইপিও আসছে। একটি হল মাইক্রো প্রো সলিউশন। যার ইস্যু প্রাইস ৮১ টাকা এবং লট সাইজ ১৬০০। সাবস্ক্রিপশন শুরু হয়েছে ৩ নভেম্বর থেকে এবং সাবস্ক্রিপশনের শেষ দিন ৭ নভেম্বর। দ্বিতীয় আইপিও-র নাম বাবা ফুড প্রসেসিং ইন্ডিয়া। ইস্যু প্রাইস ৭২-৭৬ টাকা। লট সাইজ ১৬০০। এবং এটাও ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়েছে প্রথম দিনই এবং তা ২.৯৭ গুণ। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির কদর বেড়েছে। এর মধ্যে বিটকয়েন ট্রেড করেছে ২৮.৮৯ লাখ টাকায়। ইথেরিয়াম ট্রেড করেছে ১৫২১৭৯.৬৭ টাকায়, কারদানো ২৭.০২ টাকায়, পলিগন ৫৫.৩৮ টাকায়, পোলকাডট ৩৮৪.৮৬ টাকায় এবং আভালাঞ্চ ১০০৩.৭৩ টাকায়। তবে ভারতীয় শেয়ার বাজার আবার কবে চাঙ্গা হবে সেটা এখন বড় প্রশ্ন। বর্তমানে ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা না করলে বাজারে দোদুল্যমানতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারতের মতো দেশের পক্ষেও জ্বালানি তেলের দাম কমাটা অত্যন্ত জরুরি।

বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে প্রতি ডলার ট্রেড করেছে ৮৩.২৮ টাকায়, ব্রিটিশ পাউন্ড ১০১.৭২ টাকায়, ইউরো ৮৮.৬৮ টাকায়, ইয়েন ০.৫৫ টাকায়। বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে যে স্কিমগুলি খুব ভালো রিটার্ন দিয়েছে গত তিন বছরে তার মধ্যে অন্যতম হল কোয়েন্ট স্মল ক্যাপ ফান্ড (ডাইরেক্ট প্ল্যান গ্রোথ), অ্যাক্সিস স্মল ক্যাপ ফান্ড (ডাইরেক্ট গ্রোথ), নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড (ডাইরেক্ট গ্রোথ), কোটাক ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড (ডাইরেক্ট গ্রোথ) ইত্যাদি। বিভিন্ন ডেট মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে ভালো করেছে আদিত্য বিড়লা সানলাইফ মিডিয়াম টার্ম প্ল্যান (ডাইরেক্ট গ্রোথ) ১৪.২৯ শতাংশ (তিন বছরে)। হাইব্রিড ফান্ডগুলির মধ্যে ভালো রিটার্ন দিয়েছে কোয়েন্ট মাল্টিঅ্যাসেট ফান্ড (ডাইরেক্ট গ্রোথ) ২৮.২০ শতাংশ (তিন বছরে গড়ে)।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

জিএসটি সংগ্রহ ১.৭২ লক্ষ কোটি

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : চলতি বছরের অক্টোবরে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকারও বেশি জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে। যা জিএসটি চালু হওয়ার পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

চলতি বছরের এপ্রিলে ১.৮৭ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি সংগ্রহ হয়েছিল। যা সর্বকালীন রেকর্ড। ২০২২-এর অক্টোবরে সংগৃহীত জিএসটির অঙ্ক ছিল ১.৫২ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি বছরের অক্টোবরে জিএসটি সংগ্রহ বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। সংগৃহীত মোট জিএসটির মধ্যে সিজিএসটি ৩০০৬২ কোটি টাকা, ৯১৩১৫ কোটি টাকা আইজিএসটি এবং ৩৮১৭১ কোটি টাকা হল এসজিএসটি। চলতি অর্থবর্ষ অর্থাৎ

২০২৩-'২৪-এর প্রথম সাত মাসে গড় জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা যা গত অর্থবর্ষের প্রথম সাত মাসের গড় জিএসটি'র তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতি নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মুনাফা অর্ধেক হল আদানির

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে আদানি গোষ্ঠীর ফ্ল্যাগশিপ সংস্থা আদানি এন্টারপ্রাইজের মুনাফা প্রায় ৫০ শতাংশ কমেছে। কয়লার দাম কমায় মুনাফা কমেছে বলে জানিয়েছে গৌতম আদানির এই সংস্থা।

এই কোয়ার্টারে আদানি এন্টারপ্রাইজের মুনাফা হয়েছে ২২৮ কোটি টাকা। ২০২২-'২৩ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই অঙ্ক ছিল ৪৬১ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশগুলির চাপানো নিষেধাজ্ঞায় কয়লার দাম বেড়েছে। চলতি অর্থবর্ষে কয়লার দাম কমায় সংস্থার মুনাফায় তার প্রভাব পড়েছে। সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কয়লা থেকে সংস্থার আয় ৫৯.৩ শতাংশ কমেছে। তবে নিউ এনার্জি ব্যবসায় আয় তিনগুণ বেড়ে ১৮৮২ কোটি টাকা হয়েছে। অন্যদিকে আদানি গোষ্ঠীভুক্ত আর এক সংস্থা আদানি পাওয়ারের মুনাফা কয়েকগুণ বেড়ে ৬৫৯৪ কোটি টাকা হয়েছে।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

পরপর দুই সপ্তাহ পতনের পর চলতি সপ্তাহে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৬৪৩৬৩.৭৮ এবং ১৯২৩০.৬০ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স উঠেছে ৫৮০.৯৮ এবং নিফটি ১৮৩.৩৫ পয়েন্ট। সূচক ঘুরে দাঁড়ালেও এর স্থায়িত্ব নিয়ে এখনও প্রশ্ন থাকছে। তাই সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। ধাপে ধাপে লগ্নির পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণ করতে হবে। লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভালো মানের শেয়ারে। দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজার বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। আমেরিকা, ইউরোপ সহ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোয় ফের স্বমহিমায় ফিরেছে এদেশের শেয়ার বাজার। এই উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের ঋণনীতি নিয়ে সিদ্ধান্ত। এই সপ্তাহে ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ৫.২৫-৫.৫০ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখেছে। একইসঙ্গে ফেডের ইঙ্গিত আপাতত সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই। ১০ বছর মেয়াদের

মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডও নেমে এসেছে ৪.৬ শতাংশে। গত মাসে যা ৫ শতাংশের ওপর পৌঁছে গিয়েছিল। এই দুই ঘটনায় ফের বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে আস্থা ফিরেছে লগ্নিকারীদের।

শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে ঘরোয়া ইস্যুও। অক্টোবরে জিএসটি সংগ্রহ ১.৭২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর পাশাপাশি চলতি সপ্তাহে যেসব সংস্থার দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ফল প্রকাশিত হয়েছে তা লগ্নিকারীদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। গাড়ি বিক্রি বেড়েছে। সব মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলি ভারতীয় শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলি টানা শেয়ার বিক্রি করলেও চলতি সপ্তাহে বিক্রির হার অনেকটাই কম। এই বিদেশি লগ্নি ফের ভারতে ফিরলে আরও লম্বা দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

তবে শেয়ার বাজারে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশ জড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে অশোধিত তেলের সরবরাহে সংকট আসতে পারে। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর অশোধিত তেলের দাম বাড়লেও বর্তমানে তা স্থিতিশীল হয়েছে। অশোধিত তেলের দাম আর না বাড়লে শেয়ার বাজারে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অন্যদিকে ক্রমশ ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা ও রুপোর। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই ধাতুর দাম।

> আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। আমেরিকা, ইউরোপ সহ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ানোয় ফের স্বমহিমায় ফিরেছে এদেশের শেয়ার বাজার। এই উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের ঋণনীতি নিয়ে সিদ্ধান্ত।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) **পিসিবিএল :** বর্তমান মূল্য-১৯৫.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১১/১০৯, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৪-১৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৩৮৮, টার্গেট-২৪৫।

২) **গুজরাট মিনারেলস :** বর্তমান মূল্য-৩২৭.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৩৪/১২৩, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৩০৫-৩১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৪০৬, টার্গেট-৪২০।

৩) **ইরকন ইন্টারন্যাশনাল :** বর্তমান মূল্য-১৪২.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৪/৪৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৩৪-১৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৩৮৮, টার্গেট-১৮৮।

৪) **কর্ণাটকা ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-২১৭.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫৮/১১৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫১৭, টার্গেট-২৭৫।

৫) **পাওয়ার গ্রিড :** বর্তমান মূল্য-২০৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৯/১৫৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৯৬-২০১, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯০১০৪, টার্গেট-২৫০।

৬) **কোচি শিপইয়ার্ড :** বর্তমান মূল্য-৯৪৫.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৫৮/৪১০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯০০-৯৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৪৩১, টার্গেট-১২৫০।

৭) **ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৪৫০.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪৮০/৯৯০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৪০০-১৪৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১২৭৩২, টার্গেট-১৫৮৫।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

সিবিআই–ইডিকে নথি শাসকদলের, পালটা শুভেন্দুর

হলদিয়ায় জমি কেলেঙ্কারি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এলাকায় ২০১৪ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কয়েক কোটি টাকার জমি দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এই সম্পর্কিত নথি আগামী সপ্তাহেই সিবিআই ও ইডির কাছে জমা দেবে রাজ্যের শাসক দল।

ঘটনাচক্রে এই সময়কালে হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে র‍্যাশন কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রথম থেকেই মুখর শুভেন্দু। এই সম্পর্কিত নথি তিনি ইডি দপ্তরে জমা দিয়েছেন বলেও সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। তখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা সাংবাদিক বৈঠক করে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দুর নাম না করে বলেছিলেন, 'যিনি বড় বড় কথা বলছেন, তাঁর বেআইনি কাজের কাগজপত্রও আমাদের হাতে রয়েছে। আমরাও এবার এই নিয়ে মাঠে নামব।' যদিও সেদিনই মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'এক বাপের বেটি হলে আমার বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণ করুন। আগে ৩৫টি মামলা করেছিলেন, মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি। এবারও দেব।' তারপরই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নথি জোগাড়ের তৎপরতা শুরু হয়। আগামী সপ্তাহের প্রথমেই

কীভাবে দুর্নীতি

- বাজারদরের থেকে অনেক কম দামে জমি বিক্রি করেছে হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- এর পিছনে মোটা অঙ্কের লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ
- হলদিয়ায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে জমি দেওয়ার পিছনেও দুর্নীতির গন্ধ

ওই নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জমা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে এই নিয়ে আদালতের তত্ত্বাবধানে মামলা করার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছে তৃণমূল।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এলাকায় বিপুল পরিমাণ যে দুর্নীতি হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। আমি এই নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু বলছি না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে যা বলার বলেছেন। তবে এটুকু বলতে পারি, ওই দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত নথি আমাদের হাতে এসেছে। আরও কিছু নথি আমরা জোগাড় করছি। চোরের মায়ের বড় গলা করা আমরা বন্ধ করব।'

কুণালকে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'সারদায় জেল খাটা আসামির কোনও মন্তব্যের জবাব আমি দেব না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নাম নেওয়ার সাহস পাননি। তিনি আমার নাম উহ্য রেখেই আমাকে আক্রমণ করেছেন। আমি আবার বলছি, আমার বিরুদ্ধে ৩৫টি মামলা তৃণমূল সরকার করেছে। একটিও প্রমাণ করতে পারেনি। এবারও তৃণমূলের যা করার আছে করে নিতে পারে। আমি কয়লা, গোরু, বালি, পাথর, র‍্যাশন দুর্নীতি নিয়ে সমস্ত নথি জনসমক্ষে আনব।'

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এলাকায় দুর্গাচক মৌজায় বাজারদরের থেকে অনেক কম দামে জমি বিক্রি করেছেন হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। বাজারদরের থেকে কম দামে জমি বিক্রির পিছনে বড় ধরনের দুর্নীতি রয়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। খাতায়কলমে ওই জমি কম দামে বিক্রি দেখানো হলেও এর পিছনে মোটা অঙ্কের লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে হলদিয়ায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে জমি দেওয়ার পিছনেও দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। ওই সমস্ত জমি বিক্রির নথি ইতিমধ্যেই জোগাড় করে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন তৃণমূলের নেতারা। অল্প সময়ের ব্যবধানে এত জমি কীভাবে বিক্রি করা হল, তা নিয়েই তৃণমূল নেতৃত্ব প্রশ্ন তুলছেন।

গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, এতদিন পরে এই নিয়ে তদন্ত যে প্রতিহিংসামূলক, তা স্পষ্ট। তাছাড়া যখন এই দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন। তাই এই দুর্নীতির দায় তিনিও এড়াতে পারেন না।

সদানন্দময়ী কালী...

মাকে সাজানোর প্রস্তুতি। শনিবার কলকাতার কুমোরটুলিতে অভীক পুরকাইত ও পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

৯৪ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ৯৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল প্রক্রিয়া শুরু হল। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ শুক্রবার এই মর্মে নির্দেশ জারি করে প্রতিটি জেলায় চিঠি পাঠিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের (ডিপিএসসি) কাছে। শুক্রবার রাতেই ডিপিএসসির চেয়ারম্যানদের কাছে পর্ষদের চিঠি পৌঁছে যায় বলে খবর। ৯৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৪ ও ২০১৭ সালের টেটে বেনিয়ম করে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন। এই মর্মে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। সিবিআই ৯৬ জনের একটি তালিকা হাইকোর্টে জমা দেয়। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁদের নথি পেশ করার নির্দেশ দেন। এঁদের মধ্যে ৯৫ জন পর্ষদ অফিসে হাজিরা দেন। কিন্তু ৯৪ জন টেট পাশের নথি দেখাতে পারেননি। এরপরই তাঁদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

রাজভবনে বিশ্বকাপ খেলা দেখার ব্যবস্থা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য অবারিত দ্বার রাজভবন। রবিবার ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে রাজভবন। দুপুর ১২ থেকে ২টো পর্যন্ত রাজভবনের লনে আগে আসার ভিত্তিতে ৫০০ জনকে ঢুকতে দেওয়া হবে। ক্রিকেটভক্তরা ন্যায্য দামে টিকিট পাচ্ছেন না বলে রাজ্যপালকে অভিযোগ জানালে তিনি রাজভবনে জনতার ক্রিকেট স্টেডিয়াম খোলার ব্যবস্থা করেন। রাজভবনের লনে জয়েন্ট স্ক্রিনে খেলা দেখতে পারবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এর জন্য aamnesaamne.rajbhavankolkata@gmail.com-এ নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো যে কোনও সরকারি আইডি নাম নথিভুক্তকরণের সময় সঙ্গে পাঠাতে হবে। এবং প্রবেশের সময়ও সঙ্গে রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ নেই শুভেন্দুর

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হতে যাওয়া বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে ডাক পাচ্ছেন একাধিক বিরোধী নেতা, বাদ থাকছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

আমন্ত্রিতদের তালিকায় নাম রয়েছে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের কিন্তু নাম নেই শুভেন্দুর। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে তা অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। সিপিএম নেতা হিসেবে রাজ্য বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে খবর। বৃহস্পতিবার আলিপুর জেল মিউজিয়ামে ওই বিজয়া সম্মিলনি হবে।

প্রতিবছরই বিজয়া সম্মিলনিতে বিরোধী দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যদিও কোনওবারই সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন না বিরোধী দলনেতারা। এবারও বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষ এবং বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু যে আমন্ত্রণ রক্ষা করবেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শুভেন্দুকে আমন্ত্রিতদের তালিকায় না রাখা নিয়ে। এক্ষেত্রে সরকার পক্ষের যুক্তি, এটি কোনও পরিষদীয় কর্মসূচি নয়, তাই বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানাতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

র‍্যাশন দুর্নীতি : বনগাঁ ও ৬ জায়গায় ইডি

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : র‍্যাশন দুর্নীতির তদন্তে শনিবার ফের বড় ধরনের অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এদিন ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক তাপস বিশ্বাসের রহড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

২০১১ সাল থেকে এক বছর তাপসবাবু জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। মন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে তাপসের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই বাকিবুরের সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয়র কী সম্পর্ক ছিল, তা জানার জন্য এদিন দফায় দফায় তাপসকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। এছাড়াও এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও নদিয়ার রানাঘাটে একাধিক চালকল ও আটাকলে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। চালকল মালিক মন্টু সাহা ও কালীপদ সাহার বাড়িতেও এদিন তদন্তকারীরা যান। র‍্যাশনের আটা বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে কীভাবে খোলা বাজারে যেত, তা নিয়ে তদন্তকারীরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। র‍্যাশনের আটা ও চাল বাংলাদেশে পাচার হয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। বনগাঁর রাধাকৃষ্ণ আটাকল থেকে বিভিন্ন নথি এদিন ইডি আধিকারিকরা বাজেয়াপ্ত করেছেন।

বালুর প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়িতে তল্লাশি

র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান গ্রেপ্তারের পর থেকেই এই মামলায় বিভিন্ন প্রভাবশালীর নাম জড়াতে শুরু করে। গত সপ্তাহেই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ইডি গ্রেপ্তার করেছে। আদালতের নির্দেশে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁর ইডি হেপাজত রয়েছে। যদিও জ্যোতিপ্রিয় দাবি করেছেন, 'বিজেপি চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসিয়েছে। দু'দিনের মধ্যে গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে চলে আসবে।' কিন্তু ইডি সূত্রে খবর, এই ঘটনায় মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একাধিক প্রমাণ সামনে এসেছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙা সীমান্ত এলাকায় ১৭৫টি ট্রাক থেকে ৫১০১ মেট্রিকটন গম বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। ওই গম বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছিল। এই নিয়ে বসিরহাট থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। ওই বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হওয়া গম বাকিবুরের কয়েকটি আটাকল ছাড়াও বনগাঁর রাধাকৃষ্ণ আটামিলেও পাঠানো হয়েছিল। তদন্তকারীরা মনে করছেন, ওই গম থেকে তৈরি আটা খোলাবাজারে মোটা অঙ্কে বিক্রি করা হয়েছিল। এই ঘটনার সঙ্গে বাকিবুর সহ অন্যান্যদের যোগ ছিল বলেই তদন্তকারীদের ধারণা। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীর পর্যন্ত রয়েছে। তাই প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে।

তৃণমূল-বিজেপি বিরোধিতায় কৌশলী সিপিএম

রিমি শীল

হাওড়া, ৪ নভেম্বর : একদিকে তৃণমূল বিরোধিতা এবং অন্যদিকে জাতীয়স্তরে জোটের প্রশ্ন, দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছিল সিপিএম। শনিবার দলের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হল যে সিপিএম রাজ্যে তৃণমূল বিরোধিতার প্রশ্নে যেমন কোনও নরম অবস্থান নেবে না তেমনই জাতীয়স্তরে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের পাশে দাঁড়াতে কুণ্ঠা করবে না।

দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি শনিবার সিপিএমের অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নিশানা করে বিজেপিকে বিঁধলেন। আবার রাজ্য সম্পাদক মহঃ সেলিম তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলে কর্মী, সমর্থকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছালেন যে বাংলায় শাসক দলের সঙ্গে কোনও সমঝোতা হবে না।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিরোধীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিজেপি বিরোধী প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই এখন ইডি–সিবিআইয়ের আতশকাচের নীচে। শনিবার হাওড়ার অনিল বিশ্বাস ভবনে সিপিএমের বর্ধিত অধিবেশনে ইয়েচুরি এই সব তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আগের দিনের মতোই ফের প্রশ্ন তুললেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইডি–সিবিআইকে বিজেপি ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ ইয়েচুরির। রাজ্যে শাসকদলের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থাগুলির সরব হওয়া নিয়ে ইয়েচুরির মন্তব্য, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত হোক। দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি হোক।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অবশ্য দাবি, বিজেপি–তৃণমূল একসঙ্গে বাংলাকে ধ্বংস করেছে।

শিশিরের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন কুণালের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে বারবার অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার অধিকারী পরিবারের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে শুক্রবার আক্রমণ শানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই শুভেন্দুর বাবা তথা কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর আয়কর রিটার্নের নথি প্রকাশ্যে এনে পালটা নিশানা করলেন কুণাল। শিশিরবাবু এখনও খাতায়কলমে তৃণমূলের সাংসদ হলেও তিনি মানসিকভাবে বিজেপির সমর্থক এবং তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে কুণালের এই আক্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ। কুণালের এই আক্রমণের জবাব অবশ্য দিয়েছেন শিশিরবাবু।

আয়কর রিটার্নের কপি তুলে ধরে কুণাল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ২০০৯ সালের নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামায় শিশিরবাবু জানিয়েছিলেন, তাঁর মোট সম্পত্তি ১৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু ২০১৪ সালের আয়কর রিটার্নে শিশিরবাবু তাঁর সম্পত্তি দেখিয়েছেন ১০ কোটি টাকা। তবে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে অবশ্য শিশিরবাবুর সম্পত্তি কমে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি টাকা। এখানেই কুণালের প্রশ্ন, 'এই

> ১০ লক্ষ টাকা থেকে কীভাবে বেড়ে ১০ কোটি টাকা হল, আবার ১০ কোটি কমে কীভাবে ৩ কোটি হল? এটা কী ম্যাজিক?'
>
> **–কুণাল ঘোষ**

পরিসংখ্যান সত্য না মিথ্যা? ১০ লক্ষ টাকা থেকে কীভাবে বেড়ে ১০ কোটি টাকা হল, আবার ১০ কোটি কমে কীভাবে ৩ কোটি হল? এটা কী ম্যাজিক?' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ওই আয়কর রিটার্নের কপি দেখিয়ে কুণাল দাবি করেন, রাজ্যে সম্পত্তি বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় উদাহরণ শিশির অধিকারী। কী করে তাঁর ছেলে শুভেন্দু অধিকারী বাকিদের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন?

কুণালের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শিশিরবাবু। তিনি বলেন, 'সারদায় জেল খাটা আসামির কোনও প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। ১৯৬৮ সাল থেকে আমি আয়কর রিটার্ন জমা দিচ্ছি। সব রেকর্ড আমার কাছে আছে। প্রয়োজনে আমি ওই নথি দেখাতে পারি।' বৃহস্পতিবারই শুভেন্দুর নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'নামে বেনামে কার কটা ট্রলার, কটা পেট্রোল পাম্প, কটা বাড়ি আছে, তা সবাই জানে। তাঁরা বড় বড় কথা বলেন কী করে? তাঁদের নিয়ে আমরা এতদিন ভাবিনি। এবার সব কাগজপত্র বের করছি।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই শুভেন্দু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, 'আপনি আমাকে আক্রমণ করেছেন ও আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন। আমার নাম নেওয়ার সাহস হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী শুনে রাখুন, আপনার ভাইপো, আপনার পরিবারের আয়কর রিটার্নে কিছুই দেখানো নেই। আমার সবই দেখানো আছে। পেট্রোল পাম্প সবই বৈধ। আপনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই ওই পেট্রোল পাম্প আছে। নির্বাচনে আমার হলফনামা দেখে নেবেন।'

জঙ্গিদমনে পুরস্কৃত রাজ্যের ১০ অফিসার

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : কলকাতা পুলিশের ১০ অফিসারকে পুরস্কৃত করতে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জঙ্গিদমনে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'স্পেশাল অপারেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৩' দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর ওই ১০ অফিসারের মধ্যে আছেন যুগ্ম কমিশনার ভি সলেমন নিশা কুমার, ডিসি হরেকৃষ্ণ পাই, ইনস্পেক্টর সৌমিত্র বসু ও শ্রীপ্রসন্ন দিকপতি, সার্জেন্ট অম্বুজ সিং, সাব–ইনস্পেক্টর সুকান্ত দাস ও দেবাশিস রাউত, কনস্টেবল হেমন্ত মাইতি, সৌম্যজিৎ দাস ও মাজিদ শেখ। সম্প্রতি আল–কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাব–কন্টিনেন্ট ও আনসারুল্লা বাংলা টিম–এর মতো জঙ্গি সংগঠন রাজ্যে জাল বিস্তার করছে বলে খবর আসে। এরপরেই টাস্ক ফোর্সের অফিসাররা তিনবার অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেন। যার জন্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

শুরু হচ্ছে উচ্চপ্রাথমিকে কাউন্সেলিং

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগের কাউন্সেলিং। অতীতের কথা মাথায় রেখে কড়া সতর্কতা বজায় রাখছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ১৩ হাজারেরও বেশি পদে ওই নিয়োগ হবে বলে জানা গিয়েছে। কাউন্সেলিং ঘিরে এখন প্রস্তুতি তুঙ্গে এসএসসিতে। এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই সমস্ত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। স্কুলের নাম, রোল নম্বর সহ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ই আছে তার মধ্যে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কল লেটার পাঠানো হয়েছে। কাউন্সেলিং হবে এসএসসির নবনির্মিত বহুতলে।

আমন্ত্রিত নন উপাচার্যরা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নিয়োজিত অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলে মন্তব্য করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত শিক্ষা সম্মেলনে ডাকাই হয়নি রাজ্যপাল নিযুক্ত উপাচার্যদের। তবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল রাজ্য সরকার নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির রেজিস্ট্রারদের।

অভিষেকের নীরবতায় ঘরে-বাইরে কৌতূহল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে ঠান্ডা লড়াই বাড়ছে বই কমছে না। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ বালুর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তেমনি প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে নিয়ে দলের 'সেকেন্ড–ইন–কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তাৎপর্যপূর্ণ নীরবতা' তৃণমূলের ভিতরে–বাইরে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের ঘনিষ্ঠমহলের খবর, বালুকে মন্ত্রীসভা থেকে সরানোর প্রশ্নে প্রায় জেদ ধরে বসে আছেন তিনি। আর তাতে আপাতত বাধ সেধেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালুর ইডি হেপাজতের মেয়াদ শেষে ফল কী দাঁড়ায় তা দেখেই প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চান তিনি। যা নিয়েই আপাতত 'প্রচ্ছন্ন বিরোধ' মুখ্যমন্ত্রী আর অভিষেকের মধ্যে।

বর্তমান তৃণমূল থেকে 'নতুন তৃণমূল' গড়ার প্রশ্নে অনেকদিনই তৎপর অভিষেক। সেই যুক্তিতেই দুর্নীতির প্রশ্নে দলের 'জিরো টলারেন্স' নীতি শক্ত হাতে চালু রাখতে চান অভিষেক। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রীসভা ও দলীয় পদ থেকে সরানোর ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক। দুর্নীতির প্রশ্নে পার্থকে যদি এভাবে সরে যেতে হয়, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী বালুর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে কেন? এই যুক্তিকে সম্বল করে অভিষেক এখনও নিজের অবস্থানে অটল।

দলের ভিতর এই ঠান্ডা লড়াই অবসানে সমাধানসূত্র মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর অভিমতেই। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, বালুর ইডি হেপাজতের মেয়াদ ফুরোতে আর কয়েকদিনই বাকি। ওই মেয়াদ ফুরোনোর পর আদালতের চোখে বালুর ইডি হেপাজতের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখেই তাঁকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। আপাতত সেই প্রস্তাবেই চুপ করে বসে গিয়েছেন অভিষেক বলে তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর।

চাকরি নেই, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কমছে পড়ুয়া

বিপ্লব ঘোষ

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আসন ভর্তি হচ্ছে না। বহু চেষ্টাচরিত্রের পরেও পরিস্থিতি সামলানো যাচ্ছে না। পাঠ্যক্রমের ভার কমিয়ে পরীক্ষা সহজ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু গলদ তো গোড়ায়, সেখানে আগায় জল ঢেলে যে লাভ হবে না তাও বুঝতে পারছেন সকলে। তবু চেষ্টা চালাতে কসুর করছে না শিক্ষা দপ্তর।

পশ্চিমবঙ্গের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড এবছর তিন দফায় কাউন্সেলিং করার পরেও বহু কলেজে আসন ফাঁকা পড়ে আছে। তাই শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্ত, জয়েন্ট এন্ট্রান্স না দিয়েও পড়ুয়ারা এবার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারবে।

যদি কারও রাজ্যের জয়েন্ট বা সর্বভারতীয় জয়েন্টে র‍্যাঙ্ক না থাকে সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারবে। এই ছবি শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতে এক অবস্থা।

ভারতের প্রায় ৫,৯১১টি সরকারি, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে বর্তমানে। সর্বসাকুল্যে সেইসব কলেজে আসন সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। গত পাঁচ বছরের গড় হিসেবে প্রায় প্রতিবছর সাড়ে ৫ লাখের মতো আসন ফাঁকা থাকছে। কেন এমন হচ্ছে? আগে জেইই পরীক্ষাতে বসতে গেলে দ্বাদশে ন্যূনতম ৭৫ শতাংশ নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। গত বছর থেকে নিয়ম বদলে যাওয়ায় এখন দ্বাদশের নম্বর ৭৫ শতাংশের নীচে হলেও ভর্তির ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিও এবারের জেইই (মেইন)–র সিলেবাসের বেশকিছু অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে। সবথেকে বেশি বাদ গিয়েছে রসায়ন থেকে। এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি, হাইড্রোজেন, পলিমার্স, কেমিস্ট্রি ইন এভরি ডে লাইফ বাদ গিয়েছে কেমিস্ট্রি থেকে। অঙ্ক থেকে বাদ গিয়েছে ম্যাথামেটিকাল রিজনিং, ম্যাথামেটিকাল ইনডাকশনস, থ্রি ডায়মেনশনাল জিওমেট্রি। পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সিস্টেম অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল স্কিলস বাদ গিয়েছে।

> ২০১৪ সালের পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে যাচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মান কমছে। সরকার বিভিন্ন বেসরকারি কলেজগুলি খুলছে বাজার চাহিদার দিকে নজর না দিয়ে।
>
> **–নন্দিনী মুখোপাধ্যায়**
> *অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়*

শিক্ষামহলের প্রশ্ন, প্রয়োজনীয় অংশ সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে বা জয়েন্ট পরীক্ষা ছাড়া কীভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই মূল সমস্যাটির কাছে পৌঁছানো সম্ভব হল। বাজারে চাকরিই নেই, সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আগ্রহ হারাচ্ছে পড়ুয়ারা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখোপাধ্যায় বলেন, '২০১৪ সালের পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে যাচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মানও কমছে। এইভাবে সিলেবাসের থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বাদ যাওয়ায় দেশের হবু ইঞ্জিনিয়ারদের মেধার মান কমে যাচ্ছে। বিদ্যালয় শিক্ষাতেও ফাঁক থেকে যাচ্ছে। প্রধান কথা হচ্ছে ভারতে চাকরির বাজার ভীষণভাবে কমেছে। সবচেয়ে বড় কথা সরকারের সদিচ্ছার বড় অভাব। সরকার বিভিন্ন বেসরকারি কলেজগুলি খুলছে বাজার চাহিদার দিকে নজর না দিয়ে।'

চাকরির বাজারের মন্দার ছাপ এখন ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যয় মুখোপাধ্যায়, মৌমিতা দাসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই টের পাওয়া গেল তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়িত। তাঁদের অনেক বন্ধু স্ট্রিম বদল করে এমবিএ বা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির দিকে সরে যাচ্ছেন। চিন্তিত অভিভাবকরাও। মূল সমস্যার সমাধানের কোনও দিশা দেখতে পাচ্ছেন না পড়ুয়া থেকে শিক্ষাবিদেরা কেউই। বাড়ছে হতাশা এবং দুশ্চিন্তা।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে
শ্রী দেবাচার্য্য 9434317391

মেষ : ব্যবসার মন্দা সপ্তাহের শেষভাগে কমবে। এ সপ্তাহে কিছু আটকে থাকা কাজ শেষ করার মতন সুযোগ আসবে। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক জটিলতা মিটে যেতে পারে। অপত্যস্নেহে অধিক ব্যয় অন্য কাজের ক্ষতি করবে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে নিজেই সম্পর্কের সমস্যা তৈরি করবেন।

বৃষ : বাবা–মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সংসারের কোনও সমস্যা থেকে বের হওয়ার পথ খোঁজার চেষ্টা করুন। চিকিৎসক ও গবেষকগণ সম্মানিত হবে। হারিয়ে যাওয়া বহু মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। আপনার উদ্ভাবনী শক্তিকে নিকটজনেরা প্রশংসা করবেন।

মিথুন : ব্যবসার মন্দাভাব কেটে যাবে। চাকুরি ক্ষেত্রে আপনার গুরুত্ব বাড়বে। সংসারের প্রতিটি সদস্য কিন্তু আপনার সঙ্গে একমত হবে না। মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চোখের সমস্যাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করবেন না। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের জন্যে অকারণ দুশ্চিন্তা।

কর্কট : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। বুদ্ধির জোরেই আটকে থাকা কাজ উদ্ধার করে কর্মক্ষেত্রের কর্তাব্যক্তির প্রশংসা লাভ করবেন। এ সপ্তাহে কোনও কাজে ঝুঁকি থাকতেই পারে। কিন্তু মনে রাখবেন অতি ঝুঁকির কোনও কাজে হাত না দেওয়াই ভালো হবে। আগুন ব্যবহারে সাবধান থাকবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ।

সিংহ : এ সপ্তাহে কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। সামান্য কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। বিতর্ক থেকে অবশ্যই নিজেকে সরিয়ে রাখুন। সন্তানের কৃতিত্বে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ায় খুশি হবেন। সামান্য আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে তা কেটে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রটি আপনারই কারণে বেশ জটিল হয়ে উঠতে পারে।

কন্যা : আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। রক্তচাপ বৃদ্ধি ও শর্করার রোগীরা সাবধানে থাকুন। সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কোনও কারণেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না। অযথা কথা বলে প্রিয় সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলবেন। বাবার পরামর্শে সমস্যা কাটায় স্বস্তি। কোমর ও পিঠের ব্যথা বাড়বে।

তুলা : পুরোনো কোনও অভ্যাস ত্যাগ করে মানসিক শান্তি লাভ। ব্যবসার কারণে ঋণ গ্রহণ করতে হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের কিছুটা উপশম হবে। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বলে তীব্র সমস্যায় পড়বেন। এ ক্ষেত্রে কোনও কিছু গোপন না করাই উচিত। হারানো দ্রব্য খুঁজে পাওয়ায় স্বস্তি লাভ। সৃজনমূলক কাজে স্বীকৃতি মিলবে।

বৃশ্চিক : ছোট ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক ক্ষেত্রের সমস্যা কেটে যাবে। রাজনীতির ব্যক্তিগণ সহকর্মীদের ইচ্ছার মূল্য না দিলে জটিলতার সম্মুখীন হবেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ।

ধনু : এ সপ্তাহে আপনার অতি আবেগ কোনও সম্পর্ককে নষ্ট করে দেবে। লোভ সংবরণ করুন। অতি ভোগেচ্ছা সামাজিক অসম্মান নিয়ে আসবে। চিকিৎসক ও গবেষকগণের শুভ। সম্পত্তি নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে হঠাৎ বিবাদ। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি লাভ।

মকর : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। সংসারের ছোট সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রের জটিল কাজ সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। গৃহসংস্কার স্থগিত রাখতে হবে। দাম্পত্যের শান্তি বজায় থাকবে। নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের যথাযথ সহযোগিতা পেয়ে মানসিক দিক থেকে তৃপ্তি লাভ। সপ্তাহ ধরে এক নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তবু শরীরের দিকে সামান্য সময় দেওয়া জরুরি হবে। প্রেমের সম্পর্কটি আপনার কারণেই জটিলতর হয়ে উঠতে পারে। বিদেশে চাকুরিরত প্রিয়জনের জন্যে দুশ্চিন্তা।

মীন : ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। অতিরিক্ত ঝুঁকির কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হলে সতর্ক থাকা দরকার। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় অকারণ ভুল বুঝে নিজের মানসিক সমস্যাই বাড়িয়ে তুলবেন। নতুন জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিরোধ ভুলে লড়াইয়ের বার্তা তৃণমূল যুব সভাপতির

মঞ্চে মিললেন মহুয়া-সৈকত

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ফেরার থাকার পর বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ হওয়ায় জলপাইগুড়িতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কী হবে বলে প্রশ্ন উঠেছিল। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদটির কী হবে বলে খোদ তৃণমূল কংগ্রেসেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। দুটি দায়িত্বই তিনি শক্ত হাতে সামলাবেন বলে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট করলেন। সৈকত শনিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলঘরে জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে জেলায় দলের বিপর্যয়ের বিষয় টেনে আসন্ন ভোটে জোরদার লড়াই করতে হবে বলে সৈকত এদিন সবাইকে বার্তা দেন।

সৈকত এদিনের অনুষ্ঠানে কী বলেন, দল তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করে সেদিকেই সবার নজর ছিল। বেশ কয়েক মাসের ব্যাপক টানাপোড়েনের পর সৈকতকে এদিন আবার অনেকটাই সেই আগের মেজাজেই দেখা গিয়েছে। দল যে তাঁর পাশেই রয়েছে তা নেতা–নেত্রীদের ভাবগতিতেই পরিষ্কার। দলের জলপাইগুড়ির সভানেত্রী মহুয়া গোপের সঙ্গে সৈকতের দূরত্বের বিষয়টি অনেকেই জানেন। সৈকত এদিন গাড়ি থেকে নামার পর মহুয়াই সৈকতকে সাদরে আমন্ত্রণ করে সভাস্থলে নিয়ে যান। মঞ্চে সৈকত মহুয়া ও দলের জলপাইগুড়ির চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের মাঝখানে আসন নেন।

দলের টাউন ব্লক সভাপতি তথা কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছিলেন। শুরু থেকেই তিনি সৈকতকে জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সম্বোধন করে আসছিলেন। বক্তব্য রাখতে উঠে সৈকত সকলকে মনে করিয়ে দেন, তিনি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ির সভাপতিও বটে। জলপাইগুড়িতে দম্পতি আত্মহত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে জড়িয়ে যাওয়ার পর সৈকতের জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের কাছে তো বটেই, দলের একাংশের কাছেও তাঁকে প্রতিনিয়ত সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। তাছাড়া, গোটা বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।

সৈকত তাই এদিন বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'এতদিন পর রাজনীতির ময়দানে ফিরে আমি আমার মামলার বিষয়ে কিছুই বলতে আসিনি। আসন্ন লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে আমাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ও মতান্তর ভুলে দলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। গত লোকসভা ভোটের বিপর্যয় ভুলে এবারের ভোটের জন্য আমাদের সবাইকেই রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।' বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে সৈকত বলেন, 'বিজেপি আমার বিরুদ্ধে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মেয়েকে আইনজীবী হিসেবে দাঁড় করিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। লোকসভা ভোটে ওদের এই চক্রান্ত আমাদের রুখে দিতে হবে। সিবিআই বা ইডি দিয়ে আমাদের ভয় দেখালে তার বিরুদ্ধেও আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।'

বিজেপির বিরুদ্ধে এদিনের সভায় মহুয়াও সবাইকে লড়ার বার্তা দেন। সৈকতের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে দলের জেলা সভানেত্রী বলেন, 'তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ির সভাপতি যা বললেন তা ভুলে গেলে চলবে না। এবারের লোকসভা ভোটে জলপাইগুড়িতে ঘাসফুলকে জেতাতেই হবে।' জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল, প্রাক্তন সাংসদ বিজয় বর্মন প্রমুখ এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন। কিষান খেতমজদুরের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথ, প্রাক্তন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়া সম্মিলনিতে দলীয় নেতাদের সঙ্গে হাসিমুখে সৈকত। জলপাইগুড়িতে।

ঠাকুরদাকে বাঁচাতে যাওয়ায় খুন নাতিকে

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের সময় ঠাকুরদাকে বাঁচাতে গেলে আট বছরের নাতি দিলখুশকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিহারের আরারিয়ার ফুলকাহা থানা এলাকার চয়নপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের মা সুনীতা জানান, জমি সংক্রান্ত কারণে এইদিন দিলখুশের ঠাকুরদা পরশুরাম বহরদারের সঙ্গে প্রতিবেশী পরমানন্দ বহালদার, পঙ্কজ বহালদার এবং রীতার বিবাদ ও ধস্তাধস্তি হয়। সেই সময় নাতি দিলখুশ ঠাকুরদাকে পঙ্কজের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে পঙ্কজ তাকে দেওয়ালে ছুড়ে ফেলে গলা টিপে খুন করে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বালকের মৃতদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরারিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামপুকার সিং জানিয়েছেন।

৫ বছর র‍্যাশন

প্রথম পাতার পর

তাই খানিকটা হলেও অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। ৮০ কোটি মানুষকে পাঁচ বছর বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তাই জয়ের রাস্তা সুগম করার মরিয়া প্রয়াস বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের ওই সভায় শনিবার বলেন, 'মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ সবসময় আমাকে পবিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি জোগায়।' তাঁর বক্তব্য, 'বিনামূল্যে র‍্যাশন পেলে গরিবরা যে টাকা বাঁচাবেন, সেটা তাঁদের অন্যান্য চাহিদা মেটাতে লেগে যাবে। মোদির গ্যারান্টি মানে সেই আশ্বাস পূরণ হবে।' কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে র‍্যাশনে ৫ কেজি পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রী বিলি শুরু করেছিল করোনা অতিমারি চলাকালীন ২০২০ সালে। যে প্রকল্পের সরকারি পরিচয় ছিল 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা' নামে।

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই প্রকল্পটিই আরও পাঁচ বছর চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন নরেন্দ্র মোদি। এই প্রকল্পে উপকৃত হবে দেশের ৮০ কোটি দরিদ্র। যদিও এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে বলে কোনও খবর কখনও শোনা যায়নি। ছত্তিশগড়কে পাখির চোখ করে ব্যক্তিগতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিজেপির এই দুই শীর্ষ নেতা প্রায় প্রত্যেকদিন রাজ্য সফর করছেন নির্বাচনি প্রচারে।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের বিরুদ্ধে ইডি বেটিংচক্রে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছে। বিরোধীরা ভোটের ঠিক আগ মুহূর্তে ইডি'র এই অভিযোগের পিছনে বিজেপির ইশারা আছে বলে মনে করছে। মহাদেব নামে ওই বেটিংচক্রে অনলাইন জুয়া খেলার সুযোগ আছে। ইডি'র অভিযোগের পিছনে পদ্ম শিবিরের সক্রিয়তার যে অভিযোগ বিরোধীরা তুলছে, সেটাতেই যেন শনিবার সিলমোহর পড়ল মোদির ভাষণে।

তিনি শনিবার হিন্দুত্বকেও উসকে দিতে মরিয়া ছিলেন। তাঁর কথায়, 'এ রাজ্যের কংগ্রেস সরকার মহাদেবের নামে লুট করতেও ছাড়ছে না। আপনাদের লুট করতে সমস্ত সুযোগ ব্যবহার করছে।' বিরোধীদের ধারণা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করবে ইডি। মোদির ভাষণে সেই সম্ভাবনার আভাস আছে বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবারের ভাষণে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'যারা ছত্তিশগড়কে লুট করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রতি পাইপয়সার হিসাব তাদের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কিছুদিন আগে রায়পুরে বিরাট পদক্ষেপ করা হয়েছিল। বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হয়েছিল। মানুষ বলছে, ওই টাকা নাকি সাট্টাবাজদের। ওই টাকায় বাড়ি ভরছে কংগ্রেস নেতাদের। অভিযুক্তদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কী সম্পর্ক রয়েছে, সেটা ওঁর খোলসা করা উচিত। দুর্নীতিতে জড়িয়ে নিজেদের পকেট ভরানোই কংগ্রেসের প্রধান কাজ।'

পরপর বাগান বন্ধে চা বলয়ে অশনিসংকেত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ নভেম্বর : পুজোর মরশুমে এখনও পর্যন্ত ঝাঁপ পড়েছে উত্তরবঙ্গের ১৫টি চা বাগানের। এর মধ্যে দার্জিলিংয়ের বাগানের সংখ্যা ৮। বাকি ৭টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার। আগে থেকেই বন্ধ হয়ে রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির ১টি করে মোট ৩টি বাগান। সবমিলিয়ে এই মুহূর্তে উত্তরে বন্ধ বাগানের সংখ্যা ১৮। এতে ২০০৩-'০৪ সালের মধ্যে পরপর ৩৫টি বাগান বন্ধ হওয়ার ছায়া দেখতে পাচ্ছেন চা শিল্প মহলের সঙ্গে জড়িত অনেকেই। চা বণিক সভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই) পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরে এই শিল্পের ঘনীভূত সংকট নিয়ে মারাত্মক উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে। সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, 'সামনেই শীতের শুখা মরশুম। রাজ্যের কাছেও আমাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে।' সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয়, নিলামে চায়ের মূল্যের ক্রমহ্রাসমানতা। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো সার, রাসায়নিক, কয়লার মতো উৎপাদনের উপকরণের দামের লাগাতার বৃদ্ধি চা বাগানগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই দুর্বল করে তুলেছে। টাই–এর উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলছেন, সমস্যার গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ ও সেইসঙ্গে কার্যকরী পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। টি বোর্ডের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গত ১ মাসে একে একে ঝাঁপ পড়েছে কার্সিয়াংয়ের অম্বুটিয়া, সুখিয়াপোখরির মুন্ডো কোঠি, রংমুখ–সিডার্স, ধোতেরিয়া–বালাসন, মগরজুম, বিজনবাড়ির চুংথুং, রংলি–রংলিয়টের পেশক, দার্জিলিংয়ের পান্ডাম–এর মতো বাগানগুলিতে। ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে মিরিকের পানিঘাটা। পুজোর সময় বোনাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে বন্ধ হওয়ার পর কিছু বাগান শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হলেও এখনও খোলেনি আলিপুরদুয়ারের দলমোড়, দলসিংপাড়া, রায়মাটাং, কালচিনি ও রামঝোরা বাগান। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ওই জেলারই লংকাপাড়া চা বাগান। অন্যদিকে জলপাইগুড়ির সামসিং ও বামনডাঙ্গা চা বাগান দুটি থেকেও পুজোর প্রাক্কালে হাত গুটিয়ে নেয় সেখানকার মালিকপক্ষ। অন্যদিকে, এই জেলার রায়পুর চা বাগান বন্ধ হয়ে আছে অন্তত ৫ বছর ধরে।

> এখনও সময় রয়েছে, সবাই মিলে একজোট হয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার। নয়তো চা শিল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কে জানে।
>
> –দীপক প্রধান
> *শ্রমিক নেতা, তৃণমূল*

গত ১ মাসে অতর্কিতে একের পর এক বাগান বন্ধের পেছনে মালিকপক্ষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেই কারণ হিসেবে দেখছে।

টাই–এর বিশ্লেষণ, গত ৩ বছরে শ্রমিকদের অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধির হার ৪২ শতাংশ। উৎপাদনের উপকরণের দাম গত ১০ বছরে বেড়েছে ১০–১৫ শতাংশ হারে। অন্যদিকে ওই সময়কালে চায়ের নিলাম মূল্যের বৃদ্ধির হার (কম্পোজিট অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট) ৩–৪ শতাংশের একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে এবছরের ভরা মরশুমে (জুন–অক্টোবর) গড়ে কিলো প্রতি চা বিকিয়েছে ১৬৫ টাকায়। যা গত বছরও ওই সময়ে ছিল ১৮২.৮১ টাকা। সম্প্রতি দ্রব্য বিষয়ক বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্টের কথাও টাই–এর পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে চলতি সময়ে ৮ শতাংশ হারের মূল্য হ্রাসের একই প্রবণতা বজায় থাকলে আগামীতে চায়ের মূল্য আরও ২ শতাংশ কমে যেতে পারে।

টাই–এর বক্তব্যর সঙ্গে সহমত পোষণ করে আরেকটি চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিপিএ) ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'চা শিল্প বর্তমানে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। শুধু যে দাম কমছে তা নয়, আশ্চর্যজনকভাবে চাহিদাও কমে যাচ্ছে।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও পাহাড়ের শ্রমিক নেতা দীপক প্রধানের কথায়, এখনও সময় রয়েছে, সবাই মিলে একজোট হয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার। নয়তো চা শিল্প কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কে জানে।

সমস্যা মিটল কাঞ্চনভিউ চা বাগানের

নাগরাকাটা, ৪ নভেম্বর : শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটল দার্জিলিংয়ের কাঞ্চনভিউ চা বাগানের। শনিবার ছুটির দিন থাকলেও ডেপুটি লেবার কমিশনারের (জিটিএ) অফিস খুলে বাগানটির শ্রমিক ও মালিক দুই পক্ষকে নিয়েই বৈঠকে বসেন শ্রমকর্তারা। পরে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সোমবার থেকে বাগানটি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।

কাঞ্চনভিউতে পুজোর আগে থেকেই ৮ ঘণ্টা কাজকে কেন্দ্র করে শ্রমিক–মালিক সমস্যা চলছিল। ৩০ অক্টোবর বাগান কর্তৃপক্ষ ৮ ঘণ্টাই কাজ করার কড়া নির্দেশিকা জারি করে। সেখানে সমস্যা তৈরি হতে পারে এমন আশঙ্কা করে শ্রম দপ্তর বিষয়টি নিয়ে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে। ঠিক হয়েছে, শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা করেই কাজ করবেন। এদিনের বৈঠকে সেখানকার ৩টি মূল শ্রমিক সংগঠনের নেতারাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠককে কেন্দ্র করে উত্তেজনাও ছিল। যে কারণে লেবং কার্ট রোডের ডেপুটি শ্রম কমিশনারের দপ্তরের বাইরে পুলিশবাহিনীও মোতায়েন করা হয়। ডেপুটি লেবার কমিশনার (জিটিএ) বলদেব মণ্ডল বলেন, 'সমস্যা মিটেছে। এটাই সব থেকে আনন্দের বিষয়।' দার্জিলিংয়ের চিত্রেবাজারের কাঞ্চনভিউ চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো।

বাণেশ্বরে ফের মোহনের মৃত্যু

কোচবিহার, ৪ নভেম্বর : মোহনের মৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। গত সোমবারের পর শনিবার ফের তিন মোহনের মৃত্যু হল। 'অজানা রোগ' এবং পথ দুর্ঘটনায় বাণেশ্বরে কচ্ছপ তথা মোহনের মৃত্যুতে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সদস্যরা ক্ষোভে ফুঁসছেন। পরপর মোহনের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে আগেই বাণেশ্বরে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে রেখেছে বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটি। আগামী ৯ নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টা ধর্মঘট চলবে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই শনিবার ফের তিন মোহনের মৃত্যুতে ক্ষোভ আরও বেড়েছে বাণেশ্বরে।

শুধু পথ দুর্ঘটনায় তিন মোহনের মৃত্যুই নয়, একটি মোহনকে এদিন মুখে বড়শি বিঁধানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবারের ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন। তাঁর বক্তব্য, '৯ নভেম্বর ধর্মঘট তো হচ্ছেই। দুর্ঘটনায় এভাবে পরপর মোহনের মৃত্যু হতে থাকলে আগামীদিনে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের পাশাপাশি আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।'

কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১২ কিমি দূরে কোচবিহার–২ ব্লকের বাণেশ্বর জায়গাটি। বাণেশ্বরের মোহনের জন্যই জায়গাটি পর্যটনস্থল হিসেবে খ্যাত। মোহন দেখার আকর্ষণেই বাণেশ্বরে প্রতিদিন শয়ে–শয়ে পর্যটক আসেন।

আবহাওয়া
রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৩.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৭.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৭.০
কোচবিহার	২৯.০	১৭.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৭.০
মালদা	৩১.০	১৮.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৮.০
গ্যাংটক	২০.০	১০.০

এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেস্টুন হাতে রায়গঞ্জের অভিযাত্রী চন্দ্রনারায়ণ সাহা।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সিকিমে তুষারপাত

শ্বেতশুভ্র নাথু লা এবং ছাঙ্গুর মধ্যবর্তী অঞ্চল। শনিবার সকালে।

শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : সিকিম পাহাড় তুষারস্নাত হল। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শনিবার সকালে পূর্ব ও উত্তর সিকিমের বেশ কিছু এলাকা শ্বেতশুভ্র হয়ে ওঠে। বুধ–বৃহস্পতিবারের মধ্যে একটি ঝঞ্ঝা সিকিমে প্রবেশ করবে, আবহাওয়া দপ্তর এমনই পূর্বাভাস দিয়েছিল। ওই পূর্বাভাসে তুষারপাতের সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছিল। শুক্রবার রাতের পর মংগন সহ বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টি হওয়ায় সেই সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শনিবার সকালে যথারীতি নাথু লা, ছাংগু লেক, শেরথাং সহ বেশ কিছু এলাকা তুষারপাতের সাক্ষী থাকে। লাচেন ও লাচুংয়েও হালকা তুষারপাত হয়। আবহাওয়ার যা গতিপ্রকৃতি, তাতে পূর্ব ও উত্তর সিকিমে তুষারপাতের পরিস্থিতি আগামী ৪৮ ঘণ্টা থাকবে বলে আবহবিদরা মনে করছেন। তবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝাটি তেমন শক্তিশালী না হওয়ায় দার্জিলিং পাহাড়ে এখনই তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তেমনভাবেই সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, 'ঝঞ্ঝার প্রভাবেই সিকিমের কিছু এলাকায় বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়েছে। আগামী দু'দিন একই পরিস্থিতি থাকবে। সমতলের বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তনও একই থাকবে।'

বুড়ি কালীবাড়ির পুজোর ১১৯ বছর

কিশনগঞ্জ, ৪ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের লাইনপাড়ার শতাব্দীপ্রাচীন বুড়ি কালীবাড়ির কার্তিকী অমানিশার বার্ষিক পুজোর এবার ১১৯ বছর। ১৯০২ সালে জঙ্গলে টিনের একচালা মন্দিরে যাত্রা শুরু হওয়ার পর সারাবছর দক্ষিণাকালীর মৃন্ময়ী প্রতিমার পুজো হয় সেখানে।

নিত্যপুজো, অমাবস্যা ও বিশেষ বিশেষ দিনে পুজো হয়। এছাড়া কার্তিকী অমানিশায় দূরদূরান্তের ভক্তরা ভিড় করেন মন্দিরে। প্রতিবছর কার্তিকী অমানিশার আগের দিন স্থানীয় ডক নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বংশপরম্পরায় মলয় মুখোপাধ্যায় এই কালীবাড়ির পুরোহিত ও নিমাই পাল প্রতিমা গড়ে চলেছেন।

বার্ষিকী পুজোর পরের দিন সন্ধ্যার পরে মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের আয়োজন হয়। ভক্তদের বিশ্বাস বুড়ি কালীবাড়িতে মানত করলে ইচ্ছাপূরণ হয়। সেক্ষেত্রে ভক্তরা প্রতিমা দিয়ে থাকেন মন্দিরে। স্থানীয়দের কয়েকজন জানালেন, এই কালীবাড়িতে তন্ত্রমতে মাতৃ আরাধনা হয়ে আসছে। বছরের পর বছর সিদ্ধ তান্ত্রিকদের আনাগোনা লেগেই থাকে এই মন্দিরে। একসময় সুদূর শিলাইদহ থেকে আসা একজন রক্তবস্ত্রধারী, তন্ত্রসিদ্ধ জটাধারী সাধু মন্দির চত্বরে বটতলায় প্রায় এক বছর সাধনায় বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি গায়েবও হয়ে যান।

অবাধে কেনাবেচা সাহুর জমি

প্রথম পাতার পর

কোথাও আবার কলমির ডাল দিয়েই জমি ঘিরে রাখা হয়েছে। একটি ফাঁকা জমিতে কুয়ো বসানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা দীপু সেন কোনও রাখঢাক না করেই বললেন, 'নদীর প্রায় সাড়ে ছয় কাঠা জমি ১১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছি।' এলাকায় এক এক কাঠা জমি তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে তিনি জানান। এভাবে কি নদীর জমি বিক্রি করা যায়? এলাকার এক বাসিন্দা বললেন, 'শিলিগুড়ির অনেক জায়গাতেই নদী দিনকে দিন ছোট হয়েছে। এখানেও হবে। তাই এই জমি বিক্রি করতে বাধা কোথায়?' এখানে জমি কিনলে আগামীতে পাট্টার ব্যবস্থা করা হবে বলে ওই ব্যক্তিরা জানালেন।

এই এলাকাগুলি মূলত রাজবংশী অধ্যুষিত। তবে গত কয়েক বছরে এই এলাকাগুলিতে অন্য নানা সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে। বেশিরভাগই শ্রমিক, রিকশা বা টোটোচালকের মতো নানা পেশায় যুক্ত। স্থানীয় বাসিন্দা আরতি রায় বললেন, 'আমরা গরিব মানুষ, ভালো জায়গায় জমি কিনে বাড়ি তৈরির কথা ভাবতেও পারি না। স্বামী–স্ত্রী দিনমজুরি করি। বছরখানেক আগে অল্প টাকায় দেড় কাঠা জমি নিয়ে টিনের ঘর করে পরিবার নিয়ে আছি।' আরতিদের মতো অনেকেই এখানে এভাবে জমি কিনে বসবাস শুরু করেছেন।

বর্তমানে তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠলেও বামেদের সময় থেকেই এখানে জমি দখলের কারবার চালানোর অভিযোগ রয়েছে। ঘাসফুলের ব্লক সভানেত্রী সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বামেদের আমলেই এসবের সূত্রপাত।' অভিযোগ উড়িয়ে সিপিএমের ডাবগ্রাম–২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক কমল বাড়ৈয়ের প্রতিক্রিয়া, 'ওরা তো সবেতেই বামেদের ৩৪ বছরের ভূত দেখতে অভ্যস্ত। কারা এখানে অনিয়ম করেছে তা তদন্ত চালালেই পরিষ্কার হবে।'

নিজেদের খোঁড়া কবরে

প্রথম পাতার পর

সিপিএমের মতো পশ্চিমবঙ্গে এই দল দুটির না আছে সাংসদ, না আছে বিধায়ক। সিপিএমের থাকলেও এদের পঞ্চায়েত বা পুরসভার সদস্য আছেন কি না সন্দেহ। বাম রাজনীতিতেই অস্তিত্ব সংকটে দল দুটি। ফলে জনমনে প্রাসঙ্গিকতা বজায় থাকার প্রশ্ন ওঠে না। একই কারণে রানা সেন অপরিচিত হয়ে গিয়েছেন। অথচ একসময় তিনি আরএসপি'র অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। বংশগৌরবও উল্লেখ করার মতো। বাঙালি যেসব পরিবারের জন্য গর্ববোধ করে, রানাদা সে রকম বংশের সন্তান। তিনি সম্পর্কে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের তৃতীয় প্রজন্ম।

বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনদের সঙ্গে তাই আত্মীয়তার সূত্র। রানাদার মুখে কিন্তু এখনও এসব শোনা যায়নি। তিনি বরং অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন মানুষের অধিকার চর্চায়। আরএসপি'র কিংবদন্তি নেতা ননী ভট্টাচার্য তাঁকে হাতে ধরে নিয়ে আসেন ডুয়ার্সে। আর ফিরে যাননি রানাদা। জীবনটা কাটিয়ে দিলেন দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে। চা বাগান ও গ্রামাঞ্চলে সংগঠন গড়ার কাজে উৎসর্গ প্রাণ। শহুরে নেতা হননি কখনও। ভোটেও লড়েননি। মাঠে–ঘাটে খেটেখাওয়া মানুষের মধ্যে জীবনটা কাটিয়েছেন।

ননী ভট্টাচার্য বা রানাদার পাশাপাশি শুধু অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় ছিলেন আরএসপি'র একঝাঁক তারকা নেতা। কেরলের এএইচ বেস্টারউইচ ডুয়ার্সে এসে চা শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি হয়ে গিয়েছিলেন। ময়নাগুড়ির পৈতৃক ভিটে পার্টিকে দান করে নিজে আমৃত্যু আলিপুরদুয়ারের জেলা দপ্তরে কমিউন জীবন কাটিয়েছেন গোবিন্দ দে। চা শ্রমিক আন্দোলন গড়তে গিয়ে চা বাগানে বেঁধে পেটানো হয়েছিল সুরেশ তালুকদারকে।

জন আর্থার বাকলা, মানিক ভট্টাচার্য, চিত্ত চক্রবর্তী ... নাম বলে শেষ করা যাবে না। এঁদের সমবেত নেতৃত্ব ও অবদানে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় বামফ্রন্টের বড় শরিক হয়ে উঠেছিল আরএসপি। যেমন কোচবিহারে বড় শরিক ধরা হত ফরওয়ার্ড ব্লককে। যে কারণে বামফ্রন্টের আসন সমঝোতার সূত্র মেনে আলিপুরদুয়ারের লোকসভা আসন ও ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের ৪টি ছিল আরএসপি'র জন্য বাঁধা। একইভাবে কোচবিহার লোকসভা ও বিধানসভার ৯টি আসনের ৬টি থাকত ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য।

ফরওয়ার্ড ব্লকেও দিকপাল কম ছিলেন না উত্তরবঙ্গে। কোচবিহারের কমল গুহ ছাড়াও বিমল বসু, অমর রায় প্রধান, মালদার ভক্তিভূষণ মণ্ডল কিংবা জলপাইগুড়ির নির্মল বসু। আলিপুরদুয়ার বাদ দিলে দক্ষিণ দিনাজপুরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, নাথানিয়াল সোরেন, খাড়া সোরেনরা ছিলেন আরএসপি'র স্তম্ভের মতো। সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শরিকদলগুলি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে।

ক্ষমতায় থাকতে সিপিএম যে এই দলগুলিকে খুব একটা পাত্তা দিত, তা কিন্তু নয়। শরিকরা মাঝেমধ্যে ফোঁস করে আবার লেজ গুটিয়ে নিত। ভরা বাম রাজত্বে একটি কার্টুন খুব মনে আছে এখনও। প্রমোদ দাশগুপ্ত তখনও বেঁচে। কার্টুনে খাঁচায় দুটো পাখি ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি। খাঁচার দরজা খুলে প্রমোদবাবু বলছেন, যা পাখি যা। কোনও পাখিই কিন্তু নড়ছে না।

সিপিএমের রক্তচক্ষুর কারণে যতীন চক্রবর্তী ও কমল গুহকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরাতে বাধ্য হয়েছিল যথাক্রমে আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লক। ক্ষমতার ক্ষীর শরিকদের আটকে রেখেছিল বামফ্রন্টে। সেই ক্ষীর আর নেই বটে। কিন্তু যাওয়ার জায়গাও নেই বাম শরিকদের। ফ্রন্টে থাকলে তবু দলের নামটা বাঁচে। নাহলে কেউ খোঁজও করবে না। রাজ্যের অনেক এলাকায় যাঁদের একসময় প্রবল প্রতাপ ছিল, তাদের এমন দৈন্যদশার কারণ কী?

যেসব দলে রানা সেন, কমল গুহদের মতো সেনাপতিরা ছিলেন, সেসব দলের এই সংকট কেন? প্রথমত, ওই নেতারা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন বটে, কিন্তু নেতৃত্বের পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তুলতে অনীহা ছিল তাঁদের। পুরোনো নেতাদের অনুপস্থিতিতে তাই দলগুলির মাস্তুলহীন দশা। ত্রিদিব চৌধুরীর মতো কিংবদন্তি নেতা ছিলেন মুর্শিদাবাদে। অথচ ওই জেলায় দলটা মুছেই গিয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারে ছিল বলে ক্ষমতার ক্ষীরের লোভে শরিকদলগুলিতেও একসময় ভিড় কম ছিল না। আগের প্রজন্মের নেতাদের অধিকাংশের ত্যাগ, নিষ্ঠায় দলের শিকড় সমাজের গভীরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নেতারাই দলীয় কর্মী, এমনকি ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে মতাদর্শগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ করে যাননি। নতুন নেতা, কর্মীরা রাজনীতিগতভাবে ছিলেন দেউলিয়া। যে কারণে সরকার ক্ষমতাচ্যুত হতেই সরে পড়তে দেরি করেননি তাঁরা।

মালদায় আরএসপি'র খোদ জেলা সম্পাদক হয়ে গিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। কোচবিহারে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উদয়ন গুহ এখন তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী। তাছাড়া সরকারে থাকতেই শরিকদলগুলির সংগঠন ধীরে ধীরে গিলে খেয়েছিল সিপিএম। বামফ্রন্টকে 'চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে' স্লোগানের আড়ালে শরিকদের বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল বড় শরিক।শরিকদলগুলিই যেখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে, তখন রানা সেনদের মনে রাখার প্রশ্ন আর থাকে কী করে? কমল গুহর তাও মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুরে নাথানিয়াল সোরেনের নামে কলেজ আছে। রানাদাদের মতো যাঁরা জীবনটা দিয়ে গেলেন মতাদর্শের জন্য, তাঁদের স্মৃতি ধরে রাখার কোনও স্মারকও নেই কোথাও। আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন আরএসপি বিধায়ক নির্মল দাস জানালেন, ৬ নভেম্বর রানা সেনের জন্মশতবর্ষের সূচনা হবে কামাখ্যাগুড়িতে।

তাতে রানাদাদের ইতিহাস রক্ষা পাবে কি? তাঁদের রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষা নেবে কি কেউ? সংশয় থেকেই যায়। আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়া যেমন শুধুই দুরাশা।

বিরাট মঞ্চে আজ 'ফাইনালের' মহড়া

প্রথম পাতার পর

কাল কী হবে, কারও তো জানা নেই। দুই, চলতি একদিনের বিশ্বকাপের শুরু থেকেই রোহিত শর্মার ভারত যেমন স্বপ্নের ছন্দে, তেমনই টেম্বা বাভুমার দক্ষিণ আফ্রিকাও দুর্দান্ত ফর্মে। উপরি হিসেবে দুই দলই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। এমন অবস্থায় তাই কালকের ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ বিশ্বকাপ 'ফাইনালের' মহড়া আখ্যা পেয়ে গিয়েছে। তিন, বার্থ–ডে বয় বিরাটের পাশে ইডেন ভারত অধিনায়ক রোহিতেরও 'পয়া' মাঠ। এই মাঠে বহু মণিমুক্তো ছড়ানো রয়েছে তাঁর। আগামীকাল হিটম্যান শো দেখার তাগিদও প্রবলভাবে রয়েছে সমর্থকদের মধ্যে।

আর রয়েছে তৃতীয়বার একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন।

২০১১ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। ঘরের মাঠে ১২ বছর আগের সেই বিশ্বকাপ অভিযানে নাগপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে হেরেছিল ভারত। রবিন পিটারসন সেদিন কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের ক্রিকেট সম্রাট হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকে আজও বলে থাকেন, নাগপুরে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সেই হার 'শাপে বর' হয়েছিল ধোনির টিম ইন্ডিয়ার। চলতি বিশ্বকাপে স্বপ্নের ছন্দে 'সাতে সাত' করে ফেলার পর ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মতো সমর্থকদের মনেও আশঙ্কার একটা চোরাস্রোত বইছে। অনেকেই ভাবছেন, ফের সেমিফাইনাল 'কাঁটায়' না আটকে যায় ভারত। রোহিত, বিরাটদের মনেও কি এমন আশঙ্কার স্রোত রয়েছে? আপাতত জানার কোনও উপায় নেই। ক্রিকেটের নন্দনকাননের নৈশালোকে ভারতীয় দলের অনুশীলন দেখে মনে হল, পুরো দল অসম্ভব সিরিয়াস। বিশেষ করে আজ বিশ্বকাপ অভিযান থেকে সরকারিভাবে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ছিটকে যাওয়ার পর সতর্কতার আবহ আরও বেড়েছে। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কথায়, 'একটা করে ম্যাচ নিয়ে ভাবছি আমরা। সেমিফাইনাল বা তার পরের ম্যাচের বিষয় নিয়ে ভাবনার সময় এখনও আসেনি।'

বিশ্বকাপ হোক বা অন্য কোনও বড় মঞ্চ, দক্ষিণ আফ্রিকা মানেই চোকার্স। টেম্বা বাভুমার দল এবার অতীতের তকমা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। এখনও পর্যন্ত প্রোটিয়াদের বিশ্বকাপ অভিযানে তাদের মধ্যে তাগিদও নজরে এসেছে ক্রিকেট দুনিয়ার। কুইন্টন ডি কক স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। বল হাতে কাগিসো রাবাদাও নিয়মিতভাবে আগুন ঝরাচ্ছেন। প্রোটিয়াদের আরও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে আগামীকাল ইডেন ম্যাচের সময় হাজির থাকবেন কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্সও। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটের নন্দনকাননের কিছুটা মন্থর, কিন্তু বাউন্সের সঙ্গে ঘূর্ণির ইঙ্গিত থাকা বাইশ গজে কাল রোহিতদের বিরুদ্ধে কেশব মহারাজ ও তাবরেইজ শামসি–দুই স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্তও প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

জয়ের ছন্দ ও স্বপ্নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার লক্ষ্যে সতর্ক টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে আগামীকাল পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইস গজে ঘূর্ণির ইঙ্গিত রয়েছে। বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে পিচের তেমনই আচরণ দেখা গিয়েছিল। আগামীকাল ফের তেমন হতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে খেলানোর একটা ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে সম্ভাবনা অবশ্য বেশ কম। অশ্বীনকে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে দেখাও যায়নি। মহম্মদ সামির ছন্দ দেখার পর ভারতীয় দলের বোলিংয়ে আর কাউকে নতুনভাবে দরকারও নেই। তাছাড়া ইডেনের বাইশ গজে দীর্ঘসময় ধরে বহু ম্যাচ খেলেছেন সামি। ফলে আগামীকাল কোহলির জন্মদিনের মঞ্চকে আরও রঙিন করে দেওয়ার জন্য সামি নিশ্চিতভাবে রোহিতের ভারতের এক্স ফ্যাক্টর। তাছাড়া খাওয়া, ঘুম, মাঠে পাঁচ উইকেট নেওয়াটা সামি এখন অভ্যাসে পরিণত করেছেন।

ভারতের ছন্দ ও প্রোটিয়াদের মায়াবী ফর্মের মিশেলে আগামীকাল ইডেনে বিশ্বকাপ ফাইনালের মহড়া ছাড়া আর কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপালে মৃত ১৫৭

কাঠমান্ডু, ৪ নভেম্বর : শুক্রবার গভীর রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পড়শি দেশ নেপাল। এই ঘটনায় এ পর্যন্ত অন্তত ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখমের সংখ্যাও শতাধিক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নেটমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের ভিডিও ফুটেজে ধ্বংসস্তূপের ভয়াবহ চিত্র ধরে পড়েছে।

ভূমিকম্পের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে, তার প্রভাবে কেঁপে ওঠে কাঠমান্ডু থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে দিল্লির মাটিও। বেশ কিছুক্ষণ ধরে টের পাওয়া যায় সেই কম্পন। কেন্দ্রশাসিত দিল্লি এলাকা ও অযোধ্যা সহ উত্তর ভারতের বড় অংশের মাটিতেও কম্পন টের পাওয়া যায়। লখনউ এবং বিহারের বেশকিছু জায়গায় ভূমিকম্পের আঁচ লেগেছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার রাত পৌনে ১২টা নাগাদ কেঁপে ওঠে দিল্লি-এনসিআর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল কাঠমান্ডু থেকে ৩৩১ কিলোমিটার দূরে নেপালের জাজারকোট জেলা। কম্পনের কেন্দ্র মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার নীচে ছিল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৪। কম্পনের আতঙ্কে নেপাল এবং ভারতের সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু মানুষ নিজেদের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন।

নেপালের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পরেই বেশ কয়েকটি বাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। বহু বাড়িতে চওড়া ফাটল তৈরি হয়। কাঠ ও কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় বহু মানুষের। পশ্চিম রুকুম এবং জাজারকোটে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। রুকুম পশ্চিমের প্রশাসনিক কর্তা হরিপ্রসাদ পান্ত বলেন, 'রুকুম পশ্চিমে কমপক্ষে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।' জাজারকোটের পুলিশ সুপার সুরেশ সুনার বলেছেন, 'ধ্বংসের পূর্ণাঙ্গ ছবিটা এখনও স্পষ্ট নয়।' ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির অধিকর্তা ওপি মিশ্র বলেন, 'ভূমিকম্পের জন্য যত না ক্ষতি হয়, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ভূপ্রকৃতি এবং উপরিকাঠামোর জন্য।'

তিব্বতীয় এবং ভারতীয় টেকটোনিক প্লেটের ওপর থাকায় নেপাল প্রায় সারা বছরই ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে থাকে। ভূমিকম্প নিয়ে বিজ্ঞানীদের একাংশের বক্তব্য, হিমালয়ের নীচে ভূকম্পন বলয় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় পাতটি ক্রমে উত্তর দিকে এগোচ্ছে। এর ফলে ইউরেশীয় পাতের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে হিমালয় এলাকায় যে-কোনও মুহূর্তে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কারণে মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির জন্য শোকপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স হ্যান্ডলের পোস্ট থেকে জানা যায় ভূমিকম্পের জেরে মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্ধারকাজ এবং ত্রাণের জন্য তিনটি নিরাপত্তা সংস্থা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে।

নেপালের ভূমিকম্প নিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'নেপালের ভূমিকম্পে শতাধিক প্রাণহানি এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতি দেখে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। নেপালকে সম্ভাব্য সবধরনের সহায়তা করা হবে। স্বজনহারা পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

ফের বিপদে

- কম্পনের মাত্রা ৬.৪
- উৎসস্থল নেপালের জাজারকোট জেলা

- মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ১৫৭
- দুর্বল পরিকাঠামোর জন্যই জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতি বেশি
- হিমালয়ের নীচে ভূকম্পন বলয় সক্রিয় হয়ে উঠেছে

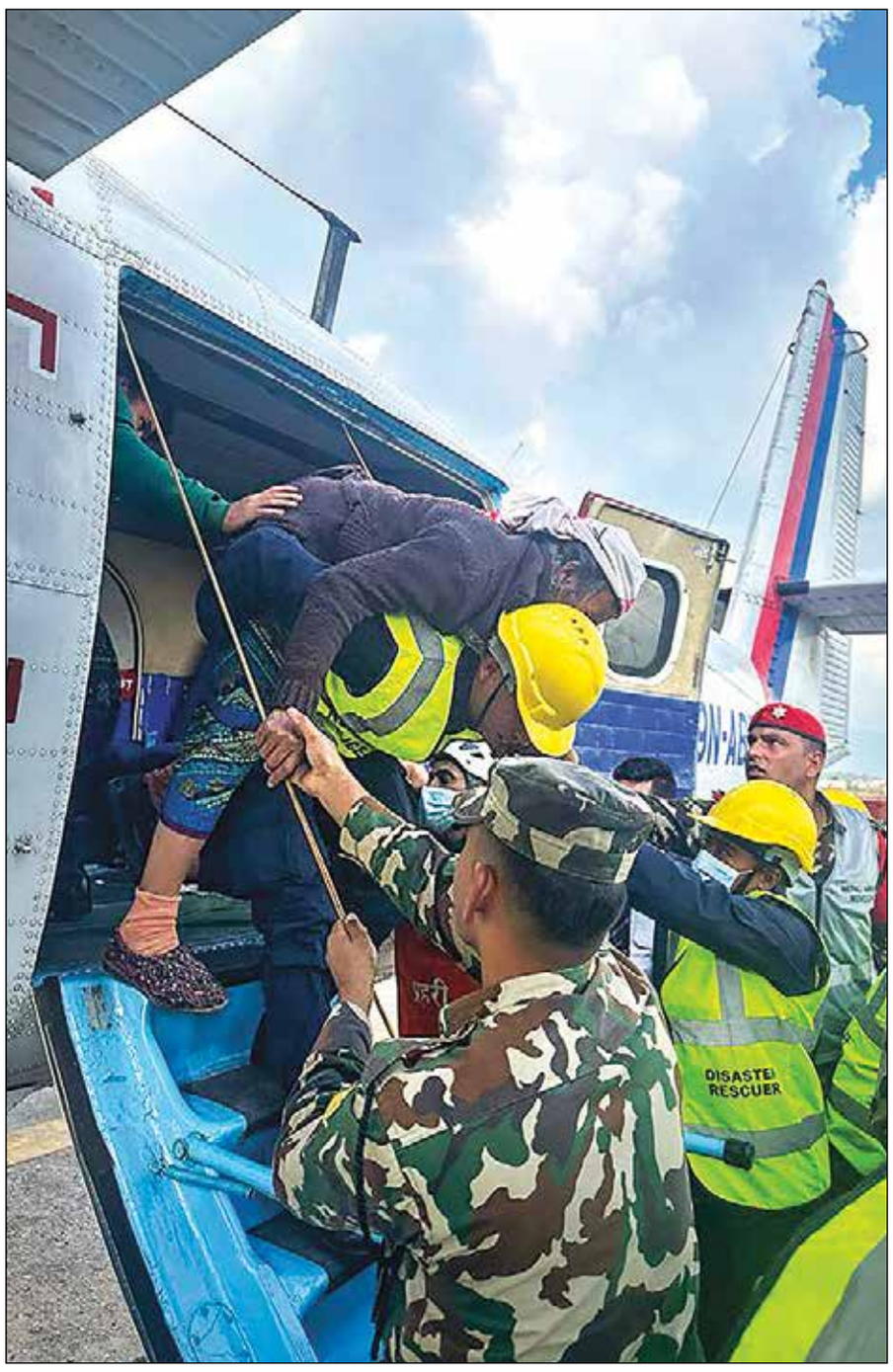

উদ্ধারকার্য। ভূমিকম্পে আহতদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নেপাল সেনা। শনিবার জাজরাকোটে।

মহাদেবের নামে টাকা লুঠ কংগ্রেসের

ছত্তিশগড়ে তোপ নমোর

রায়পুর, ৪ নভেম্বর : ছত্তিশগড় বিধানসভা ভোটের প্রচারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতিকেই হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার মহাদেব অ্যাপের প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলকে ৫০৮ কোটি টাকা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল ইডি। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে মোদি শনিবার বলেন, 'ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকার আপনাদের লুট করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। ওরা মহাদেবের নামও বাদ দেয়নি।' মোদি বলেন, 'কিছুদিন আগে রায়পুরে বিরাট পদক্ষেপ করা হয়েছিল। বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হয়েছিল। মানুষ বলছে, ওই টাকা নাকি সাট্টাবাজদের। যারা অন্যদের লুট করে ওই টাকা কামিয়েছে। ছত্তিশগড়ের গরিব এবং যুবকদের লুটের টাকা হল ওই টাকা। ওই টাকায় বাড়ি ভরছে কংগ্রেস নেতাদের। অভিযুক্তদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কী সম্পর্ক রয়েছে সেটা ওঁর খোলসা করা উচিত।'

কংগ্রেস তাঁকে এবং ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমান করেছে বলেও অভিযোগ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধি নিয়মিত জাতিগত জনগণনা নিয়ে সরব হন। এর জবাবে মোদি বলেন, কংগ্রেস ওবিসি প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করেছে। জাতপাতের বিষ ছড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলি নতুন ষড়যন্ত্র করছে। বাঘেল সরকারের বিরুদ্ধে ৩০ শতাংশ কমিশন খাওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। বিজেপির আক্রমণের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেন, 'বিজেপি ইডি, আইটি, ডিআরআই এবং সিবিআইয়ের মদতে ছত্তিশগড়ে নির্বাচনে লড়াই করতে চায়। নির্বাচনের আগে ইডি আমার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে। কংগ্রেস সরকারের ভাবমূর্তি কলুষিত করার চেষ্টা চলছে।' মোদির পাশাপাশি বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও ছত্তিশগড় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস মহাদেব বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে হাওয়ালার টাকা খরচ করছে।

নির্বাচনি প্রচারে নরেন্দ্র মোদি।

এক মাসে তিনবার কাঁপুনি

কাঠমান্ডু, ৪ নভেম্বর : নেপাল বিশ্বের ১১তম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। এক মাসের মধ্যে তিনবার কেঁপে উঠল ভারতের পড়শি রাষ্ট্র নেপাল। ২২ অক্টোবর কেঁপে উঠেছিল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.১। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল নেপালের ধাদিং জেলা। এর ঠিক দু'দিন পরে আবার ভূমিকম্প হয় নেপালে। মাত্রা ছিল ৪.১। ৩ অক্টোবরও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল নেপাল। পরপর চারবার ভূমিকম্প হয়েছিল নেপালে।

নেপালের পাশাপাশি তার প্রভাব পড়েছিল দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের লখনউ, হাপুর এবং আমরোহাতে। কম্পন অনুভূত হয়েছিল উত্তরাখণ্ডের কিছু কিছু অংশ, চণ্ডীগড় এবং জয়পুরেও। ২০১৫ সালে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল নেপালে। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ৯ হাজার মানুষের। জখম হন ২২ হাজার জন। এছাড়া ৫০ হাজার বাড়ি এবং ৮ হাজার স্কুল মাটিতে মিশে যায়।

ভোট শেষ হলে 'ইন্ডিয়া'র ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের বড় শরিক কংগ্রেস। কিন্তু রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন জোট নিয়ে উদাসিন বলে কিছুদিন আগেই সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কমার। এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে সক্রিয় হল কংগ্রেস।

শনিবার জেডিইউ প্রধান নীতীশকে ফোন করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। দলীয় সূত্রে দাবি, নীতীশকে তিনি বলেছেন, বিরোধী জোট কংগ্রেসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে কংগ্রেস এখন ৫টি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারে

নীতীশকে বোঝালেন খাড়গে

জোর দিয়েছে। ওই ভোট মিটে যাওয়ার পরে ইন্ডিয়া জোটের ব্যাপারে সক্রিয় হবেন তাঁরা। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে কংগ্রেস নেতার আশ্বাস, বিধানসভা ভোটের পর তাঁর দল ইন্ডিয়াকে শক্তিশালী করা এবং যৌথ সমাবেশে মনোনিবেশ করবে।

বৃহস্পতিবার পাটনায় এক রাজনৈতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইন্ডিয়া জোটের নিষ্ক্রিয়তার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেছিলেন নীতীশ। জেডিইউ সুপ্রিমো জানান, বিরোধী জোট তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো নয়। কংগ্রেসের জন্য এটা হচ্ছে। একইসঙ্গে নীতীশ আশাপ্রকাশ করেছিলেন, বিধানসভা ভোট মিটে গেলে কংগ্রেস জোট নিয়ে ফের সক্রিয় হবে। তারাই তখন সবাইকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করবে। এদিন নীতীশকের সেই আশাপূরণের বার্তা দিয়েছেন খাড়গে।

আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে থাকবে 'অক্ষত' চাল

নাগপুর, ৪ নভেম্বর : রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকার আর্জি জানিয়ে প্রতিটি রাজ্যকে 'অক্ষত' চাল দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

অন্য রাজ্যের মতো বাংলাতেও আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ঘি মাখানো অক্ষত চাল পাঠানো হবে। প্রথমে তা পৌঁছে যাবে কলকাতায়। তারপর তা ধাপে ধাপে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। ২৭ নভেম্বর থেকেই এই কর্মসূচি শুরু করবে সংঘ পরিবার। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা চান, যাঁরা একান্তই আগামী বছর ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধনে হাজির থাকতে পারবেন না, তাঁরাও যাতে বাড়িতে এবং এলাকায় অন্তত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পাশাপাশি ২৩ জানুয়ারির পর যাতে তাঁরা অযোধ্যায় আসেন, সেই আমন্ত্রণও জানানো হবে।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে জানুয়ারি মাসে রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামলালার মূর্তি অস্থায়ী মন্দির থেকে রামমন্দিরের গর্ভগৃহে নিয়ে যাবেন

রামমন্দিরের উদ্বোধন

তিনিই। প্রায় ৫০০ মিটার পথ তিনি খালি পায়ে মূর্তি কোলে করে হাঁটবেন। এমনই প্রস্তাব তাঁকে দেওয়া হয়েছে মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। উদ্বোধনে হাজির থাকবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও অন্য শীর্ষনেতা। অযোধ্যার সেই অনুষ্ঠানে যাতে সকলে যোগ দিতে পারেন, সেই কারণেই অক্ষত চাল দিয়ে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে ভিএইচপি।

রবিবার (৫ নভেম্বর) হবে অক্ষত পুজো। 'অক্ষত কলস' রামলালার সামনে রেখে এই পুজো হবে। শেষে তা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের উদ্দেশে রওনা দেবে। ভিএইচপির কর্মীরা ট্রেনে অথবা বাসে করে নানা রাজ্যে যাবেন তা নিয়ে।

এদিকে রামমন্দিরের ভাগ নিয়ে মধ্যপ্রদেশে বিতর্কে জড়িয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস। কংগ্রেসের দাবি, রামমন্দির বিশেষ কোনও দলের বা গোষ্ঠীর নয়। এটা সব মানুষের। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, রামমন্দির নিয়ে সস্তা রাজনীতি করে ভোটে ফায়দা তুলতে চাইছে কংগ্রেস।

ছত্তিশগড়ে খুন বিজেপি নেতা

রায়পুর, ৪ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণের আগে খুন হলেন এক বিজেপি নেতা। ঘটনায় অভিযোগের তির মাওবাদীদের দিকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার নারায়ণপুরের কৌশলনরে দলের প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা রতন দুবে। সেইসময় তাঁকে ঘিরে ধরে একদল আততায়ী। নৃশংসভাবে রতনকে খুন করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। কিন্তু তার আগেই হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। নিহত ব্যক্তি বিজেপির জেলা সহসভাপতি ছিলেন। রাজ্য পুলিশের বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দরাজ পিকে জানান, এলাকায় পুলিশবাহিনী টহল দিচ্ছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ৭ নভেম্বর প্রথম দফায় ছত্তিশগড় বিধানসভা ২০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এইসব কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশি মাওবাদী অধ্যুষিত। বিজেপি নেতা খুনের পর স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

মহুয়াকে বয়কটের ডাক নিশিকান্তের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : এথিকস কমিটির বৈঠক বয়কট করে ধুন্ধুমার বাধিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। 'টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন' বিতর্কে লোকসভার এথিকস কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকারের বিরুদ্ধে অবমাননাকর প্রশ্ন তোলার অভিযোগে মাঝপথে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। মহুয়ার সমর্থনে বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেন পাঁচ বিরোধী সাংসদও। এবার মহুয়াকে কার্যত বয়কট করার আহ্বান জানালেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে।

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে গোড্ডার বিজেপি সাংসদ লেখেন, 'সামাজিক পরিসর, রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং সংবাদমাধ্যমে স্বচ্ছতার আভাস আমরা পেয়েছি। বিশেষ করে সাংবাদিকতার দুনিয়ায় এমন স্বচ্ছতার নজির বারবার দেখা গিয়েছে। ২০১০-'১১-য় মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে এক ব্যবসায়ীর গাড়িতে চড়ার অভিযোগে একটি বড় সংবাদসংস্থার সম্পাদক ও কিছু সাংবাদিকের চাকরি যায়। অথচ দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা আজ যিনি সামান্য টাকার বিনিময়ে বিপদের মুখে ফেললেন, তাঁকে কেন বয়কট করা হবে না?' এক্স হ্যান্ডেলে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ না করলেও পরোক্ষে যে মহুয়া মৈত্রকেই নিশানা করেছেন নিশিকান্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিশিকান্ত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার কমিটির বৈঠকে যে কাণ্ড হল তা সংসদীয় ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়। কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকারের বিরুদ্ধে মহুয়া মৈত্র চরম অবমাননাকর এবং মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। নিজের দোষ ঢাকতেই মহুয়া এমন পদক্ষেপ করলেন।

২০১০-'১১-য় মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে এক ব্যবসায়ীর গাড়িতে চড়ার অভিযোগে একটি বড় সংবাদসংস্থার সম্পাদক ও কিছু সাংবাদিকের চাকরি যায়। অথচ দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা আজ যিনি সামান্য টাকার বিনিময়ে বিপদের মুখে ফেললেন, তাঁকে কেন বয়কট করা হবে না?

-নিশিকান্ত দুবে

নিশিকান্ত বলেন, 'বৃহস্পতিবারের পর থেকে মহুয়া খুল্লামখুল্লা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়ে যাচ্ছেন। মনগড়া, অবাস্তব ও মিথ্যা অভিযোগের ঝুলি খুলে ধরেছেন। সংবাদমাধ্যমগুলি সেগুলি ফলাও করে দেখিয়ে তাঁর কল্পিত মিথ্যাকে প্রচার করছে।' কমিটির পরবর্তী বৈঠক প্রসঙ্গে নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'এটি কমিটির অভ্যন্তরীণ বিষয়। তারা যখন মনে করবেন, ডাকবেন। আমি হাজির হয়ে যাব। আমার লুকোনোর কিছু নেই।'

নিশিকান্ত দুবের সুরেই মহুয়াকে নিশানা করেছেন বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা ষড়ঙ্গী। তিনি বলেন, 'মহুয়া সবরকম শিষ্টাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমরা মহুয়াকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। দর্শন হিরানন্দানি যে হলফনামা দিয়েছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে শুধু প্রশ্ন করেছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান। তাই সীমা ছাড়ানোর বা হলফনামার বাইরে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।'

বসুন্ধরার কথায় অবসরের জল্পনা

জয়পুর, ৪ নভেম্বর : কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন আগেই। এবার সক্রিয় রাজনীতিকে বিদায় জানানোর ইঙ্গিত দিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। বস্তুত, মরুরাজ্যের বিজেপির মুখ বলতে এতদিন রাজমাতাকেই বোঝানো হত। কিন্তু মোদি-শা জমানায় বসুন্ধরার সেই প্রভাব অনেকটাই ভোঁতা হয়ে যায়। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রিত্বের অন্যতম দাবিদার বসুন্ধরা যেভাবে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে রাজস্থান বিজেপির অন্দরে মরুঝড় ওঠার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে। শনিবার ঝালেশ্বর বিধানসভা আসনে মনোনয়ন জমা দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পরে এক জনসভায় ছেলে তথা ঝালেশ্বর-বরণের বিজেপি সাংসদ দুষ্মন্ত সিংয়ের কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে বসুন্ধরা বলেন, গত তিন দশকে গোটা এলাকার সড়ক, পানীয় জল সরবরাহ এবং বিমান ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এখন মানুষ এখানে বিনিয়োগ করতে চাইছে।

তারপরই ছেলের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে এবার আমি অবসর নিতে পারি। মানুষ সাংসদ সাহেবকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ওঁকে সঠিক রাস্তায় এনেছেন। তাই ওঁর ব্যাপারে চিন্তা করার আর কোনও প্রয়োজন আমার নেই।' তবে মুখে একথা বললেও বসুন্ধরা জানেন, তিনি মোদি-শা'দের কাছে ব্রাত্য। বিজেপি যদি ভোটে জয়ী হয় তাহলেও তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায় অবসরের ইঙ্গিত দিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে রাজমাতা নিজের দর বাড়িয়ে রাখলেন কিনা তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

ইজরায়েলকে সুড়ঙ্গ-জালে বাঁধার ছক হামাসের

তেল আভিভ, ৪ নভেম্বর : ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের ওপর আক্রমণ বন্ধ না করলে রক্তাক্ত হবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য। শনিবার এমনই হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে হিজবুল্লা প্রধান হাসান নাসরুল্লার মুখ থেকে। লেবাননের একটি বড় অংশ শাসন করে হিজবুল্লা। তারা ইরানের সহযোগী। লেবানন ছাড়া ইয়েমেন, সিরিয়ায় লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই গোষ্ঠীর। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার মুখ খুললেন নাসরুল্লা। তাঁর বিবৃতির পর গাজা-যুদ্ধে হিজবুল্লার অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহে মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র দাবি করেছিল, ইজরায়েলি হামলা ঠেকাতে হিজবুল্লাকে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাশিয়ার বেসরকারি বাহিনী ওয়াগনার। তাহলে পরোক্ষে রাশিয়া এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। পর্যবেক্ষকদের বড় অংশের মতে, গাজা স্ট্রিপে ইজরায়েলের স্থল অভিযান দীর্ঘদিন চললে ইরান, সিরিয়া, ইরাক, তুরস্কের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। হামাসও সেটাই চাইছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গাজার মাটির তলায় যে বহু মাইল বিস্তৃত সুড়ঙ্গের জাল রয়েছে সেখানে হাজার হাজার হামাস সদস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। তাদের সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গাজার নানা জায়গায় অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, খাদ্য ও চিকিৎসা সরঞ্জাম মজুত করেছে জঙ্গি সংগঠনটি। এর সাহায্যে তারা কয়েকমাস ধরে নিশ্চিন্তে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে। কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালেস্তাইন বিশেষজ্ঞ আবিদ জিয়াদেহ বলেন, 'যারা (হামাস) ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা করেছিল তাদের দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা বুঝিয়ে দিয়েছে যে ওরা এর জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছে।'

বিপরীতে বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও ট্যাংকের সাঁড়াশি হামলায় হামাসকে নির্মূল করতে চাইছে ইজরায়েল। তবে তাদের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ যে বাড়ছে ঘটনাপ্রবাহ থেকে তা স্পষ্ট। ইজরায়েলে ঝটিকে সফর করছেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। গাজায় বেসামরিক প্রাণহানি ঠেকাতে তাঁর এই সফর বলে জানিয়েছেন ব্লিঙ্কেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশ, এমনকি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও যুদ্ধবিরতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে আন্তর্জাতিক মহলে ইজরায়েলের কোণঠাসা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

গোটা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়াবে, হুঁশিয়ারি হিজবুল্লার

প্যালেস্তাইনের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে বিশ্বজুড়ে। শনিবার মিলানে সেরকমই এক ছবি।

বিশেষ সূত্রে খবর, কাতারের মধ্যস্থতায় ইতিমধ্যে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণ নিয়ে দরকষাকষি চলছে। হামাসের কাছে দু'শোর বেশি ইজরায়েলি বন্দি রয়েছে। তাঁদের বিনিময়ে হামাস সদস্যদের মুক্তি চাইছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠনটি।

একনজরে

- হিজবুল্লাকে সামরিক অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত ওয়াগনারের
- কাতারের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণ নিয়ে দরকষাকষি চলছে

চলতি সংঘর্ষের মাধ্যমে ৩টি লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করছে হামাস। এক, গাজায় ১৭ বছর ধরে চলা ইজরায়েলি হামলায় স্থায়ীভাবে রাশ টানা। দুই, প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে ইজরায়েলি বসতি স্থাপন বন্ধ করা। তিন, প্যালেস্তিনীয় মুসলিমদের কাছে অতি পবিত্র আল আকসা মসজিদকে ইজরায়েলি সেনার ঘেরাটোপমুক্ত করা।

মাইলস্টোন নিয়ে ভাবছে না বিরাট : দ্রাবিড়

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : দিন কয়েক আগে মন্তব্যটা করেছিলেন সুনীল গাভাসকার।

কিংবদন্তি ভারতীয় ওপেনারের মনে হয়েছিল, ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের মঞ্চেই বিরাট কোহলি একদিনের ক্রিকেটে তাঁর শতরানের হাফ সেঞ্চুরি করবেন। কারণ, ৫ নভেম্বর কোহলির জন্মদিন।

মঞ্চটা সেই ইডেন। আর কয়েক ঘণ্টা পরই ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মহারণ। কোহলির ৩৫-এ পা দেওয়ার কাউন্টডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে। কীভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করা যায়, তা নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় চলছে প্রবল আলোচনাও। আর সেই আলোচনার মাঝেই আজ সন্ধ্যার ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারতীয় দলের হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড় জানিয়ে দিয়ে গেলেন, শতরানের মাইলস্টোন নিয়ে ভাবছেনই না বিরাট। বরং তিনি রয়েছেন তাঁর মতো ফুরফুরে মেজাজে। টিম ইন্ডিয়ার কোচের কথায়, 'বিরাট বেশ ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছে। ওকে দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত দারুণ ফর্মে ও। মাঠে নামলেই ব্যাট হাতে চমকে দিচ্ছে। আমি অন্তত ওর মধ্যে আলাদা কিছু দেখিনি। আসলে সবসময় এমনই থাকে বিরাট।'

একদিনের ক্রিকেটে ৪৮টি শতরান হয়ে গিয়েছে কোহলির। সংখ্যাটা ৪৯ হলেই শচীন তেন্ডুলকারকে স্পর্শ করবেন তিনি। শেষ দুই ম্যাচে ৯৫ ও ৮৮ রান করলেও শতরান পাননি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আগামীকাল জন্মদিনের মঞ্চে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ম্যাচে কাঙ্ক্ষিত সেই শতরান আসবে কিনা, সময় বলবে। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচ দ্রাবিড় কোহলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে আজ বলেছেন, 'বিরাট পেশাদার ক্রিকেটার। সবসময় কঠোর পরিশ্রম করে। বয়স বেড়ে যাওয়া নিয়ে ও যেমন ভাবছে না, তেমনই ওয়ান ডে কেরিয়ারের ৪৯ বা ৫০তম শতরান করা নিয়েও বেশি ভাবছে না ও। বিরাটের মূল ফোকাস আপাতত বিশ্বকাপের দিকে। ও আগামীকাল শতরান পাবে কিনা, জানি না। তবে আমি নিশ্চিত যে, আগামীকাল বিরাট ভালো খেলবেই।' ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার যেমন পয়া মাঠ ইডেন, তেমনই কোহলিরও পছন্দের মাঠ ইডেন। জন্মদিনের মঞ্চে ইডেনে তাই স্পেশাল কিছু করে দেখানো তাগিদ বিরাটের মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক।

কোহলির জন্মদিনের মঞ্চে আপাতত টিম ইন্ডিয়ার জন্য 'কাঁটা' হিসেবে হাজির হার্দিক পান্ডিয়ার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ঘটনা। হার্দিকের বদলি হিসেবে প্রসিধ কৃষ্ণাকে দলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি লোকেশ রাহুলকে টিম ইন্ডিয়ার নয়া সহ অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় কোচের কথায়, 'লোকেশ দলের সিনিয়ার ক্রিকেটার। হার্দিকের চোটের পর আমরা ওকেই দলের সহ অধিনায়ক বেছে নিয়েছি।' রাহুলকে সহ অধিনায়ক বেছে নেওয়ার কাজটা হলেও হার্দিকের অনুপস্থিতিতে দলের ষষ্ঠ বোলারের ভূমিকায় কাকে দেখা যাবে, এই প্রশ্ন উঠছে। দ্রাবিড় আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ কিছু সম্ভাব্য বিকল্পের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের আপাতত ষষ্ঠ বোলার নেই। আমরা তিন পেসার, দুই স্পিনারের কম্বিনেশন রাখছি। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও বিরাট, আবার কখনও সূর্যকুমার যাদবদের দিয়ে কাজ চালাতে হবে। শেষ ম্যাচে তো আমরা বিরাটকে এক ওভার করানোর সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছিলাম।'

> বিরাট বেশ ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছে। ওকে দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত দারুণ ফর্মে ও। মাঠে নামলেই ব্যাট হাতে চমকে দিচ্ছে। আমি অন্তত ওর মধ্যে আলাদা কিছু দেখিনি। আসলে সবসময় এমনই থাকে বিরাট। –রাহুল দ্রাবিড়

বিশ্বকাপে আজ

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
স্থান : ইডেন গার্ডেন্স,
ম্যাচ শুরু : দুপুর ২টা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

ওডিআই বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকা

স্থান	দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট	রানরেট
১	ভারত	৭	৭	০	১৪	২.১০২
২	দক্ষিণ আফ্রিকা	৭	৬	১	১২	২.২৯০
৩	অস্ট্রেলিয়া	৭	৫	২	১০	০.৯২৪
৪	নিউজিল্যান্ড	৮	৪	৪	৮	০.৩৯৮
৫	পাকিস্তান	৮	৪	৪	৮	০.০৩৬
৬	আফগানিস্তান	৭	৪	৩	৮	−০.৩৩০
৭	শ্রীলঙ্কা	৭	২	৫	৪	−১.১৬২
৮	নেদারল্যান্ডস	৭	২	৫	৪	−১.৩৯৮
৯	বাংলাদেশ	৭	১	৬	২	−১.৪৪৬
১০	ইংল্যান্ড	৭	১	৬	২	−১.৫০৪

অনুশীলনের মাঝে আলোচনা রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের। ছবি : ডি মণ্ডল

প্রস্তুতির ফাঁকে বিরাট কোহলি। ছবি : ডি মণ্ডল

বিশ্বকাপে নেই হার্দিক

সতীর্থদের পাশে থাকার বার্তা, সহ অধিনায়ক লোকেশ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : কাটল ধোঁয়াশা। সত্যি হল জল্পনা।

শেষ পর্যন্ত বাঁ পায়ের গোড়ালি ও লিগামেন্টের চোট নিয়ে একদিনের বিশ্বকাপের আসর থেকেই ছিটকে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। চিকিৎসকরা তাঁকে আরও তিন সপ্তাহ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বলে খবর। আর চিকিৎসকদের নির্ধারিত করে দেওয়া সময়ের মধ্যে একদিনের বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাবে। তাই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর আজ সকালেই হার্দিকের বদলি হিসেবে জোরে বোলার প্রসিধ কৃষ্ণার নাম ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পাশাপাশি হার্দিক বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে আজই লোকেশ রাহুলের নামও ঘোষণা হয়েছে।

পুনেতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে লিটন দাসের স্ট্রেট ডাইভ বাঁচাতে গিয়ে পিচের উপরই পড়ে গিয়েছিলেন হার্দিক। দ্রুত তাঁর স্ক্যানও করানো হয়েছিল। বাংলাদেশ ম্যাচ জয়ের পর ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছিলেন, 'হার্দিকের চোট গুরুতর নয়।' কিন্তু তারপরও জল্পনার শেষ ছিল না ভারতীয় অলরাউন্ডারকে নিয়ে। পুনে ম্যাচের পরদিন সকালেই হার্দিক বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) পৌঁছে গিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকদের পরামর্শও। মনে করা হয়েছিল, হয়তো কয়েকটি ম্যাচে খেলা হবে না তাঁর। এর মধ্যেই ধরমশালায় নিউজিল্যান্ড, লখনউয়ে ইংল্যান্ড ও মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কা ম্যাচ জিতে নিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচেও হার্দিকের খেলার সম্ভাবনা ছিল না। যে প্রতিবেদন আজই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, গতরাতে চিকিৎসকরা তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভারতীয় দল ও বোর্ডকে জানিয়ে দেন। যেখানে বলা হয়েছে, হার্দিকের চোটের অবস্থার উন্নতি হলেও তাঁর পুরো ফিট হয়ে মাঠে নামতে আরও সময় লাগবে। এনসিএ'র নেটে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচরা গোড়ালিতে বেশি চাপ না দিয়ে বোলিংয়ের পরামর্শ দেন। প্রথম তিনটি বল করার সময় হার্দিকের কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু গতি বাড়িয়ে চতুর্থ বল করার পরই ব্যথা অনুভব করেন হার্দিক। তারপরই বুঝে যান, এবারের মতো তাঁর বিশ্বকাপ শেষ। এনসিএ–র তরফেও বোর্ডের কাছে হার্দিকের বিকল্প নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে সরে যাওয়ার পর হার্দিক নিজেই সোশ্যাল দুনিয়ায় তাঁর হতাশার কথা জানিয়েছেন আজ। টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডারের কথায়, 'ভাবতেই পারছি না আমি আর এবারের বিশ্বকাপে খেলতে পারব না। তবে সতীর্থদের পাশে আমি সবসময় রয়েছি। ওদের জন্য গলা ফাটাব। ভারতীয় দলের জন্য ভালোবাসা রইল। কঠিন সময়ে যাঁরা আমার পাশে রয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ।' হার্দিকের পরিবর্ত প্রসিধ একদিনের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার নিয়মিত সদস্য নন। বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচে তাঁর প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। কিন্তু তারপরও ১৭টি একদিনের ম্যাচে ২৯টি উইকেটের মালিক প্রসিধকেই বেছে নিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

ক্রিকেট শ্রীলঙ্কার সচিবের পদত্যাগ

বোর্ড জবাবদিহি চায় লজ্জার হারের

কলম্বো, ৪ নভেম্বর : চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে দাগ কাটতে ব্যর্থ শ্রীলঙ্কা। তার ওপর ভারতের বিরুদ্ধে ৩০২ রানে হার। দেশের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থাও ধৈর্য হারিয়ে দলের হতশ্রী পারফরমেন্সের জন্য ম্যানেজমেন্টের থেকে জবাবদিহি চেয়ে একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'দলের হতাশাজনক পারফরমেন্স নিয়ে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট চিন্তিত, বিশেষত ভারতের বিরুদ্ধে জঘন্য হার নিয়ে। তাই কোচিং স্টাফ ও নির্বাচকমণ্ডলীর থেকে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।' আরও বলা হয়েছে, 'বিশ্বকাপে দলের সামগ্রিক পারফরমেন্স ও অপ্রত্যাশিত পরাজয় দলের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বোর্ড নিয়োজিত স্টাফদের কাজে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেনি শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। এখন পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে জবাবদিহির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।'

দলের এই ব্যর্থতার দায় নির্বাচকমণ্ডলী ও শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের, এমন মন্তব্য করে বোর্ডের সমস্ত পদাধিকারীর ইস্তফার দাবি তুলেছেন দেশের ক্রীড়ামন্ত্রী রোশন রণসিংঘে। তারপরই বোর্ডের ক্রিকেট সচিব মোহন ডি সিলভা পদত্যাগ করেছেন। যা পরিস্থিতি তাতে পাকিস্তানের মতো শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটেও আমূল বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পোলকের পরামর্শ পেলেন প্রোটিয়ারা

আবির্ভাবের মঞ্চে 'চোকার্স' তকমা মোছার পণ বাভুমাদের

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : স্মৃতি সততই সুখের!

১৯৯১ সালে নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রয়াত জগমোহন ডালমিয়ার উদ্যোগে কলকাতায় হাজির হয়েছিল তারা। ক্রিকেটের নন্দনকাননের মঞ্চে নতুনভাবে আবির্ভাব ঘটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার।

মাঝে দীর্ঘসময় পার। সেদিনের দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেম্বা বাভুমার বর্তমান দলের বিস্তর ফারাক। কিন্তু তারপরও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে শহর কলকাতার ভিন্ন একটা যোগসূত্র রয়েই গিয়েছে। সেই টানের কথা কি আজ দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আচমকাই মনে পড়ে গিয়েছিল প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমার? কে জানে!

সাংবাদিক সম্মেলনের একেবারে শুরুর দিকে যখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হল 'চোকার্স' তকমা নিয়ে, তখন কি বাভুমা একটু হলেও আবেগে ভেসেছিলেন? নাকি অন্য কিছু মনে হয়েছিল তাঁর? দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমার মনের অন্দরের কথা হয়তো জানা যাবে না কোনওদিনও। কিন্তু তারপরও মাঝের ৩২ বছরে 'অর্জন' করা চোকার্স তমকা ঝেড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞার কথা আজ শুনিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক। বাভুমা বলেছেন, 'চোক করার কথা বলছেন? কীভাবে উত্তর দেওয়া উচিত, জানি না আমি। যদি রবিবার আমরা হেরে যাই, তাহলেও এই চোকার্স বিষয়টা আসবে না। কারণ, আমার মতে, ভারত কাল হারলে কি আপনারা একই কথা বলবেন?'

টিম ইন্ডিয়ার মতোই দক্ষিণ আফ্রিকারও বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ফলে কাল ইডেন গার্ডেন্সে দুই দলেরই হারানোর কিছু নেই। বরং আগামীর লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই লক্ষ্যপূরণে দুপুরের অনুশীলনে প্রোটিয়াদের বেশ ফুরফুরে লাগল। শুধু তাই নয়, আইডেন মার্করাম, কাগিসো রাবাদাদের অনুশীলনের মাঝেই আচমকা মাঠে হাজির হলেন কিংবদন্তি শন পোলক। বাভুমাদের সবার সঙ্গেই অনেকটা সময় ধরে আড্ডা দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার নেটের ধারেই। সেখানে তখন প্রোটিয়াদের প্রায় পুরো দলই হাজির। হেনরিক ক্লাসেনদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার মাঝে কাল ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য জরুরি পরামর্শও দিয়ে গেলেন পোলক। কী সেই পরামর্শ, জানা যায়নি। জানার উপায়ও নেই। কারণ, কিংবদন্তি পোলক সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ধারাভাষ্যের কাজ করছেন। ফলে আলাদাভাবে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দায় নেই তাঁর। তাছাড়া চলতি একদিনের বিশ্বকাপের মঞ্চে দক্ষিণ আফ্রিকাও দল হিসেবে ভালো ছন্দে রয়েছে। তাই ইতিমধ্যেই ক্রিকেটমহলে বলা শুরু হয়েছে, কাল ভারতীয় বোলিংয়ের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটারদের যুদ্ধ। প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমাও মনে করছেন তাঁরা ভারতীয় বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলানোর জন্য তৈরি। বিশেষ করে রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবদের ঘূর্ণি সামলানোর চ্যালেঞ্জ নিতে তাঁরা তৈরি। বাভুমার কথায়, 'জাদেজা–কুলদীপ দুইজনই দারুণ ছন্দে। ভালো বোলিংয়ের পাশে নিয়মিতভাবে উইকেটও পাচ্ছে ওরা। শুধু ওদের কথা কেন বলছেন, দল হিসেবে ভারত রীতিমতো শক্তিশালী। তাই পুরো ভারতীয় দলের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই হবে। আর সেই লড়াইয়ের জন্য আমরা তৈরি।' ক্রিকেটের নন্দনকাননে কাল যে পিচে খেলা হবে, সেখানে বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচ হয়েছিল। ওই পিচে স্পিনারদের জন্য সাহায্য ছিল। তাই কাল প্রোটিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট কেশব মহারাজ ও তাবরিয়াজ সামসিকে খেলানোর কথাও ভাবতে শুরু করেছে।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে চলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

জন্মদিনে সোনার ব্যাট বিরাটকে

ময়দান থানায় হাজিরা দিলেন সিএবি প্রতিনিধি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই আগামীকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে কলকাতা ও বাংলাজুড়ে টিকিট নিয়ে যা চলেছে, তা নজিরবিহীন বললেও ভুল হবে। টিকিটের হাহাকার শব্দটাও কম বলে মনে হবে।

সদস্যদের অনেকেই তাঁদের প্রাপ্য টিকিট পাননি। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ চলেছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে। আজও তার রেশ ভালোরকম ছিল সিএবি–তে। তার মধ্যেই কলকাতার ময়দান ও এন্টালি থানায় বিস্তর অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ময়দান থানার তরফে তলব করা হয়েছিল সিএবি শীর্ষকর্তাদের। স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশ ওঝারা কেউই হাজির হননি। বদলে আজ সিএবি–র তরফে এক অফিস স্টাফকে পাঠানো হয়েছিল ময়দান থানায়। সন্ধ্যার দিকে সভাপতি স্নেহাশিস এই ব্যাপারে বলেছেন, 'আমাদের অফিসের এক প্রতিনিধিকে আজ ময়দান থানায় পাঠানো হয়েছিল। পুলিশকে আমাদের তরফে যা বলার, সবই জানানো হয়েছে। এর বেশি কিছু আমার বলার নেই।'

সিএবি সভাপতি বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চাইলেও আপাতত তা কমার ইঙ্গিত নেই। বরং খেলা শুরুর সময় যত এগিয়ে আসছে, বিতর্ক আরও বাড়ছে। ইডেনের আসন সংখ্যা ৬৭ হাজার। অথচ কালকের ম্যাচের টিকিটের চাহিদা এভারেস্ট সমান। গত কয়েকদিনের মতো আজ সন্ধ্যাতেও সিএবি–তে হাজির হয়ে ম্যাচ সংক্রান্ত সবদিক তদারকি করেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবলভাবে তিনি দুনিয়ার দরবারে সিএবি ও বাংলার মুখরক্ষার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারপরও টিকিট বণ্টন নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। গতকাল কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর আজ শেষ বিকেলে ইডেনের সামনে যখন ভারতীয় দলের টিম বাস এসে দাঁড়াল, তখন কোহলি কোহলি চিৎকার বোধহয় গোটা কলকাতা শহরে শোনা গেল। নৈশালোকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময়ও একইভাবে রোহিত শর্মা, শুভমান গিলদের নামে জয়ধ্বনি।

আগামীকাল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির জন্মদিন। ৩৫ বছরে পা দিচ্ছেন কিং কোহলি। জন্মদিনের মঞ্চকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সিএবি–র তরফে বহু পরিকল্পনা হয়েছিল। বেশিরভাগই ভেস্তে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও আগামীকাল বার্থ ডে বয়কে সোনার ব্যাট ও কেক উপহার দিতে চলেছে সিএবি। রাতের দিকে সভাপতি স্নেহাশিস বলছিলেন, 'সবটা বলতে চাই না। কিন্তু বিরাটকে বিশেষ কিছু স্মারক দেওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলেছি আমরা।' কোহলির জন্মদিনের মায়াবী আবহে ইডেন সংলগ্ন ময়দান এলাকায় রাত বাড়ার সঙ্গে টিকিটের কালোবাজারিও বেড়েছে। পুলিশ চেষ্টা করলেও সবকিছু এখনও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

আমরা সবাই বিরাট। জন্মদিনের আগে বিরাট কোহলিকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির কলকাতায় তাঁর ভক্তরা। ছবি : ডি মণ্ডল

নেইমারহীন উৎসবে মিত্রোভিচই আকর্ষণ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুম্বই, ৪ নভেম্বর : ক্রিকেট বিশ্বকাপে এখন মেতে গোটা দেশ। আর আরব সাগরের পারের এই শহর তো চিরকালই ক্রিকেটের শহর বলে পরিচিত। মাত্র দিনদুয়েক আগে এখানেই শ্রীলঙ্কাকে ছিন্নভিন্ন করেছেন মহম্মদ সামি-জসপ্রীত বুমরাহরা। স্বাভাবিকভাবেই এখন ক্রিকেটই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তারই মধ্যে অবশ্য এই উপনগরী তৈরি হচ্ছে ফুটবলের জন্য।

যাঁর আকর্ষণে এই ম্যাচ পুনে থেকে ফিরেছে নভি মুম্বইয়ে, তিনি অবশ্য অস্ত্রোপচার করিয়ে মাসদুয়েক মাঠের বাইরে। ঘটনা হল একে রামে রক্ষে নেই, তার উপর সুগ্রীব দোসরের মতো- একে ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে নেইমারের না আসা যোগ হওয়ার ফলে ম্যাচের রং আরও ফিকে। এমনকি এই ম্যাচকে নিয়ে মজার মজার কার্টুনও ছড়িয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মুম্বই সিটি এফসি-আল হিলাল ম্যাচের টিকিট কেনা উঠতি ও স্ট্যাটাস দেখানো পয়সাওয়ালা যুবক হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন, কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে। অথচ পুনের বালেওয়াড়ি থেকে মুম্বই সিটি ম্যানেজমেন্ট অনেক সাধ্যসাধনা করে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই ম্যাচটা নিয়ে এসেছেন ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামও আইসিসি অনুশীলনের মাঠ হিসাবে নিজেদের অধীনে নিয়ে রেখেছে। তা সত্ত্বেও স্রেফ নেইমারের নামেই ম্যাচ করার অনুমোদন দেওয়া হয়। মুম্বইয়ের মাধ্যমেই নেইমারকে এনে ট্রফির আবরণ উন্মোচনের কথাবার্তাও নাকি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না। ফলে এই বিশালকায় স্টেডিয়ামের কতটা ভরবে, সেই নিয়ে রীতিমতো ধন্দে সংগঠকরা। মুম্বই স্পোর্টস এরিনায় হাজার সাতেক দর্শক ধরে। আন্ধেরির মতো শহরের সেরা জায়গাতেও সেই স্টেডিয়াম ভরাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় মুম্বই সিটিকে। সেখানে ডিওয়াই পাতিলের মতো নভি মুম্বইতে নেরুলের মতো একটা জায়গায় নেইমারবিহীন আল হিলালকে দেখতে আদৌ লোকজন আসবেন কি না সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। যেখানে গত মাসের ২৪ তারিখই ওদেশে গিয়ে দেস বাকিংহামের দল ০-৬ হেরে এসেছে। তবে সেই ম্যাচে আলেকজান্ডার মিত্রোভিচ-রুবেন নেভেসদের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের তরুণ ফুটবলারদের ৬০ মিনিট পর্যন্ত যথেষ্ট লড়াকু মনোভাব দেখানোটা আশাবাদী করছে বাকিংহামকে। তিনি বলেও ফেলেন, 'ওই ম্যাচে ৬০ মিনিট পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। ওদের জন্য কাজটা কঠিন করে ফেলা ছাড়া নিজেরাও খানদুয়েক

মুম্বই সিটি এফসি-কে ধাক্কা দিতে তৈরি হচ্ছেন আলেকজান্ডার মিত্রোভিচ।

সুযোগও তৈরি করে ফেলি। কিন্তু সেরাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে ৯০-৯৫ মিনিটের জন্য তৈরি হতে হবে। যত খেলবে ছেলেরা ততই তৈরি হবে। তবে ওদের লেভেলটাই আলাদা।' গত মরশুমের থেকে এবারের গ্রুপটা যে আরও শক্ত একথা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা করছেন না ইংরেজ ট্যাকটিসিয়ান।

নেইমার না থাকলেও মিত্রোভিচের মতো স্ট্রাইকার পারেন যে কোনও অঙ্ক উলটেপালটে দিতে। নেভেসও তাঁর মতো এই মরশুমেই যোগ দিয়েছেন আল হিলালে। যদিও পর্তুগিজ তারকা নাকি আবার জানুয়ারিতেই ইংল্যান্ডে ফিরতে চলেছেন বলে ইংলিশ সংবাদমাধ্যমের খবর। নিউক্যাসল ইউনাইটেড আর আল হিলাল, দুই ক্লাবেরই মালিক হল সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড। ফলে নেভেসের প্রিমিয়ার লিগে ফিরতে খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। বেটিংয়ে যুক্ত থেকে ১০ মাসের জন্য ব্যান হওয়া সান্দ্রো তোনালির পরিবর্ত সৌদি থেকেই যে নিউক্যাসল নেবে, সেটা নিশ্চিত। তবে এখানে নেভেস নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন সার্বিয়ান স্ট্রাইকার। মিত্রোভিচ আগের দিন একাই দায়িত্ব নিয়ে নেন আপুইয়া-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেদের ছারখার করার। শুধু তাই নয়, নেইমারের অবর্তমানে তিনিই এখন সৌদি লিগ থেকে কিংস কাপ, সবেতেই তাঁর দলের প্রধান কান্ডারি। তাঁর দাপটেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও গ্রুপ শীর্ষে আল হিলাল। ফুলহ্যাম থেকে ৫৮ মিলিয়ন ইউরোতে আসা মিত্রোভিচকে সামলানোই এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ মেহতাব সিং-রাহুল ভেকেদের কাছে। যেসব দর্শক ইতিমধ্যেই টিকিট কেটেছেন তাঁরা নেইমারকে দেখতে না পেলেও এই সার্বিয়ানের পায়ের জাদুতে মুগ্ধ হতেই পারেন সব ঠিকঠাক থাকলে।

এদিন মাঝরাতের দিকে গোটা দলের এসে পড়ার কথা জানা গেল। তবে বেশ আশ্চর্য লাগছে মুম্বই সিটির আয়োজকদের দেখে। এত বড় ম্যাচ আয়োজন করতে চলেছেন। অথচ দর্শকদের থেকেও তাঁদের মধ্যে যেন আরও বেশি উদাসীন ভাব। নিজেদের দল নিয়ে অতীব দমচাপা ভাব। কোনও ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, কোচের আপত্তির কথা বলা হচ্ছে। অথচ বাকিংহামের সঙ্গে কথা বলতে গেলে, তিনি দিব্যি হাসিখুশি। এঁদের মতো লোকজনের জন্যই সম্ভবত মুম্বই নগরী তো বটেই, কলকাতা বাদে বাকি কোথাও ফুটবলের জনপ্রিয়তা কোনওদিনই বাড়বে না। কারণ জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য যা যা করা দরকার, এঁরা তার উলটোটাই করেন তা আইএসএল শুরু হওয়ার সময় থেকেই দেখছি।

ব্যর্থতার কানাগলিতে ইংল্যান্ড

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

অস্ট্রেলিয়া-২৮৬ (৪৯.৩ ওভার)
ইংল্যান্ড-২৫৩ (৪৮.১ ওভার)

আহমেদাবাদ, ৪ নভেম্বর : বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

১ লক্ষ ৩২ হাজার দর্শকাসন! বাইরে যা জায়গা আরও গোটা দুয়েক মাঝারি সাইজের স্টেডিয়াম হয়ে যেতে পারে! বিশালত্বে নিঃসন্দেহে বাকিদের দশ গোল দেবে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম।

বিশ্বকাপের অ্যাসেজের উত্তাপ গায়ে মাখতে সপ্তাহান্তে পঞ্চান্ন হাজার দর্শকের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো। ৫ অক্টোবর কাপ-উদ্বোধনী ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড টক্করে ফাঁকা গ্যালারির কারণে সমালোচনার ঝড় বয়েছিল।

আউট বেন স্টোকস। বোলার অ্যাডাম জাম্পাকে অভিনন্দন স্টিভেন স্মিথ ও জোশ ইনগ্লিসের। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

এদিন সেই ক্ষতে প্রলেপ সবরমতি পাড়ের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথে।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে বা দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম হলে চল্লিশ হাজারেই 'হাউসফুল' বোর্ড ঝুলত। ভারতহীন ম্যাচে প্রত্যাশা ছাপিয়ে সমর্থকদের ভিড়, ক্রিকেট-উন্মাদনার সঙ্গে গুজরাটের চিরাচরিত ড্রামবাদকদের তাল-ছন্দের ককটেল। নিরপেক্ষ দুই দেশের ম্যাচেও রঙের অভাব হয়নি।

ব্যর্থতা ঝেড়ে বাইশ গজের দ্বৈরথে বেন স্টোকসের চওড়া ব্যাটও রং ছড়ায়। কিন্তু সতীর্থদের ব্যর্থতা সেই কানাগলিতেই ইংল্যান্ড। মার্নাস লাবুশেন, স্টিভেন স্মিথদের দাপটে অস্ট্রেলিয়া ২৮৬-র চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় গত তিন ম্যাচে দুইশো পেরোতে না পারা প্রতিপক্ষকে। প্রথম বলে জনি বেয়ারস্টো (০) ফিরিয়ে কাজ শুরু মিচেল স্টার্কের। কিছুক্ষণ পর জো রুটকে (১৩) প্যাভিলিয়নে স্টার্ক-মিসাইলে (৬৬/২)।

স্টার্কের পর ম্যাচের সেরা অ্যাডাম জাম্পা-শো। ব্যর্থতার কাহিনি দীর্ঘ করে দ্রুত আউট জস বাটলারও (১)। এর মাঝে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটানোর প্রয়াস স্টোকসের। দায়িদ মালানের (৫০) সঙ্গে ৮৪ রানের পার্টনারশিপে দলকে লড়াইয়ে ফেরান। তারপর মইন আলিকে (৪২) নিয়ে আরও ৬৩। চাপের মুখে প্রথমে গুটিয়ে থাকলেন। তারপর খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসা। স্টার্ক-প্যাট কামিন্সদের সঙ্গে মাঠের বাইরে থাকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের আশঙ্কা বাড়াচ্ছিলেন।

বেন-স্পেশালের আশায় বদল গ্যালারির আবহ। প্রতিটি বিগশটে ডেভিড ওয়ার্নার-স্মিথদের নিয়ে মেতে থাকা গ্যালারিতে স্টোকস-ওয়েভ। শেষপর্যন্ত জাম্পার লেগস্টাম্প থিয়োরিতে বেন-ম্যাজিকে ব্রেক লাগতেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৯০ বলে ৬৪। দুইটি চার, তিন ছক্কা। স্টোকস ফিরলেন কাজ অসম্পূর্ণ থাকার আক্ষেপ নিয়ে।

বিপজ্জনক লিয়াম লিভিংস্টোনকে (৫) সাজঘরের রাস্তা দেখান অধিনায়ক কামিন্স। মইন আলির (৪২) লড়াকু ইনিংস থামিয়ে চলতি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারে শ্রীলঙ্কার দিলশান মদুশঙ্কাকে (১৮) টপকে শীর্ষে জাম্পা (২১/৩)। ব্যাটে-বলের দাপটের সুবাদে ম্যাচের সেরার পুরস্কারও জাম্পার মুকুটে। ডেভিড উইলি (১৫), আদিল রশিদদের (২০) নিয়ে ক্রিস ওকস (৩২) মিরাকল ঘটানোর চেষ্টা শেষপর্যন্ত আটকে যায় ২৫৩ রানে।

৩৩ রানে ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপ থেকে ইংল্যান্ডকে (৭ ম্যাচে ২ পয়েন্ট) পাকাপাকিভাবে ছুটি করে দিল অস্ট্রেলিয়া। টানা পঞ্চম হারে বাটলারদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির (গ্রুপে প্রথম সাতে থাকতে হবে) আশা আরও অনিশ্চিত। অস্ট্রেলিয়া (তিন নম্বরে পৌঁছে গেল) সেখানে সাত ম্যাচে পঞ্চম জয়ে সেমিফাইনালের আরও কাছে।

অথচ ম্যাচের শুরুটা কিন্তু অন্যরকম হয়েছিল। পাওয়ার প্লে-তে ওয়ার্নার (১৫)-ট্রাভিস হেডকে (১১) ফিরিয়ে ফুটছিল ইংল্যান্ডই। ওকসের জোড়া স্ট্রাইকে ৬ ওভারের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ৩৮/২। কিন্তু মর্যাদার ম্যাচে চাকাটা ঘুরিয়ে দেয় স্মিথ (৪৪) ও লাবুশেনের (৭১) ৭৫ রানের জুটি। বড় স্কোর অবশ্য এদিন হাতছাড়া করেন স্মিথ। রশিদের বাইরের বল মারতে গিয়ে আউট।

এরপর জোশ ইনগ্লিসের (৩) আত্মঘাতী রিভার্স সুইপ। ১১৩/২- থেকে ১১৭/৪। ৬ ম্যাচে পাঁচ হার ভুলে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের মতোই লাগছিল থ্রি লায়ন্সকে। কিন্তু লাবুশেনের নিয়ন্ত্রিত ইনিংসের সঙ্গে ক্যামেরন গ্রিনের (৪৭) প্রয়াস, বাটলারদের যে মেজাজ বিগড়ে দেয়। ওকস (৫৪/৪), রশিদদের (৩৮/২) পেস-স্পিনের দাপটের মাঝেও শেষদিকে মার্কাস স্টোয়িনিসের (৩৫) ক্যামিও ইনিংস এবং নয় নম্বরে নেমে জাম্পা (২৯) ২৮৬ রানে পৌঁছে দেয় অজিদের।

ইংল্যান্ডে ছিটকে দিতে সেটাই যথেষ্ট ছিল অজি বোলারদের।

নজরে পরিসংখ্যান

গ্রাহাম গুচের (১৯৯২, জিম্বাবোয়ে) পর বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ইংরেজ ব্যাটার হিসেবে ইনিংসের প্রথম বলে আউট জনি বেয়ারস্টো।

ওডিআই ফরম্যাটে সর্বাধিক ৫ বার বেয়ারস্টো আউট হলেন মিচেল স্টার্কের বলে। অপরদিকে ডেভিড ওয়ার্নার সর্বাধিক পাঁচবার ক্রিস ওকসের শিকার।

অজিদের বিরুদ্ধে চারটি বিশ্বকাপ ম্যাচে (২০১৫, ২০১৯ দুইবার, আজ) ১০ উইকেট নিলেন ওকস।

এবার অনুশীলন বাতিল শ্রীলঙ্কার

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের পর শ্রীলঙ্কা। নয়াদিল্লির বাতাসে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শনিবার অনুশীলন বাতিল করলেন কুশল মেন্ডিসরা। সোমবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সম্মানরক্ষার লড়াইয়ে নামবে শ্রীলঙ্কা। যার জন্য এদিন শ্রীলঙ্কার প্র্যাকটিস সেশন ছিল। কিন্তু শনিবার রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক ৪০৭-এ পৌঁছে যায়। যা অত্যন্ত খারাপ। যার জন্য শ্রীলঙ্কার ম্যানেজমেন্টের তরফে ক্রিকেটারদের মাঠে নামতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সোমবারের ম্যাচ নয়াদিল্লি থেকে সরানোর ভাবনা প্রায় নেই। এই প্রসঙ্গে আইসিসি-র এক কর্তা বলেছেন, 'আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। আইসিসি ও বিসিসিআই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির পাশে রয়েছে। নয়াদিল্লির বাতাসের গুণমানের আমরা পর্যবেক্ষণ করছি।'

জিতল দুই ম্যাঞ্চেস্টার

লন্ডন, ৪ নভেম্বর : গত দুই ম্যাচে জঘন্যভাবে হারতে হয়েছিল। শনিবারও পরাজয়ের মুখ দেখতে হত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। তাঁর গোলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফুলহ্যামকে ১-০ ব্যবধানে হারাল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। প্রত্যেক ম্যাচে একগাদা পরিবর্তন করতে গিয়ে চলতি মরশুমে মূল দলটাই তৈরি করতে পারেননি ইউনাইটেডের কোচ এরিক টেন হ্যাগ। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে এএফসি বোর্নমাউথকে। বার্নার্ডো সিলভা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য চারটি গোল জেরেমি ডোকু, ম্যানুয়েল আকাঞ্জি, ফিল ফোডেন ও নাথান একের। বোর্নমাউথের গোলস্কোরার লুইস সিনিস্তেরা।

হারের হ্যাটট্রিক করল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-১ (ক্লেইটন-পেনাল্টি)
কেরালা ব্লাস্টার্স-২ (সাকাই, দিমিত্রিওস)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : টানা দুই ম্যাচ হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে মাঠে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। শনিবারের সন্ধ্যায় হাজার বিশেক ইস্টবেঙ্গল সমর্থক আশা করেছিলেন জয়ের সরণিতে ফিরবে প্রিয় দল। কিন্তু কোথায় কী? ইস্টবেঙ্গলের কোনও উন্নতির লক্ষণ নেই। টানা তিন ম্যাচ হেরে লিগে অবস্থান কঠিন করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের কোনও বলার মতো আক্রমণ ছিল না। কিছুটা ছন্নছাড়া ফুটবল দেখা গেল এদিন। দুই দলই অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে ক্রমাগত খেই হারিয়ে ফেলে। কেরালার স্বদেশীয় ডিফেন্স লাইনের সামনে কার্যত অসহায় লাগল জাভিয়ের সিভেরিও, ক্লেইটন সিলভাদের। প্রথম দশ মিনিটের পরে দুইপ্রান্তে নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিংকে বিপজ্জনক হতে দেননি প্রীতম কোটালরা। গোটা প্রথমার্ধজুড়ে ক্রমাগত মিস পাসের ছড়াছড়ি ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের। সেইসঙ্গে অজস্র ব্যাকপাস ও স্কোয়ার পাস খেলে গেলেন সিভেরিওরা। বরং বেশি আক্রমণাত্মক লাগছিল কেরালা ব্লাস্টার্সকে। বিশেষ করে আদ্রিয়ান লুনার পায়ে বল গেলে কেঁপে উঠছিল লাল-হলুদের রক্ষণভাগ। গোটা প্রথমার্ধজুড়ে লুনা একাই তছনছ করে গেলেন লাল-হলুদের ডিফেন্স লাইনকে। মাঝমাঠে বোরহা হেরেরার অভাব ছিল সুস্পষ্ট। ৩২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে ইস্টবেঙ্গল। প্রতি আক্রমণ থেকে লুনা বল বাড়ান কেরালার জাপানি স্ট্রাইকার দাইসুকে সাকাইকে। মহম্মদ রাকিপকে ইনসাইড ডজে পরাস্ত করে গোল করেন সাকাই।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াতে হিজাজি মাহের, সৌভিক চক্রবর্তী ও নীশু কুমারকে মাঠে নামান ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। দ্বিতীয়ার্ধে তারা আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করে। ৫৫ মিনিটে ক্লেইটনের পাস থেকে মহেশ গোল করার আগে কর্নারের বিনিময়ে বলটিকে বিপন্মুক্ত করেন সন্দীপ সিং। তার পরের মিনিটেই ইস্টবেঙ্গলের হিজাজির হেড বাঁচান কেরালার গোলরক্ষক শচীন সুরেশ। ৬২ মিনিটে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন সন্দীপ। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু ৬৫ মিনিটের পর ফের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন ইভান ভুকোমানোভিচের ছেলেরা। গোল শোধ করতে কোয়াদ্রাত মরিয়া হয়ে লালচুংনুঙ্গার বদলে সুহের ভিপিকে মাঠে নামান। কিন্তু তারপরেও ম্যাচের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ৮৩ মিনিটে মহেশকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। স্পটকিক থেকে ক্লেইটনের শট বাঁচিয়ে দেন কেরল গোলরক্ষক শচীন সুরেশ। তবে রেফারি পুনরায় কিক নেওয়ার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় দফাতেও গোল করতে ব্যর্থ ক্লেইটন। তাঁর শট শচীন সেভ করলে ফিরতি বলে বাইরে মারেন ক্লেইটন।

৮৮ মিনিটে গোল পায় কেরালা। রাকিপের ভুলে

দাইসুকে সাকাইকে নিয়ে উচ্ছ্বাস আদ্রিয়ান লুনার।

গোল করেন দিমিত্রিওস দিয়ামানতাকোস। তবে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তিনি। ম্যাচের শেষলগ্নে ফের পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। এবার গোল করতে কোনও ভুল করেননি ক্লেইটন। টানা তিন ম্যাচ হারের পর কোয়াদ্রাতের পরিকল্পনা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, মন্দার (নীশু), পারদো (বোরহা), চুংনুঙ্গা (সুহের), রাকিপ, খাবরা (সৌভিক), ক্রেসপো (হিজজি), নন্দ, সিভেরিও, ক্লেইটন ও মহেশ।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরানের পর ফখর জামান। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

ফখরের শতরানে মাত কিউয়িরা

বেঙ্গালুরু, ৪ নভেম্বর : ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের চোখে 'কোয়ার্টার ফাইনাল' হয়ে উঠেছিল পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। উত্তেজক সেই ম্যাচে জল ঢালল উদ্যাননগরীর বৃষ্টি। ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ২১ রানে জিতে সেমিফাইনালের অঙ্কে আরও একটা লাইফলাইন পেয়ে গেল বাবর আজম ব্রিগেড। পয়েন্ট টেবিলে এখনও তারা ছয় নম্বরে থাকলেও ফখর জামানের (৮১ বলে অপরাজিত ১২৬) আক্রমণাত্মক শতরানে শেষবেলায় নকআউটের অঙ্ক জমে গিয়েছে।

দিনের শুরুতে অবশ্য তেমন কিছুর ইঙ্গিত ছিল না। চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে রাচিন রবীন্দ্র (৯৪ বলে ১০৮) তৃতীয় শতরানে নিউজিল্যান্ড ৪০১/৬-এর পাহাড়সমান স্কোর খাড়া করে। যা কিউয়িদের বিশ্বকাপে প্রথমবার চারশো প্লাস স্কোর। আর ওডিআইয়ে তাদের সর্বাধিক রান থেকে মাত্র ১ কম। রেকর্ড গড়েছেন রাচিনও। বয়স ২৫ পেরোনোর আগেই তিনি বিশ্বকাপে তৃতীয় শতরান পেয়ে গেলেন। পেরিয়ে যান শচীন তেন্ডুলকারের জোড়া তিন অঙ্কের রানের নজির। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই তাঁর সঙ্গে তাল ঠুকেছেন কেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ৭৯ বলে ৯৫ রান করেছেন। তাঁদের যুগলবন্দিতে গড়ে ওঠা মঞ্চের সদ্ব্যবহার করেন গ্লেন ফিলিপস (৪১), মার্ক চ্যাপম্যান (৩৯) ও মিচেল স্যান্টনার (অপরাজিত ২৬)। নিটফল, মাত্র কয়েকদিন আগেই ওডিআইয়ে বোলারদের র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে ওঠা শাহিন শা আফ্রিদি (১০ ওভারে ৯০ রান) ফেরেন লজ্জার নজির গড়ে। বিশ্বকাপে এক ইনিংসে পাকিস্তানের বোলারদের মধ্যে শাহিন সর্বাধিক রান খরচ করলেন। এদিনের আগে পর্যন্ত যে নজির ছিল হাসান আলির। ২০১৫ সালে তাঁর ১০ ওভারে ৮৫ রান খরচের নজির শনিবার স্পর্শ করেন হ্যারিস রউফও (৮৫/১)।

সবকিছু ধুয়েমুছে দেয় এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ফখরের তাণ্ডব। ১১টি ছক্কা ও আট বাউন্ডারিতে তিনি কিউয়ি বোলারদের মুখের হাসি কেড়ে নেন। দ্বিতীয় ওভারে আবদুল্লাহ শফিককে (৪) ফেরানোর স্বস্তি বাবরের (অপরাজিত ৬৬) সঙ্গে জুটি বেঁধে ফখর কেড়ে নেন। ২১.৩ ওভারে বৃষ্টির প্রথম আবির্ভাবও তাঁদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। মিনিটে চল্লিশেকের বিরতিতে ৪১ ওভারে পাকিস্তানের টার্গেট দাঁড়ায় ৩৪২। যে অঙ্ক মেলানোর পথে থাকা ফখরদের থামতে ২৫.৩ ওভারে। ২০০/১ স্কোরে পৌঁছে তারা ২১ রানে জয় নিশ্চিত করে নেয়।

উচ্চাশা নিয়ে এসেছিলাম, বলছেন বাটলার

সেরাটা এখনও বাকি : কামিন্স

সঞ্জীবকুমার দত্ত

আহমেদাবাদ, ৪ নভেম্বর : লড়াই হল। গত চার ম্যাচের হারের লজ্জা ঢাকার প্রচেষ্টাও ছিল। যদিও জয়ের রাস্তায় ফেরা হল না ইংল্যান্ডের। বিশ্বকাপে টানা পাঁচ হারে দেশকে চরম লজ্জায় ফেলে দিলেন জস বাটলারের দল। গত কয়েক ম্যাচের মতো ফের ইংল্যান্ড অধিনায়ক মেনে নিলেন কোন কিছুই ঠিক হচ্ছে না। নিজেদের সেরা খেলার ধারেকাছে যেতে পারছে না দল।

ম্যাচ শেষে বিধ্বস্ত বাটলার বলেন, 'অত্যন্ত হতাশাজনক। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে একই কথা বলে যাচ্ছি। পরিস্থিতি কিন্তু কিছুতেই বদলাচ্ছে না। আজ কিছুটা উন্নতি ঘটলেও বাউন্ডারি লাইন অতিক্রম করতে পারিনি আমরা। উচ্চাশা নিয়ে ভারতে পা রেখেছিলাম। অথচ সেখানে...। অধিনায়ক হিসেবে আমি হতাশ।'

তিন নম্বরে পৌঁছে গিয়ে সেমির সম্ভাবনা বাড়িয়ে নেওয়া অজি শিবিরে ঠিক উলটো ছবি। ম্যাচ শেষে যে জয়ের মূল কারিগর অ্যাডাম জাম্পাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। বলেন, 'দলগতভাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। প্রতি ম্যাচেই আমরা উন্নতি করছি। তবে এখনও সেরা ফর্মে পৌঁছোতে পারেনি। পরের ম্যাচগুলিতে আশা করি সেই দাবিও পূরণ করতে পারব। প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর টানা পাঁচ জয়, অধিনায়ক হিসেবে আমি গর্বিত।' জাম্পাকে নিয়ে আরও বলেন, 'ডেথ ওভারে ২৯ রান, দুর্দান্ত ক্যাচের সঙ্গে বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নেওয়া। পারফেক্ট ম্যাচ অ্যাডাম জাম্পার জন্য। লাবুশেন, স্টার্কদের পারফরম্যান্সগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী পর্যায়ে ম্যাক্সওয়েল ও মার্শরাও ফিরবে। সবমিলিয়ে দল যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমি খুশি।'

ড্র সুনীলদের

হায়দরাবাদ, ৪ নভেম্বর : টানা তিন ম্যাচে জয়ের দেখা পেল না বেঙ্গালুরু এফসি-র। শনিবার হায়দরাবাদের গাচ্চিবাউলি স্টেডিয়ামে হায়দরাবাদ এফসি-র সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল সাইমন গ্রেসনের দল। ৩৫ মিনিটে মহম্মদ ইয়াসিরের গোলে এগিয়ে যায় হায়দরাবাদ। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৮ মিনিটে বেঙ্গালুরুকে সমতায় ফেরান অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার রায়ান উইলিয়ামস। ফলে ৬ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ৯ নম্বরে থাকলেন সুনীল ছেত্রীরা।

মায়ামির নজর সুয়ারেজে

ওয়াশিংটন ডিসি, ৪ নভেম্বর : ফের একসঙ্গে খেলতে দেখা যেতে পারে লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজ জুটিকে। আগামী মরশুমে তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী মায়ামি। চলতি মরশুমে মেসিকে সই করিয়ে গোটা বিশ্ব চমক দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মেসির দুই প্রাক্তন সতীর্থ জর্ডি আলবা ও সের্জিও বুস্কেটসকেও সই করায় তারা। এবার আগামী মরশুমে সুয়ারেজের দিকে হাত বাড়িয়েছে মায়ামি।

বদনাম ঘুচিয়ে 'অ্যাসেজে' মাতল নমো স্টেডিয়াম

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

আহমেদাবাদ, ৪ নভেম্বর : নভেম্বরের উনিশে খেতাবি যুদ্ধ।

প্রহর গুনছে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। সপ্তম স্বর্গে থাকা ভারতীয় দল উসকে দিচ্ছে তৃতীয় ওডিআই বিশ্বসেরা খেতাব জয়ের স্বপ্ন। টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। লক্ষাধিক দর্শকাসনের স্টেডিয়ামে ঢোকার ছাড়পত্র পাওয়া ভাগ্যবানদের তুলনায় টিকিট না পাওয়ার সংখ্যা বেশি।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে তাঁদেরই অনেকে আজ মাঠমুখো। হোক না ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ডুয়েল। ঘরের মাঠে বসে অন্যরকম অ্যাসেজের স্বাদ নেওয়ার সুযোগও তো সহজে মেলে না। প্রতিফলন শনিবাসরীয় দ্বৈরথে। গ্যালারি থেকে বাইশ গজের টক্কর, প্রেসবক্সেও রং ছড়াল যা।

ইন্ডিয়া জিতেগা...

বিশ্বকাপে অ্যাসেজ যুদ্ধ। ইংল্যান্ডের জন্য মানরক্ষার। অস্ট্রেলিয়ার চোখ সেমিফাইনালে। যদিও স্টেডিয়ামে 'জিতে গা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা'! স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার, বেন স্টোকস, জস বাটলারদের টক্করে হাজির বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা এবং ভারত! প্রিয় দলকে নিয়ে ক্রিকেট ওয়েভ আসমুদ্রহিমাচলে। মোদি স্টেডিয়ামে এদিন তারই খণ্ডচিত্র। অতিথি দুই দলের ম্যাচ দেখতে এসেও গায়ে রোহিতদের নীল জার্সি। হাতে ভারতীয় তেরঙা।

জয়ী ওয়ার্নার

ভারত তাঁকে টানে। আইপিএলের সুবাদে দীর্ঘদিন কাটানোর ফলে দেশটাকে ভালোবেসেও ফেলেছেন। ভারতীয় সিনেমা, খাবার, সংস্কৃতিতে মজে থাকা ওয়ার্নারের প্রতি পালটা আবেগের প্রতিফলন ইংল্যান্ড-অজি দ্বৈরথে। বাইশ গজে নামার আগের ভালোবাসার যে যুদ্ধে বাকিদের টেক্কা দিলেন। স্থানীয় সমর্থকদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার হলুদ জার্সি পরার সংখ্যাটা এদিন নেহাত কম নেই। বেশিরভাগের পিঠে লেখা ওয়ার্নার।

পাশে আছি...

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই বিশ্বকাপ জার্নির শুরু থ্রি লায়ন্সের। সেদিনও মাঠে ছিলেন। আজও আছেন। মাঝে দলের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেও 'বার্মি আর্মির' ইউনিয়ন জ্যাক হাতে নিয়ে ঘুরেছেন প্রতিটি স্টেডিয়ামে। গলা ফাটিয়েছেন জস বাটলার, জো রুটদের জন্য। ভেরোনিকা আর অ্যারন।। যাঁদের কথায়, এই দলটাই গত কয়েক বছরে দেশকে গর্বিত করেছে। কঠিন সময়ে তাই আরও বেশি করে পাশে থাকা দরকার। দলের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই ইংরেজ কাপল থাকবেন ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান ম্যাচেও।

প্রেসবক্সে অন্য যুদ্ধ

মাঠে ক্রিস ওকস-ডেভিড ওয়ার্নার। প্রেসবক্সে দুই দেশের সাংবাদিকদের অদৃশ্য যুদ্ধ। মাঠের টক্করের সঙ্গে যে ওয়েভের ওঠাপড়া দিনভর। ওকসের জোড়া ধাক্কা দারুণ শুরু। প্রতিফলন পাশে বসা ইংরেজ সাংবাদিকদের। জমে যাওয়া স্টিভেন স্মিথ, দ্রুত জোশ ইনগ্লিসের ফিরে

বিশ্বকাপে 'অ্যাসেজে' অস্ট্রেলিয়ার সমর্থক হয়ে গেলেন ভারতীয়রা। -প্রতিবেদক

যাওয়া যে মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মার্নাস লাবুশেন, ক্যামেরন গ্রিনের হাত ধরে অজিদের পালটা প্রতিরোধে এবার পালা অজি সাংবাদিকদের। পাশে নিরপেক্ষ দেশের সাংবাদিক হিসেবে যে সমীকরণটা উপভোগ করছিলাম।

ময়দান থানায় হাজিরা দিলেন সিএবি প্রতিনিধি –খবর আঠারোর পাতায়

কান ফের আসছেন ভারতে

মিউনিখ, ৪ নভেম্বর : ভারতে আবারও আসতে চলেছেন কিংবদন্তি জার্মান গোলরক্ষক অলিভার কান। এর আগে ২০০৮ সালে কলকাতায় কেরিয়ারের বিদায়ি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। এই নিয়ে শনিবার নিজেই সামাজিকমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'নমস্তে। ২০০৮ সালে আমার কেরিয়ারের অসাধারণ বিদায়ি ম্যাচটি খেলেছিলাম ভারতে। আগামী সপ্তাহে আবারও এই অসাধারণ দেশের সংস্কৃতি, ফুটবল অনুরাগী ও ফুটবলে উন্নতি সম্পর্কে জানতে আসছি।'

দীর্ঘ ১৫ বছর পর ভারতে আসতে চললেও কোন কোন শহরে তিনি যাবেন বা আদৌ কোনও সেমিনারে অংশ নেবেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। কয়েকদিন আগে এআইএফএফ–এর তরফে আর্সেন ওয়েঙ্গারের ভারতে আসার কথা জানানো হয়েছিল। তাঁর সঙ্গী হিসাবে কান আসতে পারেন বলে বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা।

অ্যাথলেটিক্সের নাম নথিভুক্তকরণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃক্লাব অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য দুইদিনের নাম নথিভুক্তকরণ শনিবার শুরু হল। পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, এদিন ১৮টি ক্লাবের ১৯৩ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন। ২৫ ও ২৫ নভেম্বর দলবদল ও পুনর্নবীকরণ হবে। অ্যাথলেটিক্স মিট ২০২৪ সালের ১২–১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।

সোমার সোনা

বাগডোগরা, ৪ নভেম্বর : মাস্টার্স গেমস অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ও কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রবীণদের আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় জোড়া সোনা পেয়েছেন সোমা দত্ত। শনিবার বাগডোগরার সোমা হাই জাম্প ও লং জাম্পে প্রথম হয়েছেন।

সেরা নর্থ পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ নভেম্বর : ওড়িশায় ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিবিএসই ক্লাস্টার–২ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল রানিডাঙ্গার নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। তারা ফাইনালে ৩–২ সেটে দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়িকে হারিয়েছে। সেমিফাইনালে ৩–২ সেটে কদমতলার বিএসএফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের বিরুদ্ধে জয় আসে নর্থ পয়েন্টের। দলের কোচ ছিলেন দ্বৈপায়ন ব্রহ্মচারী। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় নর্থ পয়েন্ট ১৬–১৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশে অনুষ্ঠেয় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য ঃ দেবেশ চন্দ্র পাল (কার্ত্তিক)
প্রয়াণ ঃ ২৫শে অক্টোবর, ২০২৩
শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ
৫ই নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার নিজ বাসভবনে
নিয়মভঙ্গ ঃ
৬ই নভেম্বর ২০২৩ (সোমবার) সায়াহ্নে
''শ্রীমা ভবন'' হায়দারপাড়া, শিলিগুড়ি।
আত্মীয়-স্বজন, শ্মশানবন্ধু ও বন্ধু-বান্ধবদের
উপস্থিতি কামনা করছি।
শোকস্তব্ধ ঃ বাসন্তী পাল (স্ত্রী)
সমীক পাল (কালু) পুত্র
শিবানী পাল (পুত্রবধূ), সরিতা পাল (কন্যা)
বিশ্বায়ন পাল (নাতি),
স্নেহা পাল ও উস্মিতা পাল (নাতনীদ্বয়)

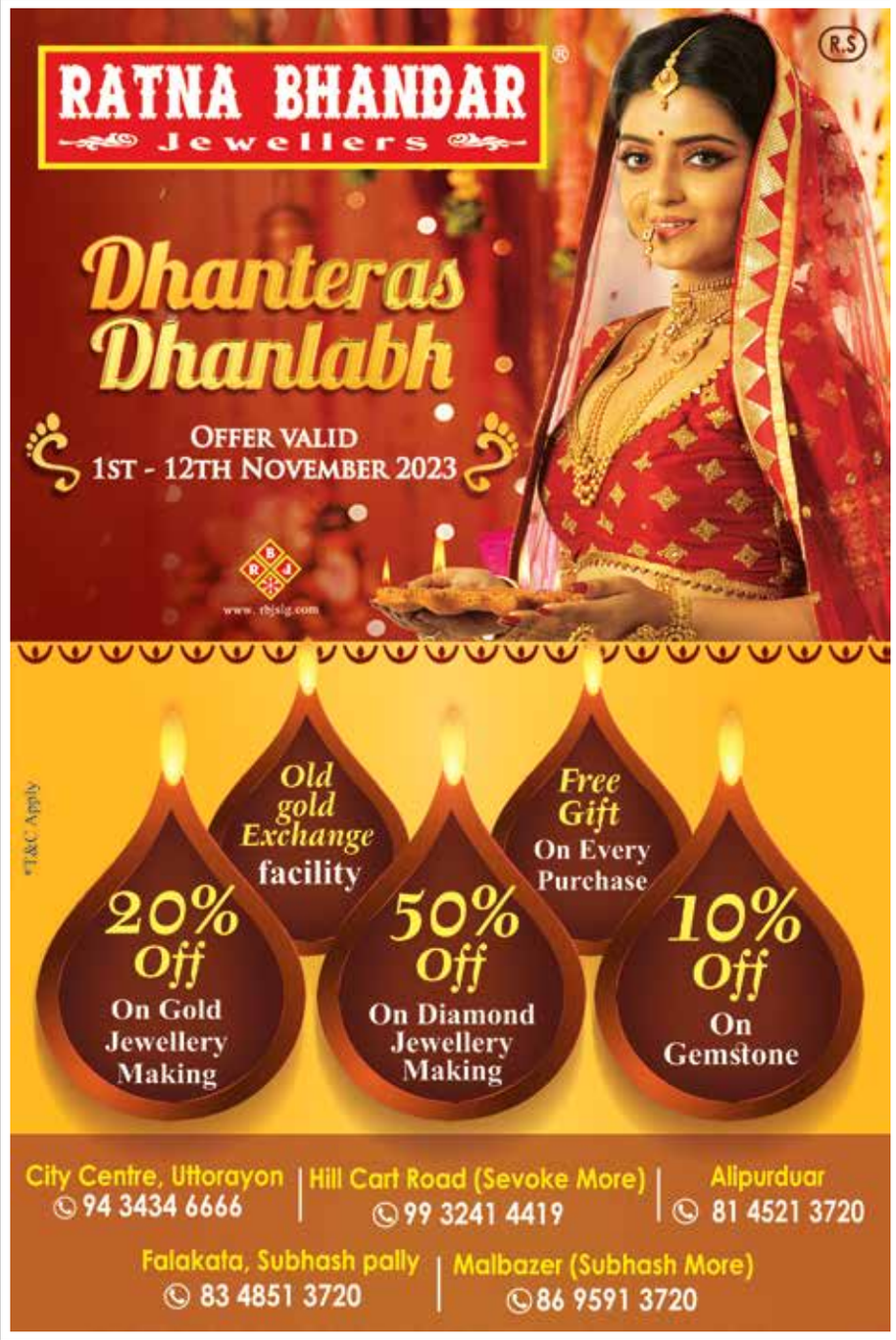

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৭৭১। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in